উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৮ আশ্বিন ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 25 September 2024 Wednesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 129

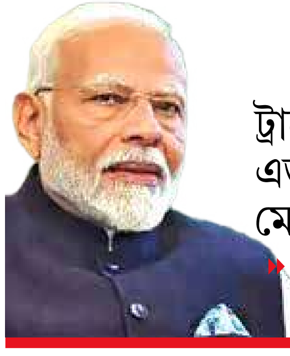

ট্রাম্পের সভা এড়ালেন মোদি

পাঁচের পাতায়

ডাক্তারদের আন্দোলন নাটক, বলছেন দিলীপ

পাঁচের পাতায়

ডেপুটি মেয়রের পদত্যাগ নিয়ে জল্পনা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : দুর্নীতি ইস্যুতে তাঁর বিরুদ্ধে গোপন তদন্ত করাচ্ছিলেন দলীয় কাউন্সিলার। আর তাতে অপমানিত হয়ে পরিষদীয় দলের বৈঠকেই পদত্যাগ করতে চাইলেন শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। যদিও তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেননি মেয়র গৌতম দেব। ঘরোয়া অশান্তির কথা গৌতম বা রঞ্জন স্বীকার না করলেও কাউন্সিলারদের অনেকেই ঘটনার সত্যতা মেনে নিয়েছেন।

মঙ্গলবার হাসমি চকের কাছে পূর্ত দপ্তরের বাংলোয় শিলিগুড়ি পুরনিগমের তৃণমূল পরিষদীয় দলের বৈঠক ছিল। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকেই দলের এক মহিলা কাউন্সিলারের সঙ্গে কথা কাটাকাটি এবং মতানৈক্য হয় রঞ্জনের। এরপরই মেয়রের কাছে ইস্তফাপত্র দেন ডেপুটি মেয়র। যদিও মেয়র সেই ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেননি। রঞ্জনের কাছে বিষয়টি নিয়ে জানতে চাওয়া হলে তাঁর বক্তব্য, 'এগুলি রটনা। আমি কেন ইস্তফা দিতে যাব?'

গৌতমের মুখেও এক কথা, 'ইস্তফা দেওয়ার কোনও ঘটনা ঘটেনি। এগুলি সব রটনা।'

শাসকদলের একটি অংশই বলছে, পুরনিগমে দ্বিতীয় ডেপুটি মেয়র হওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই জল্পনা চলছে। ওই তালিকায় এক মহিলা কাউন্সিলারেরও নাম রয়েছে। সেই মহিলা কাউন্সিলারের সঙ্গেই এদিন পরিষদীয় দলের বৈঠকে ডেপুটি মেয়রের ঝামেলা হয়েছিল।

দুর্নীতির অভিযোগে মঙ্গলবারই মাল পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে স্বপন সাহাকে সরিয়ে দিয়েছে তৃণমূল। সাসপেন্ড করা হয়েছে দল থেকেও। সেই একইদিনে শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র ইস্তফা দিতে চাওয়ায় বিষয়টি অন্য মাত্রা পেয়েছে।

পুরনিগমের ইউপিই বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন রঞ্জন। পুরনিগম সূত্রে খবর, ওই বিভাগে কোনও দুর্নীতি রয়েছে কি না তা বের করতে এক মহিলা কাউন্সিলার পুরনিগমেরই

এরপর দশের পাতায়

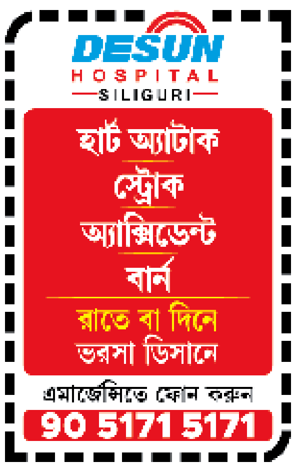

দুর্নীতির দায়ে সাসপেন্ড মালের চেয়ারম্যান

পূর্ণেন্দু সরকার ও বিদেশ বসু

জলপাইগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের পাঠানো দলের তদন্তে একাধিক আর্থিক অনিয়মের বিষয় উঠে আসায় মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহাকে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড করা হল। স্বপনের বিরুদ্ধে আবাস যোজনা, পথবাতি, দোকানঘর বণ্টনের মতো নানা বিষয়ে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। জেলা পরিষদের অনেক সরকারি জমিও তিনি বেআইনিভাবে বিক্রি করেছেন বলে অভিযোগ। ঠিক কত টাকার দুর্নীতি হয়েছে সে বিষয়ে সরকারিভাবে কিছু জানা না গেলেও, সব মিলিয়ে আর্থিক অনিয়মের পরিমাণ অনায়াসে ১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট মহলে ব্যাপক হইচই শুরু হয়েছে।

তৃণমূল সূত্রে খবর, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে স্বপনের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে দল তাঁকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেয়। তিনি আপাতত দলের কোনও কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবেন না বলে মঙ্গলবার দলীয়ভাবে স্বপনকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়। পুরসভার চেয়ারম্যানরা একজন করে দেহরক্ষী পান। পুলিশের তরফে এদিন তাঁর দেহরক্ষী তুলে নেওয়া হয়। দলের চিঠি পাওয়ার পর স্বপন এদিন পুর প্রশাসনের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দেন। স্বপনের অবশ্য দাবি, পদত্যাগপত্র নয়, কয়েকদিনের জন্য ছুটিতে যেতে তিনি পুর প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছেন।

এরপর দশের পাতায়

ঘুঁটি চার দালাল

সুতো টানেন বিতর্কিত বিডিও

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : টাপ্পা, ভোম্বল, গণেশ ও উজ্জ্বল এই চার দালালের মাধ্যমেই জাতীয় সড়কে ট্রাক আটকে তোলাবাজির অপারেশন চালায় এমভিআই সিন্ডিকেট। কোচবিহার থেকে জঙ্গিপুর পর্যন্ত জেলায় জেলায় সিন্ডিকেটের কারবারিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা থেকে ভাগবাঁটোয়ারা বা মেসেজ আদানপ্রদান, সবটাই করেন ওই চারজন। আড়ালে থেকে দাবার ঘুঁটির মতো দালালদের ব্যবহার করেন বিতর্কিত বিডিও এবং তাঁর আত্মীয় এমভিআই আধিকারিকরা।

সিন্ডিকেটের কারবার নিয়ে আদালত সূত্রে বিস্ফোরক নানা তথ্য মিলেছে। তোলাবাজির একটি মামলায় হাইকোর্টে রিপোর্ট পেশ করে আন্তঃজেলা এমভিআই সিন্ডিকেটের কথা স্বীকার করে নিয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। তাতেই প্রকাশ্যে এসেছে চাঞ্চল্যকর নানা তথ্য। তোলাবাজিতে অভিযুক্ত আলিপুরদুয়ার আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের একাধিক কর্মী ও আধিকারিককে ইতিমধ্যেই আইনি নোটিশ পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে সিন্ডিকেটের দুই দালালকে।

আদালত সূত্রে পাওয়া তথ্য বলছে, ১২ অগাস্ট উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরের বাসিন্দা ট্রাকচালক গুলাব ভরদ্বাজ কালচিনি থানায় তোলাবাজ সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন (পিএস কেস নম্বর-৯৪/২০২৪)। তাতে তিনি উল্লেখ করেন, আলিপুরদুয়ারের নিমতির কাছে তাঁর ট্রাক আটকে এমভিআই কর্মী এবং দালালরা জোর করে ছয় হাজার টাকা নেন। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ উজ্জ্বল দাস এবং গণেশ বিশ্বাস নামে দুই দালালকে গ্রেপ্তার করে। দুজনেরই বাড়ি বারবিশায়। সিন্ডিকেটের ওই দুই দালালের কাছ থেকে নগদ টাকা ছাড়াও বেশ কয়েকটি ট্রাকের নথি, একাধিক মোবাইল, মোটর সাইকেল সহ আরও কিছু জিনিস বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। আর সেই মোবাইলগুলি ঘাঁটতে গিয়েই তোলাবাজ সিন্ডিকেটের পর্দা ফাঁস হয়ে যায়।

তোলাবাজিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে টুকাই রায় (ভোম্বল) এবং শুভঙ্কর নন্দী (টাপ্পা)-র বিরুদ্ধে। দুজনেই আলিপুরদুয়ার আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের অস্থায়ী চালক। ভোম্বলের বাড়ি জলপাইগুড়ি মোহিতনগরের বৈরাগীপাড়ায়। আর টাপ্পার বাড়ি কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ির পিচেরডাঙ্গার ধর্মবরের কুঠি এলাকায়। পুলিশের রিপোর্ট অনুসারে, আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের আলিপুরদুয়ারের ইনস্পেকটর (নন টেকনিকাল) অভিষেক সরকারের নির্দেশেই কাজ করতেন টুকাই, ভোম্বলরা। সম্প্রতি অভিষেককে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদও করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ভোম্বল ও টাপ্পাকেও। আলিপুরদুয়ারের এআরটিও সুভাষ বর্মনের বিরুদ্ধেও উঠেছে নানা অভিযোগ। একাধিকবার ফোন করা হলেও ফোন তোলেননি সুভাষ।

এরপর দশের পাতায়

ডান্ডা ট্যাক্স। প্রত্যেকটি ট্রাক থেকে আদায় করা হয় গড়ে ৬ হাজার টাকা। মাসে কমপক্ষে ২ কোটি টাকা ভাগবাঁটোয়ারা হচ্ছে সিন্ডিকেটে। বারবিশা বা বক্সিরহাট থেকে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর পর্যন্ত এই চক্রের মাথা এক বিডিও। চক্রের নেপথ্যে এমভিআই। আজ দ্বিতীয় কিস্তি।

কুয়োয় ফেলে শিশুকে খুন

কুসংস্কারের বলি একরত্তি, গ্রেপ্তার মা

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : মাত্র ২৫ দিন আগে পৃথিবীর আলো দেখেছিল দর্শিকা। আর ঠিক ২৫ দিনেই জন্মদাত্রী মায়ের হাতে জীবনের ইতি। একরত্তি মেয়েকে কুয়োয় ফেলে দিব্যি বারান্দায় থাকা চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছিল মা। একাধারে মর্মান্তিক এবং তাজ্জব করা ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি শহরের বুকে ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তনগরে।

কুয়োয় ফেলে দেওয়ার ঘটনাটি যখন জানাজানি হল, তখন সব শেষ। দমকল এসে শত চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেনি ফুটফুটে মেয়েটিকে। নিজে হাতে সন্তানকে মেরে ফেলার অভিযোগে মা অষ্টমী গোস্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অষ্টমীর স্বামী নয়নমণি নিজেও মেয়ের মর্মান্তিক পরিণতি দেখে হতবাক। দিনদুয়েক আগে মেয়ের জন্য কেনা নতুন জামা হাতে কেঁদেই চলছিলেন অনবরত।

কিন্তু কেন এমন কাণ্ড? পাড়াপড়শি ও সদ্যোজাতর বাবা যা বলছেন, তাতে চোখ আরও কপালে ওঠার জোগাড়। সবটাই নাকি হয়েছে কুসংস্কারের বশে। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও এমন হয়, প্রশ্ন ঘুরছে শহরের আনাচকানাচে।

জন্মের সময় দর্শিকার ওজন ছিল মাত্র দেড় কিলো। তা নিয়ে নয়নমণি ও অষ্টমীর চিন্তাও কম ছিল না। কিন্তু গত কয়েকদিন অষ্টমীকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন নয়নমণি ও তাঁর নিকটাত্মীয়রা। ওঝার ঝাড়ফুঁক থেকে কবিরাজি, কোনওকিছুই বাদ ছিল না। নয়নমণি বলছেন, 'ও শুধু বলছিল, আমার মৃতা মা নাকি ওর স্বপ্নে এসে আমার বাচ্চাকে মেরে ফেলার কথা বলছে। আমি ওঝা, কবিরাজ সবাইকে দেখানোর পর ডাক্তারও দেখিয়েছি। তারপরও স্বপ্ন দেখে কান্নাকাটি করত মাঝেমধ্যেই।'

সুকান্তনগর অটোস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় পেশায় দর্জি রতন সাহার বাড়িতে কয়েকমাস আগেই ভাড়া এসেছেন নয়নমণিরা। বছরখানেক আগে নয়নমণির সঙ্গে বিয়ে হয় অষ্টমীর। বিয়ের পর থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনও সমস্যার কথা তিনি শোনেননি বলে জানালেন বাড়িওয়ালা রতন। তিনি বলছেন, 'সোমবারও রাত ১০টা পর্যন্ত তো ওঁদের ঘরেই ছিলাম। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বসেছিলাম অনেকক্ষণ।' তাঁর কথায়, 'সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজের কাজে বসতেই ভাড়াটিয়ার ঘর থেকে চিৎকার শুনলাম, বাচ্চাটাকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা সবাই বাচ্চাটাকে খোঁজা শুরু করি। বাড়ির কুয়োটা আমি ঢেকে রেখেছিলাম। হঠাৎ সেখানে চোখ যেতেই দেখি কুয়োর ঢাকনা কিছুটা খোলা। তখনই সন্দেহ হয় যে, কুয়োতেই হয়তো শিশুটিকে ফেলা হয়েছে। প্রতিবেশীরা এসে জলে কাটা নামালে বাচ্চাটা অর্ধেকটা উঠলেও পরে জামা ছিঁড়ে আবার জলে পড়ে যায়। এরপরই দমকল এসে বাচ্চাটিকে কুয়ো থেকে তোলে।'

ঘটনার পর অষ্টমী মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন বলেও দাবি করতে থাকেন কয়েকজন। তবে, এমন তত্ত্ব মানতে নারাজ রতন। ভাড়াটিয়াকে খুব কাছ থেকেই দেখেছেন তিনি। তাই বলছেন, 'প্রথমে কিন্তু কোনও সমস্যা চোখে পড়েনি। কিন্তু কিছুদিন ধরে শিশুটির মা বলছিল, বাচ্চাটাকে রাখবে না।'

এরপর দশের পাতায়

মর্মান্তিক

- শিলিগুড়ির সুকান্তনগরের নয়ণমনি ২৫ দিনের মেয়েকে নিয়ে শুয়ে ছিলেন
- ঘুম থেকে উঠে দেখেন, বাচ্চাটি পাশে নেই
- বাইরে তাঁর স্ত্রী অষ্টমী তখন গান শুনছিলেন
- খোঁজখবর হতেই নজর পড়ে কুয়োয়, সেখান থেকে উদ্ধার হয় একরত্তির দেহ
- কুয়োর সদ্যোজাতকে ফেলার কথা স্বীকার অষ্টমীর

একনজরে

'দিদির জন্য আমি আছি'

নিজের বাড়ির সামনে গাড়ি থামতেই অগুনতি ভক্তের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন অনুব্রত মণ্ডল। প্রায় আড়াই বছর আগে ১১ অগাস্ট সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হন বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

মালগাড়ি লাইনচ্যুত, দুর্ভোগে যাত্রীরা

নিউ ময়নাগুড়ি রেলস্টেশনে দুর্ঘটনাগ্রস্ত মালগাড়ি। ছবি : অভিরূপ দে

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২৪ সেপ্টেম্বর : মালগাড়ি লাইনচ্যুত হয়ে ঘটল বিপত্তি। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনের কাছে একটি মালগাড়ির পাঁচটি কামরা লাইনচ্যুত হয়। একটি কামরা পাশের লাইনে গিয়ে পড়ে। ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ম্যানেজার অমরজিৎ গৌতম জানিয়েছেন, অসম থেকে নিউ জলপাইগুড়িগামী একটি মালগাড়ির পাঁচটি কামরা লাইনচ্যুত হয়েছে। কী কারণে দুর্ঘটনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মালগাড়ির লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনায় ফের দুর্ভোগে পড়লেন অন্য ট্রেনের যাত্রীরা। যার জেরে নিউ আলিপুরদুয়ারে নির্দিষ্ট সময়ের থেকে প্রায় তিন ঘণ্টা দেরিতে পৌঁছায় পদাতিক এক্সপ্রেস। ট্রেনটিকে চালানো হয় নিউ জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি জংশন-মাল-হাসিমারা হয়ে। অন্য ট্রেনগুলি চ্যাংরাবান্ধা-মাথাভাঙ্গা হয়ে চালানো হয়। সেই তালিকায় রয়েছে রাজধানী, তেজস, সম্পর্কক্রান্তি, কামরূপ, উত্তরঙ্গ এক্সপ্রেসের মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন।

দুর্ঘটনার জেরে এনজেপিতেই পদাতিক এক্সপ্রেসকে আটকে রাখা হয় বেশ কিছুক্ষণ। কী কারণে ট্রেনটিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে, তা বুঝতে পারেননি অধিকাংশ যাত্রী। যদিও পরবর্তীতে তাঁদের কাছে কারণ পরিষ্কার হয়। অনেকেই নেমে পড়েন ট্রেন থেকে। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা সুবিমল ঘোষ বলেন, 'প্রায় প্রত্যেকদিনই কোথাও না কোথাও ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটছে। কী হচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে আমাদের।' তিস্তা-তোর্ষায় শিয়ালদা যাবেন বলে এদিন দুপুরেই এনজেপি পৌঁছে গিয়েছিলেন

এরপর দশের পাতায়

চেয়ারে বসে কাটমানি ফেরালেন সুজালির প্রধান

অরুণ ঝা

সুজালি, ২৪ সেপ্টেম্বর : বেনজির বললেও কম বলা হয়।

আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার জন্য উপভোক্তাদের থেকে নেওয়া হয়েছিল হাজার হাজার টাকা কাটমানি। মঙ্গলবার সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বসে কাটমানি বাবদ নেওয়া প্রায় ২১ লক্ষ টাকা উপভোক্তাদের ফেরালেন ফেরার বাহুবলী নেতা আব্দুল হকের স্ত্রী তথা গ্রাম পঞ্চয়েত প্রধান নুরি বেগম। রীতিমতো পুলিশের নিরাপত্তার ঘেরাটোপে এদিন নগদ টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হয়, যা নিয়ে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তিও হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে বিপুল পরিমাণ কাটমানি ফিরিয়ে দেওয়া হলেও ব্লক প্রশাসনের কাছে আগাম এই খবর ছিল না বলে দাবি করা হয়েছে।

যে উপভোক্তারা এদিন টাকা পাননি, তাঁরা রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ শুরু করেন। কাটমানি ফিরিয়ে কড়া নিরাপত্তায় নুরি পঞ্চায়েত অফিস থেকে বেরিয়ে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে জনতা। 'নুরি চোর' স্লোগান উঠতে থাকে। তড়িঘড়ি পুলিশের গাড়িতে নুরিকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই, জনতা গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। লাঠি উঁচিয়ে অবরোধ তুলে পুলিশ নুরিকে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

সংবাদমাধ্যমকে নুরির অকপট স্বীকারোক্তি, 'এদিন ২০০ জন উপভোক্তাকে আবাস যোজনার কাটমনির টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১০ হাজার ৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।' এত টাকা আপনি পেলেন কোথায়? নুরির জবাব, 'প্রধান হিসেবে আমাকে প্রশাসন থাকতে বলেছিল বলেই এখানে ছিলাম। আর এই টাকা কে বা কারা দিয়েছে তা সময় এলে জানতে পারবেন।' বিডিও দীপান্বিতা বর্মন বলছেন, 'প্রধানের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে দুর্নীতির তদন্ত করছিলাম আমরা। এদিনের ঘটনা শুনেছি। ফলে এই বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে তদন্তের আওতায় রাখা হবে।'

দুর্নীতির অভিযোগে গতমাসে নুরিকে দল থেকে বহিষ্কার করেছিল ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। পাশাপাশি নুরির বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত করছে ব্লক প্রশাসন। স্বাভাবিকভাবেই কাটমানির টাকা ফেরত দিয়ে এদিন হইচই ফেলে দিয়েছেন তিনি। সেইসঙ্গে একাধিক প্রশ্নও উঠে আসছে। ২১ লক্ষ টাকা নুরি পেলেন কোথায়? এদিন কাটমানির টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হবে, সেই খবরই বা উপভোক্তাদের কারা দিল? কাটমানির এই বিপুল পরিমাণ টাকা পঞ্চায়েত অফিসে বসে তিনি ফিরিয়ে দিলেও তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থা নিল না কেন?

এসব প্রশ্নের উত্তর না মিললেও এদিন নুরির নিরাপত্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা গিয়েছে পুলিশকে। ক্ষিপ্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি উঁচিয়ে দৌড়েছে পুলিশ।

এদিন পঞ্চায়েত অফিস খোলার আগে থেকেই ভিড় জমাতে শুরু করেন উপভোক্তারা। দীর্ঘ প্রায় ছয় মাস পর পঞ্চায়েত অফিসে পৌঁছান নুরি। বিশাল পুলিশবাহিনীও এলাকার দখল নিয়ে ফেলেছে ততক্ষণে। উপভোক্তাদের লাইনে দাঁড় করিয়ে পুলিশকে অফিসের ভিতরে ঢোকাতে দেখা গিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

উঠল চোর স্লোগান

কাটমানি ফেরানোকে কেন্দ্র করে ইসলামপুর থানার সুজালি অঞ্চলে উত্তেজনা। মঙ্গলবার।

প্রতিবেশীর লালসার শিকার চার বছরের শিশুকন্যা

বিয়ের আগে গ্রেপ্তার পাত্রের বাবা

বিপ্লব হালদার

তপন, ২৪ সেপ্টেম্বর : রাত পোহালেই ছিল ছেলের বিয়ে। তার আগে চার বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল পাত্রের বাবার বিরুদ্ধে। অভিযোগ পেয়ে ৪৭ বছর বয়সি ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে বালুরঘাট জেলা আদালতে তোলা হয়েছে।

তপন থানা এলাকার ওই শিশুকন্যা সোমবার সকালে বাড়ির পাশে বন্ধুদের সঙ্গে খেলছিল। অভিযোগ, সেসময় অভিযুক্ত ব্যক্তি তাকে বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে এক পুকুরপাড়ের জঙ্গলে ডেকে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে ধর্ষণ করা হয়। বেশ কিছুক্ষণ পর ঠাকুরমার সঙ্গে নাবালিকা পুকুরে স্নান করতে গেলে গোপনাঙ্গে ব্যথার কথা বলে। ঠাকুরমা ব্যথার কথা জিজ্ঞেস করলে সে গোটা ঘটনা খুলে বলে। একথা চাউর হতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। সোমবার রাতে নাবালিকার ঠাকুরমা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তপন থানায় ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে রাতেই তপন থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

নির্যাতিতা শিশুর ঠাকুরমা বলেন, 'গতকাল সকালে নাতনি বাড়ির পাশে অন্যান্য বাচ্চাদের সঙ্গে খেলছিল। সেই সময় ওই ব্যক্তি আমার নাতনিকে ফুসলিয়ে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে পুকুরপাড়ের জঙ্গলে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে ধর্ষণ করে। অন্য বাচ্চারা বাড়ি ফিরলেও আমার নাতনি বাড়ি ফিরে না আসায় ডাকাডাকি করি। উত্তর না পেয়ে খোঁজাখুঁজি করি। অবশেষে পুকুরপাড়ে তাকে দেখতে পেয়ে স্নান করাতে নিয়ে যাই। স্নান করানোর সময় নাতনি বলে, তার গোপনাঙ্গে ব্যথা। ব্যথার কথা জিজ্ঞেস করতেই সে কুকীর্তির কথা খুলে বলে। আজ ওই ব্যক্তির ছেলের বিয়ে ছিল। তার আগে এমন কুকীর্তি ঘটিয়েছে। আমরা ওর কঠোর শাস্তি চাই।'

এই ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছেন বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী কৃষ্ণেন্দু সাহা। তিনি বলেন, 'দিনদিন ধর্ষণের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। এখন খুদে বাচ্চারাও আর নিরাপদ নয়। বিষয়টি সত্যিই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে আরও ভাবতে হবে। যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে কঠোর সাজার ব্যবস্থা করুক।'

বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক গৌতম রায় বলেন, 'রাজ্যে শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। প্রমাণ লোপাট হচ্ছে। তার জন্যই দুষ্কৃতীরা অপকর্ম ঘটিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে। তপনে যে ঘটনা ঘটেছে, তা ন্যক্কারজনক। পুলিশ প্রশাসন অভিযুক্তর কঠোর শাস্তি দিক।' তপন ব্লক তৃণমূল সভাপতি সমীর রাহার বক্তব্য, 'ধর্ষণের ঘটনায় যারা যুক্ত পুলিশ প্রশাসন তাদের কঠোর সাজা দিক।'

তপন থানার আইসি জনমারি ভিয়ান্নে লেপচা জানিয়েছেন, 'ধর্ষণের দায়ে একজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে।'

তালিকা পাঠালেও মেলেনি বরাদ্দ

পুজোর আগে রাস্তা সংস্কার অধরাই

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : বর্ষা বিদায় নিতেই প্রকাশ্যে আসছে রাস্তার কঙ্কালসার চেহারা। বিশেষ করে উত্তরের চার জেলায় রাজ্য সড়কগুলির অবস্থা ভয়ংকর। অধিকাংশ জায়গাতেই তৈরি হয়েছে মারণফাঁদ। প্রতিবারই পুজোর আগে রাস্তা সংস্কারে হাত দেয় রাজ্য সরকার। কিন্তু এবছর অজ্ঞাত কোনও কারণে রাস্তা সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেই অধিকাংশ জায়গায়।

সূত্রের খবর, পূর্ত দপ্তরের উত্তরবঙ্গ হাইওয়ে সার্কেলের তরফে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার ৩০টিরও বেশি রাস্তা মেরামতের প্রয়োজন বলে তালিকা করে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার রাস্তা মেরামতির বিষয়ে এখনও কোনও উচ্চবাচ্য করেনি। কোনও অর্থও বরাদ্দ হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে পুজোর আগে চার জেলার বেহাল সড়ক আর মেরামত করা সম্ভব নয় বলে জানাচ্ছেন পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা।

দপ্তরের উত্তরবঙ্গ হাইওয়ে সার্কেলের সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার জ্যোর্তিময় মজুমদার বলছেন, 'পুজোর আগে কয়টি রাস্তার কাজ শুরু হয়, তা দেখা যাক। তবে পুজোর পর কাজ শুরু হবে বলে আশা করছি।'

এখানেই আরও একবার বঞ্চনার অভিযোগ তুলতে শুরু করেছে বিরোধীরা। লোকসভা ভোটে উত্তরে তৃণমূলে ভরাডুবির পরই যে এখানকার রাস্তা সংস্কারে রাজ্য বিমুখ, সেই তত্ত্বও খাড়া করতে চাইছেন অনেকে। বিধানসভার বিরোধী দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলছেন, 'রাজ্য সরকার মনে করে, আমরা দুয়োরানির সন্তান। তাই সর্বক্ষেত্রেই আমাদের বঞ্চিত করে রাখা হয়। অন্য জায়গায় রাস্তা মেরামতি হলে এখানে কেন হবে না?'

বর্ষায় রাজ্য সড়ক দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল করায় বহু জায়গায় খানাখন্দ তৈরি হয়েছে। ফলে দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। ধূপগুড়ি, চালসা, মেটেলি, গয়েরকাটা, তুফানগঞ্জ, ডালখোলা, সলসলাবাড়ির মতো জায়গায় রাজ্য সড়কের বেহাল দশা। পূর্ত দপ্তর সূত্রে খবর, যে ৩০টি রাস্তার তালিকা করে পাঠানো হয়েছে, সেগুলি মেরামতে প্রায় ৫০ কোটি টাকা প্রয়োজন।

গত লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকে উত্তরবঙ্গ সার্কেলের রাস্তা মেরামতিতে আর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। নির্বাচনের পর কোনও টেন্ডারও বের হয়নি। এর পেছনে উত্তরবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলকে দায়ী করছে বিরোধীরা।

এদিকে, রাস্তা তৈরিতে রাজ্য সরকারের দর নিয়েও প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে পূর্ত দপ্তরের সংস্থাগুলি। কাজের 'শিডিউল রেট' নতুন করে তৈরি করার দাবি তুলেছে তারা। ঠিকাদারদের যুক্তি, ৬ বছর আগে রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রে 'শিডিউল রেট' বাড়ানো হয়েছিল। তারপর রাস্তা তৈরির সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রে খরচ বেড়ে গেলেও শিডিউল রেট বাড়েনি। এক্ষেত্রে কাজের মানের ক্ষেত্রে আপস করতে হয়েছে।

এক ঠিকাদার বলছেন, 'ছয় বছর আগে শিডিউল রেটে বিটুমেনের দাম কেজিতে প্রায় ২৮ টাকা ধরা ছিল। সেখানে বর্তমানে বাজার থেকে বিটুমেন কিনতে হচ্ছে ৫৫ টাকা কেজি দরে। বাড়তি খরচ হলে আমরা কি পকেট থেকে টাকা ভরব? সেই কারণে কাজে আপস করা ছাড়া উপায় থাকছে না।'

বঞ্চনার প্রসঙ্গ

- লোকসভা ভোটের পর উত্তরবঙ্গের রাস্তা সংস্কারে বরাদ্দ হয়নি
- আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার ৩০টি রাস্তা বেহাল
- সেই তালিকা তৈরি করে সরকারের কাছে পাঠিয়েছে পূর্ত দপ্তর
- এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকার রাস্তা মেরামতের অনুমোদন দেয়নি
- এখানেই নতুন করে বঞ্চনার প্রসঙ্গ তুলছে বিরোধীরা

বেধড়ক মারধর প্রতিবাদী বিধবাকে

আত্রেয়ী থেকে বালি পাচার

রূপক সরকার ও সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৪ সেপ্টেম্বর : বালি চুরি করে বিক্রির জন্য গ্রামের মধ্যে দিয়ে জোরে ট্র্যাক্টর চলাচল করে। মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে। সোমবার বালি পাচারকারীদের কার্যকলাপের প্রতিবাদ করায় বেধড়ক মার খেতে হয়েছে এক বিধবাকে। বালুরঘাট ব্লকের ডাঙা পঞ্চায়েতের হাজিপুর এলাকার শান্তি প্রামাণিক নামে ওই বিধবা বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত নেমেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

শান্তির দাবি, 'নদী থেকে বালি তুলে আমার বাড়ির পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিদিন বাড়িঘর নোংরা হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবাদ করায় আমার বাড়ির বেড়া ভেঙে ভিতরে ঢুকে মারধর করে।'

অভিযুক্তদের মধ্যে সংজ্ঞা পাহান নামে এক বধূও বালুরঘাট থানায় পালটা অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি বলেন, 'আমার ছেলে ট্র্যাক্টর চালিয়ে আসার সময় ওই পরিবার ওকে বেধড়ক মারধর করেছে। এর জেরে আমার ছেলে হাসপাতালে ভর্তি।'

শুধু চকহরিয়া নয়, বালুরঘাট ব্লকের খাসপুর, মাহিনগর, পরানপুর এলাকাতেও একইভাবে বালি চুরি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদের কথায়, 'কিছুদিন ধরেই খবর আসছিল, এই এলাকা থেকে অবৈধভাবে বালি তোলা হচ্ছে। অভিযোগ পেয়ে আজ আমরা সাদা পোশাকে অভিযান চালাই। একটি বালি ভর্তি নৌকা সহ চারজনকে ধরা হয়েছে। এই ঘটনায় কারা যুক্ত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই অভিযান লাগাতার চলবে।' এদিকে, পুলিশি অভিযানের খবর পেয়ে বেশ কয়েকটি ট্র্যাকটরের চালক বালি ফেলে পালায়।

বালুরঘাটের বিএল অ্যান্ড এলআরও রণেন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, 'চকহরিণাতে আজ পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। আমরাও মাহিনগর থেকে পাগলিগঞ্জ পর্যন্ত অভিযান চালিয়েছি। দুটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর ধরেছি। আমাদের এই অভিযান প্রতিদিনই চলছে। চকহরিণাতে চর লিজ দেওয়া হয়নি। প্রায় দেড় বছর আগে লিজ শেষ হয়ে গিয়েছে।'

কিডনি চাই

B+ কিডনি চাই। সহৃদয় মানুষ অনূর্ধ্ব ৫০। যোগাযোগ- 9126014796, জলপাইগুড়ি। (C/111777)

Notice Inviting EOI

Invited by the Secretary Jalpaiguri Zilla R.M.C. for Lease out Pond at Dhupguri Principal Market Yard under 'Jalpaiguri Zilla Regulated Market Committee' vide EOI No. WBJALZRMC/01, Dated: 24/09/2024. Last Date of application for EOI paper is 25/10/2024. For details may contact the Office of the Jalpaiguri Zilla Regulated Market Committee.

Sd/-
Secretary
Jalpaiguri Zilla RMC

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭১৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৮৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৮৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কর্মখালি

রুটি করা ও অন্যান্য কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন ১২০০০/- টাকা। থাকা খাওয়া ফ্রি। ঠিকানা- শিলিগুড়ি। - 9749570276. (C/112462)

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন- আলোচনাসাপেক্ষ। Cont. M : 9647610774. (C/112459)

Citizens' Urban Co-operative Bank Ltd, Gangtok Sikkim is recruiting Clerks, Officers, IT officers. For more details, visit Bank's website www.citizenbanksikkim.com & official Facebook page: Citizens Urban Co-operative Bank Ltd or call our helpline no. +91-9134511123. (C/112760)

জ্যোতিষ

প্রফেসর তন্দ্রাশ্রী (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত) বিদ্যা, বিবাহ, কর্ম, বাস্তু, রোগ প্রতিরোধে সিদ্ধহস্ত। প্রতি ইং মাসে ২২-৩১ হিলকার্ট রোড, ১-৫ সিটি সেন্টার রত্নভাণ্ডার জুয়েলার্স। M : 77193-71978.

অ্যাফিডেভিট

জমির দলিলে নাম আছে প্রদীপ বর্মন, 25/6/24 তুফানগঞ্জ E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে ধরণি বর্মন হলাম। পিতা সুভাষ বর্মন, গ্রাম- বজরাপুর, পো- হরিরহাট, থানা- বক্সিরহাট, জেলা- কোচবিহার। (D/S)

আমার ভোটার কার্ড নং DWP-2070100 নাম ভুল থাকায় গত 24.09.2024, নোটারি পাবলিক, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Makchidul Hoque এবং Raju Hak এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। টাকাগাছ, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/111835)

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং NL-03 2010 0008981, DOI- 10-11-2010, VALID NT- 09-11-2030, T-21/10/2024, আমার এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 24-09-24, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার, Parimal Debnath, S/o. Late Pranesh Debnath এবং Parimal, S/o. Parnesh Debnath এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। চাপাগুড়ি, পেষ্টারঝাড়, কোতোয়ালি, বর্তমান- পুন্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/111836)

আমি শ্রীমতী অনিমা সূত্রধর, পিতাঃ ৺গোপীবল্লভ পাল, স্বামী শ্রী সুভাষ চন্দ্র সূত্রধর, সাকিনঃ মধ্যপাড়া, নেতাজী রোড, ওয়ার্ড নং 4, পোঃ + থানা ও জেলাঃ আলিপুরদুয়ার। গত 23/09/2024 তারিখে আলিপুরদুয়ার 1st class J M কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি অনিমা পাল, অনিমা সূত্রধর পাল থেকে অনিমা সূত্রধর হিসেবে পরিচিত হলাম। অনিমা পাল, অনিমা সূত্রধর পাল এবং অনিমা সূত্রধর একই ব্যক্তি। (C/111946)

আজ টিভিতে

মন্দাকিনীর সঙ্গে অমূল্যর ভালো সম্পর্ক কিছুতেই মেনে নিতে পারে না অনাথ। সাহিত্যের সেরা সময়- **বউচুরি** সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে **আকাশ আটে**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা
আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু, রাত ৯.০০ অনামিকা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.৩০ হিরোগিরি, বিকেল ৪.৩৫ অরুন্ধতী, সন্ধ্যা ৭.৩০ টাইগার, রাত ১০.২০ মন মানে না
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ২.০০ বচ্চন, বিকেল ৪.৫৫ স্বপ্ন, সন্ধ্যা ৭.৩০ ১০০% লাভ, রাত ১০.৩৫ সুবর্ণলতা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ জীবন নিয়ে খেলা, দুপুর ১.০০ দাদাঠাকুর, বিকেল ৪.০০ বাদশা-দ্য ডন, সন্ধ্যা ৭.০০ শুভদৃষ্টি, রাত ১০.০০ নায়ক-দ্য রিয়েল হিরো
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ গ্যাঁড়াকল
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বক্স নম্বর ১৩১৩

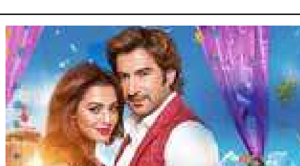

বাদশা-দ্য ডন বিকেল ৪টায় **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

কভি খুশি কভি গম সন্ধ্যা ৬.৫৬ মিনিটে **কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডিতে**

মন মানে না রাত ১০.২০ মিনিটে **জলসা মুভিজে**

কহানি ২ দুপুর ১২.১৩ মিনিটে **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে**

বলিউডে অভিষেক শিলিগুড়ির কুশলের

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি থেকে মুম্বই। তারপর বেশ কয়েক বছরের চেষ্টা। অবশেষে সাফল্য। গত শুক্রবার মুক্তি পেয়েছে বলিউডের ছবি ইয়ুধ্রা। সেখানে পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছেন শিলিগুড়ির পাঞ্জাবিপাড়ার বাসিন্দা কুশল গোয়েঙ্কা।

সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী, মালবিকা মহনান, রাঘব জুয়াল অভিনীত অ্যাকশন-থ্রিলার ঘরানার এই ছবিতে সেনা আধিকারিকের ভূমিকায় রয়েছেন সিদ্ধান্ত। অ্যাকাডেমিতে ট্রেনিংয়ের সময় তাঁর বন্ধুর ভূমিকায় দেখা যাবে কুশলকে।

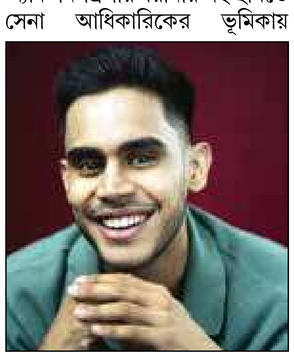

কুশল গোয়েঙ্কা।

কুশলের বাবা সুনীল গোয়েঙ্কা ব্যবসা এবং সামাজিক কাজে ব্যস্ত থাকেন। প্রথমবার পার্শ্বচরিত্রে সুযোগ মিলেছে। আগামীতে আরও সাফল্য মিলবে বলে এখন থেকেই আশাবাদী কুশল।

ভক্তিনগর থানা এলাকায় একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা কুশলের। এরপর বেঙ্গালুরু থেকে স্নাতক। কলেজ জীবনেই শুরু নাট্যচর্চা। আর সেখান থেকেই অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক বাড়ে কুশলের। ২০১৯ সালে বাড়ি থেকে সোজা চলে যান মুম্বই। এপ্রসঙ্গে সুনীল বলেন, 'ছেলের ইচ্ছে ছিল। আপত্তি করিনি।'

মুম্বইতে গিয়ে প্রথমে অনুপম খেরের অ্যাকাডেমিতে অভিনয় শেখা। এরপর পৃথ্বীরাজ থিয়েটার গ্রুপে যোগ দেন তিনি। থিয়েটার থেকেই বিজ্ঞাপনে কাজ শুরু। তারপর হঠাৎ ডাক আসে বলিউড থেকে। চরিত্রটি ছোট হলেও নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বলে জানালেন কুশল। আপাতত প্রথম ছবির সাফল্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি।

ঘুরে দাঁড়াচ্ছে আরও একটি কটেজ

শুরু হয়ে গিয়েছে পুজোর বুকিং

গারুচিরা ইকো ট্যুরিজম ভিলেজে প্রশাসনের উদ্যোগে নির্মীয়মাণ কটেজ।

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর : ঘুরে দাঁড়িয়েছে গারুচিরা ইকো ভিলেজ। অফ সিজনেও পর্যটকদের আনাগোনা বেড়েছে ভুটান সীমান্তের গারুচিরা গ্রামটিতে। সেখানে পর্যটকদের আকর্ষণ দেখে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক প্রশাসন। বন দপ্তরের জলপাইগুড়ি ডিভিশনের উদ্যোগে ২০১০ সালে দুটি কটেজ নিয়ে সেখানে ইকো ভিলেজ ট্যুরিজম শুরু হয়। এবার আরও একটি কটেজ তৈরি করা হচ্ছে প্রশাসনের উদ্যোগে। পুজোর আগেই কটেজটি সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়ে যাবে বলে আশা করছেন কেন্দ্রটির পরিচালকরা। এতে পর্যটকদের আনাগোনাও বাড়বে বলে আশাবাদী তাঁরা।

বাম জমানার শেষ লগ্নে তৈরি ওই ইকো ভিলেজে প্রথম প্রথম পর্যটকদের ভালোই আনাগোনা ছিল। পরবর্তীতে পরিকাঠামো ভেঙে পড়ে। সবচেয়ে সমস্যা হচ্ছিল পানীয় জল সরবরাহ নিয়ে। গারুচিরায় মাটির অনেকটাই নীচে রয়েছে পানীয় জলের স্তর। ফলে পানীয় জল জোগাড় করতে হিমসিম খেতে হয়। পর্যটকের যাতায়াত বন্ধ হওয়ায় ইকো ভিলেজের রক্ষণাবেক্ষণেও ভাটা পড়ে। জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে কটেজ দুটি। তবে এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাত ধরে ফের ঘুরে দাঁড়িয়েছে পর্যটনকেন্দ্রটি। অনলাইন এবং অফলাইনে কটেজ বুকিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পরিচালকদের মধ্যে অশোক থাপা বলেন, 'ইতিমধ্যেই অনেকেই পুজোর ছুটিতে কটেজ বুকিং করেছেন। সারাবছরই কটেজ বুকিং করা যায়। তবে সবচেয়ে বেশি সাড়া মেলে পুজোর সময়।' অত্যন্ত মনোরম নৈসর্গিক দৃশ্যপটে অবস্থিত পর্যটনকেন্দ্রটি। গা ঘেঁষে দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে দলমোর ফরেস্ট। রয়েছে নজরমিনার। পূর্ব দিকে মাকড়াপাড়া চা বাগান। উত্তর দিকে ভুটান পাহাড়ের সারি। ঘেরা সবুজ মাঠে রয়েছে শিশুদের খেলার ব্যবস্থা। সেখানেই রয়েছে ডাইনিং হল। রাত না কাটালেও গারুচিরা ঘুরে আসা যায়। তবে এজন্য মাথাপিছু কুড়ি টাকা করে ফি দিতে হয়। প্রতি রাতের জন্য একেকটি কটেজের ভাড়া দেড় হাজার টাকা। প্রতিটি কটেজে রয়েছে দুটি করে শয্যা। সেখানেই রয়েছে খাওয়ার ব্যবস্থা। তবে এজন্য বাড়তি টাকা দিতে হয়।

কেন্দ্রটির কর্মী প্রভাত ঘিসিংয়ের কথায়, 'আমরা বোতলের পানীয় জল দিয়ে থাকি। তবে বাকি কাজ করা হয় পাহাড়ের ঝরনার জল দিয়ে। ঝরনা থেকে পাইপের মাধ্যমে জল নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

আশার আলো

- অফ সিজনেও পর্যটকদের আনাগোনা বেড়েছে গারুচিরা গ্রামে
- পর্যটকদের আকর্ষণ দেখে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক প্রশাসন
- আরও একটি কটেজ তৈরি করা হচ্ছে প্রশাসনের উদ্যোগে
- পুজোর আগেই কটেজটি সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়ে যাবার সম্ভাবনা

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে রেল নবীকরণ কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. ৮৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ২০-০৯-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ৩৮-এপি-I-২০২৪। কাজের নামঃ নিউ চ্যাংরাবান্ধা-নিউ কোচবিহার-গোলকগঞ্জ (এসএল)- ট্র্যাকের (পি)- ১২.৭৫১ টিকেএম। টেন্ডার রাশিঃ ২,১৫,৯৬,৯০৪.৩৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৫৮,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১৪-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৪-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সিগন্যালিং তারের ট্রেঞ্চিং, লেইং এবং টার্মিনেশন ইত্যাদি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এনএফআর_সি_আরই_জিএইচওয়াই_কেআইআর_০২; তারিখ : ১৬-০৯-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডারের আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং. : এনএফআর_সি_আরই_জিএইচওয়াই_কেআইআর_০২; কাজের নাম : "উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের বারসোই জংশন-রাধিকাপুর সেকশনে কাচনা স্টেশন এবং বাঙ্গালবাড়ি স্টেশনে সিগন্যালিং তারের ট্রেঞ্চিং, লেইং ও টার্মিনেশন এবং বিদ্যমান রানিং সিগন্যালিং সার্কিট স্থানান্তর।" টেন্ডার মূল্যঃ ১১,২৩,১১৮/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ২২,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৮-১০-২০২৪ তারিখে ১১:০০ ঘণ্টায়। টেন্ডার এবং যেকোন সংশোধনীর বিশদ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

সিইই/সিওএন-২, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্নচিত্তে মানুষের সেবায়

জেনারেল কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য প্রস্তাবের অনুরোধ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.কন/২০২৪/সেপ্টেম্বর/০২, তারিখঃ ১২-০৯-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. সিই-কন-এইচকিউ-জিসি-২০২৪-০৪। কাজের নামঃ এন. এফ. রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন অর্গানাইজেশন হেড কোয়ার্টারের জন্য জেনারেল কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য প্রস্তাবের অনুরোধ (আরএফপি)। আনুমানিক মূল্যঃ ৩৩,৩৬,১২,০৪৬.০৮ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৪-১০-২০২৪ তারিখের ১৪.৩০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২৪-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/৬, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

e-Tender Notice

Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide e-NIT No. WB/020/BDOKNT/24-25 (Retender-NIT-13) & WB/021/BDOKNT/24-25 (Retender-NIT-16-SI-01-02) Work SI No 01 to 02, Dated : 23-09-2024. Last date of submission of bid through online 30-09-2024 upto 12:00 hrs. For details please visit **https://wbtenders.gov.in** from 23-09-2024 from 17:00 hrs respectively.

Sd/- EO & BDO,
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, এন.এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত অক্টোবর, ২০২৪ মাসের জন্য ই-অকশন কর্মসূচি-তে সংশোধনী। শিয়ালদহ ও মালদা টাউন ডিভিসনের ই-অকশন তারিখে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে। বর্তমান "০৪.১০.২০২৪" তারিখের পরিবর্তে শিয়ালদহ ডিভিসনের জন্য সংশোধিত অকশনের তারিখ "০৩.১০.২০২৪" এবং বর্তমান "১৫.১০.২০২৪" তারিখের পরিবর্তে মালদা টাউন ডিভিসনের জন্য সংশোধিত অকশনের তারিখ "৩০.১০.২০২৪"।

(Stores-45/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

DHUPGURI MUNICIPALITY
TIME EXTENTION

NIT. No.	Tender ID
1	2024_MAD_744306_1
2	2024_MAD_744501_1

Bid submission End Date- 01/10/2024 at 5.00 P.M. instead of 24/09/2024 at 5.00 P.M.

Sd/-
Chairperson
BOA, Dhupguri Municipality

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আস্থার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। অপরিচিত কোনও ব্যক্তি আপনাকে অপমান করতে পারে। বৃষ : দূরের বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। অন্যায়ের প্রতিবাদ করে সমস্যায়। মিথুন : সমাজে আপনার প্রতিপত্তি বাড়বে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। কর্কট : প্রিয় বন্ধুকে বহুদিন পর কাছে পেয়ে আনন্দ। হঠাৎ দূরে কাজের জন্যে যেতে হতে পারে। সিংহ : পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। সন্তানের পরীক্ষার ফলে খুব খুশি হবেন। কন্যা : সামান্য পরিশ্রমেই আজ বড় সাফল্য আসবে। বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে আনন্দ। তুলা : কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত। অফিসে কোনও কাজ সম্পূর্ণ করে প্রশংসাপ্রাপ্তি। বৃশ্চিক : মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। ধনু : শরীর নিয়ে তেমন কিছু চিন্তার নেই। কোনও ভালো কাজে অংশ নিয়ে আনন্দ। মকর : সারাদিন খুব পরিশ্রমে যাবে। ব্যবসার কারণে নতুন কোনও পরিকল্পনা নিতে হবে। কুম্ভ : হঠাৎ নতুন সম্পর্কে জড়াতে পারেন। রাজনীতি থেকে সমস্যা হতে পারে। মীন : অফিসে আজ আপনার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। বাড়িতে নতুন অতিথি আসায় আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৮ আশ্বিন ১৪৩১, ভাঃ ৩ আশ্বিন, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ৮ আহিন, সংবৎ ৮ আশ্বিন বদি, ২১ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৯, অঃ ৫।২৯। বুধবার, অষ্টমী অপরাহ্ণ ৪।৪০। আর্দ্রনক্ষত্র রাত্রি ৩।৪০। ব্যতীপাতযোগ দিবা ৭।৫৬। কৌলবকরণ অপরাহ্ণ ৪।৪০ গতে তৈতিলকরণ শেষরাত্রি ৪।৩৪ গতে গরকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ৩।৪৩ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ৩।৪৩ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, অপরাহ্ণ ৪।৪০ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৮।২৯ গতে ৯।৫৯ মধ্যে ও ১১।২৯ গতে ১২।৫৯ মধ্যে। কালরাত্রি ২।২৯ গতে ৩।৫৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) -অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অপরাহ্ণ ৪।৪০ মধ্যে মাসদগ্ধা ও প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমৃতযোগ- দিবা ৬।২১ মধ্যে ও ৭।৮ গতে ৭।৫৪ মধ্যে ও ১০।১৪ গতে ১২।৩৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১ গতে ৬।৫১ মধ্যে ও ৮।৩০ গতে ৩।৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।২১ গতে ৭।৮ মধ্যে ও ১।১৯ গতে ৩।৩৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আমার উত্তরবঙ্গ

বন্ধের শঙ্কা নিয়ে খুলল সড়ক

বৃষ্টিতে সতর্কবার্তা প্রশাসনের

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : খুলল ঠিকই, কিন্তু ফের বন্ধ হয়ে যাবে না তো! এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ককে কেন্দ্র করে। সোমবার একাধিক টালবাহানার পর মঙ্গলবার সকাল ৬টা থেকে যান চলাচলের জন্য রাস্তাটি খুলে দেওয়া হয় প্রশাসনের তরফে। ফলে এই মুহূর্তে স্বস্তি ফিরেছে পর্যটন এবং পরিবহণ মহলে। কিন্তু একইসঙ্গে রাস্তাটি ফের বন্ধ হওয়ার আশঙ্কাও রয়ে গিয়েছে। কেননা এ মুহূর্তে টানা তিনদিন ধরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার পর্যন্ত বেশ কয়েকটি এলাকার সঙ্গে কালিম্পং জেলাতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতেই ভারী বৃষ্টির জেরে জাতীয় সড়কটি এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে কালিম্পং জেলা প্রশাসন। ফলে নতুন করে এই জাতীয় সড়ক নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এর আগে বৃষ্টি না হয়েও রাস্তাটি একাধিকবার ধসের জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

জাতীয়তাবাদী ট্যাক্সি অ্যান্ড প্রাইভেট কার ড্রাইভার ইউনিয়নের এনজেপি শাখার সভাপতি উদয় সাহা বলছেন, 'রাস্তা খোলায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি। তবে ভীতিমুক্ত হতে পারছি না। নতুন করে যদি জাতীয় সড়কটি ফের বন্ধ হয়ে যায়, তবে পুজোর মুখে চরম সমস্যায় পড়তে হবে।' ঘুরপথে দ্বিগুণ খরচ হওয়ায়, কতজন পর্যটক সিকিম বা কালিম্পং যাবেন, তা নিয়ে তো চিন্তা থাকছেই ছোট গাড়ির মালিক ও ড্রাইভারদের মধ্যে। শ্বেতিঝোরায় ভূমিধসের জেরে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে এনএইচ ১০ বন্ধ ছিল। তারপর পাহাড় কেটে নতুন করে রাস্তা তৈরি করেছে পূর্ত দপ্তর।

বৃদ্ধার মৃত্যুর পর উত্তেজনা সামাল দিতে জেলা হাসপাতালে পুলিশ। মঙ্গলবার। ছবি : তপন দাস

মেডিকেল কাউন্সিল ভেঙে দেওয়ার দাবি

স্বাস্থ্যসচিবকে চিঠি চিকিৎসকদের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিল (ডব্লিউবিএমসি) ভেঙে দেওয়ার দাবিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিবকে চিঠি দিল জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস। মঙ্গলবার স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমকে দেওয়া চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, কাউন্সিলের বর্তমান কমিটির কার্যকালে প্রচুর আর্থিক দুর্নীতি এবং বিভিন্ন কাজে অনিয়ম হয়েছে।

অন্যদিকে, মেডিকেল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রারকে আইনি নোটিশ পাঠিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য চেয়েছেন কয়েকজন চিকিৎসক। তাঁদের অভিযোগ, কাউন্সিলের রেজিস্ট্রারের পদে থাকা মানস চক্রবর্তী দীর্ঘদিন আগে অবসর নিয়েছেন। তিনি মাত্র ছ'মাসের বর্ধিত সময়ে দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু তারপর দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও কোনও নির্দেশিকা ছাড়াই ওই পদে বসে রয়েছেন।

এই কাউন্সিলের সভাপতি ডাঃ সুদীপ্ত রায়কে ইতিমধ্যে সিবিআই একাধিকবার জেরা করেছে। তাঁর বাড়ি, নার্সিংহোমে হানা দিয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। কাউন্সিলের অপর সদস্য অভীক দে-কেও একাধিকবার জেরা করেছে সিবিআই। সহ সভাপতি জলপাইগুড়ির চিকিৎসক সুশান্ত রায়ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের স্ক্যানারে রয়েছেন। চিকিৎসকদের অভিযোগ, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সমস্ত দুর্নীতি, কলেজে হুমকি সংস্কৃতির আঁতুড় এই মেডিকেল কাউন্সিল। রাজ্য সরকার তা ভেঙে দিক, দাবি চিকিৎসকদের।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরামের সম্পাদক ডাঃ কৌশিক চাকি বলেছেন, 'রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল হচ্ছে একটা ঘুঘুর বাসা। সুদীপ্ত রায়, সুশান্ত রায় থেকে শুরু করে অভীক দে, বিরূপাক্ষ বিশ্বাস-আরজি কর কাণ্ডে যতজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাঁরা প্রত্যেকেই এই কাউন্সিলের সঙ্গে যুক্ত। এখান থেকেই রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলিতে হুমকি সংস্কৃতি, পরীক্ষায় কারচুপি সহ বিভিন্ন দুর্নীতির সূচনা হয়েছে। রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে এই কাউন্সিল ভেঙে দিতে হবে।'

এদিনই ডাঃ কৌশিক চাকি সহ আটজন চিকিৎসক রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রারকে আইনি নোটিশ পাঠিয়ে বেশ কিছু বিষয় জানতে চেয়েছেন। অভীক, সৌরভের মতো চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে আরজি কর কাণ্ডে যুক্ত থাকা, রাজ্যজুড়ে হুমকি সংস্কৃতি চালানো সহ বহু অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে। মেডিকেল কাউন্সিলের বিভিন্ন ধারায় এই ধরনের অভিযুক্তের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের কথা বলা রয়েছে।

কিন্তু এখনও এই দুই চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়নি। দ্রুত দুজনকে মেডিকেল কাউন্সিল থেকে বহিষ্কার এবং ডাক্তারি রেজিস্ট্রেশন বাতিলের দাবি তোলা হয়েছে।

পাশাপাশি গত মেডিকেল কাউন্সিলের ভোটে কীভাবে পদাধিকারীদের নিয়োগ হয়েছিল, সেই বিষয়গুলিও জানতে চাওয়া হয়েছে।

বৃদ্ধার মৃত্যুতে গাফিলতির তত্ত্ব

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : হাসপাতাল কর্মীদের দায়সারা মনোভাবে প্রাণ গেল বৃদ্ধার। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। মৃতার নাম নীহারবালা দাস (৭৯)। অভিযোগ, অসুস্থ বৃদ্ধাকে চিকিৎসার বদলে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরিয়েছেন শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের কর্মীরা। ঘটনার জেরে হাসপাতাল চত্বরে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযুক্ত চিকিৎসাকর্মীকে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানাতে থাকেন মৃতার পরিজনরা। খবর পেয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের ফাঁড়ির পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। কিন্তু পরিস্থিতি হাতের বাইরে যেতে শুরু করলে খবর দেওয়া শিলিগুড়ি থানায়। এরপর পুলিশ মৃতার পরিজনদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের বোঝালে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

মৃতার ছেলে নিতাই দাসের বক্তব্য, 'সকাল থেকে মায়ের পিঠে ব্যথা হচ্ছিল। তাই হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। হাসপাতালের কর্মীরা এই ওয়ার্ড থেকে ওই ওয়ার্ড ঘুরিয়েছে। শেষে চোখের সামনে মায়ের মৃত্যু হয়েছে।'

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সুপার চন্দন ঘোষ বলছেন, 'একটা মৌখিক অভিযোগ পেয়েছি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত কমিটি করে দেওয়া হয়েছে। সেই কমিটির রিপোর্ট পেলেই বাকিটা বলতে পারব।' শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির বাসিন্দা নীহারবালা দাসের সোমবার রাত থেকেই পিঠে ব্যথা হচ্ছিল। সকালের দিকে ব্যথা বাড়তে থাকায় পরিজনেরা তাঁকে প্রাইভেটে চিকিৎসককে দেখান। সেখান থেকে চিকিৎসক ওই বৃদ্ধাকে হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে ভর্তি করে দিতে বলেন। এরপরেই তড়িঘড়ি ওই বৃদ্ধাকে নিয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চলে আসেন পরিজনরা। এসে জরুরি বিভাগে জানান, বৃদ্ধাকে ভর্তি করাতে চান। কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, আগে তিনি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন তারপর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু বৃদ্ধার পরিজনেরা মেডিসিনের চিকিৎসককে দেখাতে চান। সেইমতো তাঁদের পাঠানো হয় বহির্বিভাগের ২২ নম্বর ঘরে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক বৃদ্ধার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর ভর্তি লিখে দেন। অবজার্ভেশন থেকে ফিমেল মেডিসেনে ভর্তি করার কথা লেখা হয়। এরপর জরুরি বিভাগের পাশে থাকা ভর্তি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসাকর্মীকে পরিজনরা সেই কাগজ দেখান।

অভিযোগ, ওই কর্মী তাঁদের পাশের বিল্ডিংয়ে ফিমেল মেডিসিন ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেন। সেখানে রোগীকে নিয়ে গেলে ওই বিভাগ থেকে কর্তব্যরত চিকিৎসাকর্মীরা ফের বৃদ্ধাকে নিয়ে অবজার্ভেশনে যেতে বলেন। আবার বৃদ্ধাকে নিয়ে অবজার্ভেশনে আসেন পরিজনরা। ততক্ষণে বৃদ্ধার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করলে তড়িঘড়ি অবজার্ভেশন ওয়ার্ডে ভর্তি নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসা শুরু হতেই মৃত্যু হয় তাঁর। এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতার পরিজনরা। জরুরি বিভাগের বাইরে ওই চিকিৎসাকর্মীর অপেক্ষা করতে থাকেন তাঁরা। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এই ঘটনায় ইতিমধ্যে হাসপাতালের তদন্ত কমিটি তদন্ত শুরু করেছে। ওই সময় যাঁরা কাজে ছিলেন তাঁদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিন্তু শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি হাসপাতালে এমন গাফিলতি নিয়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে শহরে।

দায় ঠেলাঠেলি

- পিঠের ব্যথা থাকায় বাইরে ডাক্তার দেখানো হয়েছিল বৃদ্ধাকে
- হাসপাতালে এলে তাঁকে বহির্বিভাগের ২২ নম্বর ঘরে পাঠানো হয়
- সেই চিকিৎসকও তাঁকে ফিমেল মেডিসিন বা অবজার্ভেশন ওয়ার্ডে ভর্তির জন্য পাঠান
- অবজার্ভেশনে গেলে সেখান থেকে তাঁকে মেডিসিন ওয়ার্ডে নিতে বলা হয়

সালিশির জেরে গ্রেপ্তার

ইসলামপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর : আদিবাসী যুগলকে সালিশি সভায় ন্যাড়া করার ঘটনায় মঙ্গলবার একজনকে গ্রেপ্তার করেছে ইসলামপুর থানার পুলিশ। এদিন অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হলে চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে এক মহিলা ও তরুণকে রবিবার ইসলামপুর থানার রুহিয়া সংলগ্ন একটি গ্রামে সালিশিতে ডেকে ন্যাড়া করা হয়। সেই ভিডিও ভাইরাল হতেই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। সোমবার ওই মহিলার স্বামীকে আটক করে পুলিশ। এদিন স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আদিবাসী সংগঠনের নেতারা এই ঘটনার বিরুদ্ধে সরব হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

ট্র্যাক্টর সহ ধৃত

ফাঁসিদেওয়া, ২৪ সেপ্টেম্বর : নদী থেকে অবৈধভাবে বালি-পাথর তুলে পাচারের সময় মঙ্গলবার দুটি ট্র্যাক্টর আটক করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র। ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম আনন্দ মাহাতো এবং রাকেশ মাহাতো। দুজনেই বিহারের গলগলিয়ার বাসিন্দা। এদিন ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা টেক প্রসাদ পুন - কে 18.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 55H 17803 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে আমার আর্থিক স্থিতিশীলতা অনেকগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন সবার জীবনে থাকে, আমিও এর ব্যতিক্রমী ছিলাম না। ডিয়ার লটারি আমার ভাগ্যের দরজা খুলে দিয়েছে এবং আমাকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিততে সাহায্য করেছে স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

জয়নুলের দলবদল দুর্ভাগ্যজনক, মন্তব্য ভিক্টরের

গোয়ালপোখর, ২৪ সেপ্টেম্বর : সোমবার কংগ্রেসের টিকিটে জেতা জেলা পরিষদ সদস্য জাসমিন খাতুন এবং তাঁর বাবা জয়নুল হক তৃণমূলে যোগ দেন। রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানির নেতৃত্বে এই যোগদানপর্ব সম্পন্ন হয়। এরপর এলাকায় কংগ্রেসের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। এই আবহে 'মুখ রক্ষায়' মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করল কংগ্রেস। সেখানে দলের নেতৃত্ব জানিয়েছে, ওই দুজনের চলে যাওয়ায় দলে বিশেষ কোনও প্রভাব পড়বে না।

চাকুলিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টরের ঘনিষ্ঠ নেতা ছিলেন জয়নুল। তাঁর মেয়ে জাসমিনকে গোয়ালপোখর থেকে জেলা পরিষদে কংগ্রেসের টিকিটে জেতানোর পিছনে বড় অবদান ছিল ভিক্টরের। সেই

জয়নুল কংগ্রেসের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন। জেলা সভাপতি মোহিত সেনগুপ্তের আচরণে একজন ভালো কর্মীকে আমরা দলে রাখতে পারলাম না। জেলা কংগ্রেসের কাছে এটা দুর্ভাগ্যজনক।

-ভিক্টর
সাধারণ সম্পাদক, প্রদেশ কংগ্রেস

জাসমিন এবং তাঁর বাবা তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় ভিক্টরও যে খানিকটা অস্বস্তিতে পড়বেন, তা বলাই বাহুল্য। এ প্রসঙ্গে ভিক্টরের প্রতিক্রিয়া, 'জয়নুল কংগ্রেসের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন। জেলা সভাপতি মোহিত সেনগুপ্তের আচরণে একজন ভালো কর্মীকে আমরা দলে রাখতে পারলাম না। জেলা কংগ্রেসের কাছে এটা দুর্ভাগ্যজনক।'

উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ নাশিম এহসান বলেন, 'কংগ্রেসে থাকতে হলে দলের অনুশাসন মেনে কাজ করতে হয়। এটা জয়নুলের মধ্যে ছিল না। এ দলে মানুষ আসবে, যাবে। দল আছে, থাকবে।' তাঁর মতে, 'তৃণমূল টাকার লোভ দেখিয়ে দল ভাঙার চেষ্টা করছে। এতে কংগ্রেসের কোনও ক্ষতি হবে না।'

জাসমিন বলেছেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে যেসমস্ত অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কোনও লোভে পড়ে দল ত্যাগ করিনি। বর্তমানে রাজ্যের পরিস্থিতি বিবেচনা করেই দল ত্যাগ করেছি। এলাকার উন্নয়ন করতে হলে তৃণমূল ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনও দল আমার নজরে পড়ছে না।'

অনুব্রত ঘৃণ্য কীট : শ্রীকুমার

ইসলামপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর : অনুব্রত মণ্ডল জামিন পাওয়ার পর রাজ্য সরকারের উন্মাদনা এবং কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করলেন সিপিআইয়ের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অপ্সরা মোড়ে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি বলেন, 'শাসকদল কত বড় বেহায়া যে অনুব্রতকে বীরের সম্মান দেয়। আসলে তিনি (অনুব্রত) যে একজন ঘৃণ্য কীট, তা জনগণকে বোঝাতে হবে। তৃণমূল সরকার

অনুব্রত জামিনে ফিরে আসায় ববি হাকিম 'বাঘ' ফেরত এসেছে বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু বাঘ তো জঙ্গলে থাকে।

-শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়
রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী

সমাজে থ্রেট কালচার আমদানি করেছে। অনুব্রতর জামিনে ফিরে আসার পর ববি হাকিম 'বাঘ' ফেরত এসেছে বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু বাঘ তো জঙ্গলে থাকে।'

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের সমালোচনা করার পাশাপাশি দলের কর্মীদের জনসংযোগ বাড়াতে বলেছেন শ্রীকুমার। তিনি বলেন, 'দুর্নীতির চরম শিখরে অবস্থান করছে তৃণমূল। আমরা সরকারের দুর্নীতি তুলে ধরতে কর্মীদের বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ তৈরি করার কথা জানিয়েছি। স্থানীয়ভাবে পুরসভার বিভিন্ন দুর্নীতি নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হবে।'

এদিন তিনি কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত রেলের সমালোচনা করেছেন। তাঁর কথায়, 'রেলে এক লক্ষ শূন্যপদ। যাত্রীসাধারণের কোনও নিরাপত্তা নেই। কেন্দ্রীয় সরকার শুধু বন্দে ভারত উদ্বোধন করে চলেছে।'

মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে শিলিগুড়িতে বিজেপির মিছিল। মঙ্গলবার। ছবি : তপন দাস

ন্যায্যমূল্যের দোকানে জাল ওষুধ

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগ সুকান্তর

সানি সরকার ও কার্তিক দাস

নিশানায় রাজ্য

- শংকরের ব্যাখ্যায়, প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে মশাল, তৃণমূলকে সাফ করার জন্য ঝাড়ু
- বাঘা যতীন পার্ক থেকে শুরু হওয়া মিছিলে বিজেপি কর্মীদের উপস্থিতি কম ছিল না
- 'দফা এক, দাবি এক- মমতার পদত্যাগ' থেকে 'জাস্টিস ফর আরজি কর' স্লোগান ওঠে মুহুর্মুহু
- বাদ যায়নি উত্তরবঙ্গের নির্যাতিতদের প্রসঙ্গও

শিলিগুড়ি ও খড়িবাড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : সরকারি হাসপাতালে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান থেকে দেওয়া হচ্ছে জাল ওষুধ। সাধারণ মানুষকে জাল ওষুধ খাইয়ে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি করছে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার- শিলিগুড়িতে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এমনই অভিযোগ তুললেন সুকান্ত মজুমদার। ওই দোকানগুলোর কারবার নিয়ে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

মঙ্গলবার শহরে দলের এক পদযাত্রায় অংশ নেন তিনি। পদযাত্রা শেষে এয়ারভিউ মোড়ে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'স্বাস্থ্যক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি হয়েছে। ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানগুলি যার বাইরে নয়। সমস্ত জাল ওষুধ সেখান থেকে বিক্রি করা হচ্ছে। দোকানগুলি নিয়ে সিবিআই তদন্ত অত্যন্ত প্রয়োজন। ওষুধের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করলেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবিতে আগামীদিনেও যে বিজেপির আন্দোলন চলবে, সেই ইঙ্গিত এদিন মিলেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্যে। তাঁর কথায়, 'আমাদের উৎসব হবে তৃণমূলকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর। যতদিন সেটা না হচ্ছে, বিজেপি আন্দোলন চালিয়ে যাবে।' তবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এদিন খড়িবাড়ির বাতাসিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের (আরএসএস) পদাধিকারীদের সঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতির রুদ্ধদ্বার বৈঠক। যা নিয়ে দুই পক্ষ নীরব থাকায় রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

দলীয় কর্মীদের পাশাপাশি হাতে মশাল এবং ঝাড়ু তুলে নেন সুকান্ত মজুমদার, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট, জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়, রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক পাল। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন মিছিলে অংশ নেওয়া চার বিধায়ক শংকর ঘোষ, দুর্গা মুর্মু, শিখা চট্টোপাধ্যায় ও আনন্দময় বর্মন। শংকরের ব্যাখ্যায়, প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে মশাল এবং তৃণমূল সরকারকে সাফ করার জন্য ঝাড়ু। বাঘা যতীন পার্ক থেকে শুরু হওয়া মিছিলে বিজেপি কর্মীদের উপস্থিতি নেহাত কম ছিল না।

'দফা এক, দাবি এক- মমতার পদত্যাগ' থেকে 'জাস্টিস ফর আরজি কর' স্লোগান ওঠে মুহুর্মুহু। বাদ যায়নি উত্তরবঙ্গের নির্যাতিতদের প্রসঙ্গও। মিছিল শেষে এয়ারভিউ মোড়ে একটি পিকআপ ভ্যানকে অস্থায়ী মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুকান্ত, বিস্টরা নানা দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে রাজ্য সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। চিকিৎসাক্ষেত্রে 'উত্তরবঙ্গ লবি'র তিন মুখ সুশান্ত রায়, অভীক দে এবং বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের সঙ্গে তৃণমূল নেতা মদন মিত্র, ফিরহাদ হাকিমের কী সম্পর্ক, সেই প্রশ্ন তোলেন পদ্মের রাজ্য সভাপতি।

দলীয় সূত্রের খবর, সরকারি হাসপাতালে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান থেকে জাল ওষুধ বিক্রি সংক্রান্ত ইস্যুতে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে শিলিগুড়িতে আন্দোলনে নামার নির্দেশ দিয়েছেন সুকান্ত। তবে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলছেন, 'দল যেভাবে নির্দেশ দেবে, তেমন কর্মসূচি নেওয়া হবে।'

এদিন চূড়ান্ত গোপনীয়তা বজায় রেখে খড়িবাড়ির বাতাসির একটি বেসরকারি স্কুলে আরএসএসের চারদিনের শিবিরে যোগ দেন সুকান্ত। গাড়িতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময়। জানা গিয়েছে, ২৩ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া শিবিরে পৌঁছে আরএসএস কর্তাদের সঙ্গে টানা দুই ঘণ্টা বৈঠক করেন তিনি। ছিল কড়া নিরাপত্তা। সাধারণ মানুষ তো বটেই, শিবিরের ধারেকাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি সংবাদমাধ্যমকে। কোনওরকম মন্তব্য তো দূর, গাড়ির কাচ পর্যন্ত নামাননি বালুরঘাটের সাংসদ। পরে আনন্দময় বলেন, 'ওই স্কুলে সংঘের একটি শিবির চলছে। সেখানে রাজ্য সভাপতি সৌজন্যমূলক সাক্ষাতের জন্য গিয়েছিলেন।'

ব্যাডমিন্টন, দাবা খেলার ব্যবস্থা

বিহার মোড়ে মুক্তমঞ্চ

উদ্বোধনের অপেক্ষায় মুক্তমঞ্চ। বাগডোগরা উড়ালপুলের নীচের অংশে।

বাগডোগরা, ২৪ সেপ্টেম্বর : বাগডোগরা উড়ালপুলের নীচের অংশটি যেন অলিখিত ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছিল। যার ফলে মাঝেমধ্যেই দৃশ্যদূষণের অভিযোগ উঠত। এবার সেই পরিস্থিতির বদল ঘটাতে উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ি কমিশনারেটের বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ।

ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগ

বাগডোগরা গার্ডের ওসি স্বপন রায় বলেন, 'এখানে কাজ করার সময় দেখতাম রোদ-বৃষ্টিতে অপেক্ষা করা কিংবা বসার জন্য কোনও জায়গা নেই। বয়স্কদের বসার জন্য, সময় কাটানোর জন্যও জায়গার অভাব। গাড়ির জন্য অপেক্ষা করা কিংবা গাড়ি থেকে নেমে দু'দণ্ড বসারও কোনও ব্যবস্থা ছিল না।'

তিনি জানিয়েছেন, ওই সমস্যাগুলি মেটাতে উড়ালপুলের নীচে পেভার্স ব্লকের ফ্লোর করে লোহার রেলিং দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। বসানো হয়েছে লোহার বেঞ্চ। তার মধ্যে দুটি বেঞ্চ সংরক্ষিত প্রবীণ নাগরিকদের জন্য। ওসি আরও বলেন, 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য ওই এলাকায় মুক্তমঞ্চের প্রয়োজন ছিল। সম্প্রতি সেখানে মুক্তমঞ্চ তৈরির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই উদ্বোধন হবে। এই কাজে সহয়তা করতে এগিয়ে এসেছেন কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি।' ওসি আরও জানিয়েছেন, সেখানে ব্যাডমিন্টন, ক্যারম, দাবা খেলার ব্যবস্থা থাকছে। দুঃস্থ পরিবারের ছেলেমেয়েরা ব্যাডমিন্টন খেলতে চাইলে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর জায়গামতো সব সামগ্রী রেখে দিলেই হবে।

বাগডোগরা থানার ওসি পার্থসারথি দাস বলেন, 'বিহার মোড়কে বাগডোগরার প্রাণকেন্দ্র বলা যায়। মুক্তমঞ্চে কোনও ক্লাব বা সংগঠন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করলে মঞ্চ, আলো, চেয়ার ইত্যাদির বাড়তি খরচ করতে হবে না। পথচলতি মানুষও অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পাবেন।' বাগডোগরাবাসী পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। আশা করা হচ্ছে, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই উদ্বোধন হবে।

গঙ্গা কাড়ল দুই শিশুর প্রাণ

মানিকচক, ২৪ সেপ্টেম্বর : শোয়ার ঘর জলের তলায়। প্রাণ বাঁচাতে শিশুসন্তান নিয়ে অনেকেই ছাদের উপর আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে গুটিগুটি পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসে একরত্তি শিশু। বয়স মাত্র ১৩ মাস। সে কী বা বোঝে বন্যার। একরত্তি শিশুটা চোখের নিমেষে তলিয়ে যায় গঙ্গাগর্ভে।

মৃত শিশুটির নাম ইরফাজ মিয়াঁ। ভূতনির দক্ষিণ চণ্ডীপুর পঞ্চায়েতের গুমানিটোলায়। প্রায় একইভাবে গঙ্গা কেড়ে নেয় আরও এক শিশুর প্রাণ। বন্যার জলে ডুবে মৃত্যু হল উত্তর চণ্ডীপুর পঞ্চায়েতের ভীমটোলার চন্দ্রভানু মণ্ডলের (২)। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২ শিশুর জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। এই নিয়ে বন্যার কারণে মানিকচকে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল সাত। ইরফাজ মিয়াঁ বাবা ইউসুফ মিয়াঁর শোয়ার ঘরে এক গলা জল। তাই সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে ত্রিপল টাঙিয়ে বসবাস করছেন তাঁরা।

পুজোর থিমে আদিবাসী সংস্কৃতি

চোপড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর : চোপড়ার প্রত্যন্ত এলাকা দেবীঝোরায় এবার পুজোর থিম আদিবাসী সংস্কৃতি। মণ্ডপসজ্জায় ফুটে উঠবে ধামসা-মাদল সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র। প্রতিবছর দেবীঝোরা চা বাগানের শ্রমিকদের পুজোয় মূল আকর্ষণ থাকে আদিবাসী নৃত্য। শহরের পুজোর মতো আলোর ঝলকানি এখানে নেই। তা সত্ত্বেও প্রতিবছর অনেকেই শ্রমিকদের পুজো দেখতে আসেন।

এই পুজো ৫৬তম বর্ষে পা দিতে চলেছে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, একসময় মণ্ডপের পাশে পর্দা টাঙিয়ে সিনেমা দেখানো হত। শুধুমাত্র সিনেমার টানেই শ্রমিকদের পুজোয় ভিড় জমত। তবে এখন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে আদিবাসী নৃত্য। এবারও অষ্টমীতে বসবে নৃত্যের আসর। পুজো কমিটির সম্পাদক সৌম্যদীপ ঘোষ রায় বলেন, 'শ্রমিক মহল্লায় সকলের সহযোগিতায় প্রতিবার পুজো হয়। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় মালিকপক্ষ।'

প্রীতিলতা স্মরণ

বাগডোগরা, ২৪ সেপ্টেম্বর : স্বাধীনতা আন্দোলনে শহিদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ৯৩তম আত্মবলিদান দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি হল শিবমন্দির সরোজিনী সংঘ ও পাঠাগারে। এদিন স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আলোচনায় অংশ নেন অনিল সাহা, সজলকুমার গুহ প্রমুখ।

চেক বিলি

গোয়ালপোখর, ২৪ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার গোয়ালপোখর পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে ৮৮টি পুজো কমিটিকে সরকারি অনুদানের চেক বিতরণ করা হল। চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল, গোয়ালপোখর থানার আইসি সহ আরও অনেকেই।

২০ শতাংশে অনড় শ্রমিক সংগঠনগুলি

ফের ভেস্তে গেল বোনাসের বৈঠক

রণজিৎ ঘোষ

শ্রমিক ভবনের ভিতরে চলছে বৈঠক, বাইরে বিক্ষোভ। ছবি : সূত্রধর

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : পাহাড়ের চা বাগানের পুজো বোনাস নিয়ে বৈঠক ফের ভেস্তে গেল। মঙ্গলবার শ্রম দপ্তরের ডাকা ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মালিকপক্ষ ১২ শতাংশ হারে বোনাস দিতে রাজি হয়। কিন্তু শ্রমিক সংগঠনগুলি একজোট হয়ে ২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে অনড় থাকে। এর জেরেই ভেস্তে গিয়েছে বৈঠক। আগামী দু-তিনদিনের মধ্যে ফের বৈঠক হতে পারে বলে জানিয়েছে শ্রম দপ্তর।

শ্রমিকপক্ষের বক্তব্য, বোনাস নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও বাগান থেকে তৈরি চা বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। প্রতিটি চা বাগানেই নিয়ম করে ৩০ মিনিটের গেট মিটিং চলবে। প্রতিক্রিয়া জানতে বাগান মালিকদের সংগঠন দার্জিলিং টি অ্যাসোসিয়েশনের (ডিটিএ) মুখ্য উপদেষ্টা সন্দীপ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

তরাই-ডুয়ার্সের চা বলয়ে শ্রমিকদের ১৬ শতাংশ হারে পুজো বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু পাহাড়ের চা বাগানগুলিতে বোনাস জট এখনও কাটেনি। প্রথমে ২ সেপ্টেম্বর দার্জিলিংয়ে ডিটিএ'র অফিসে মালিকপক্ষের সঙ্গে বৈঠক হয় শ্রমিক সংগঠনগুলির। সেখানে নিষ্পত্তি না হওয়ায় গত শুক্রবার শিলিগুড়িতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকে শ্রম দপ্তর।

শ্রমিক ভবনে আয়োজিত সেই বৈঠক থেকেও বোনাস জট কাটেনি। শ্রমিক সংগঠনগুলি ২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে অনড় থাকলেও মালিকপক্ষ ৯.৫ শতাংশের বেশি বোনাস দিতে পারবে না বলে জানিয়ে দেয়। এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে শ্রমিক সংগঠনগুলি। ব্যাপক হইহট্টগোল হয়। বাধ্য হয়ে সেদিনের বৈঠক স্থগিত রাখে শ্রম দপ্তর।

ফের এদিন বিকেলে শ্রমিক ভবনে মালিকপক্ষ এবং শ্রমিক সংগঠনগুলিকে নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বসেছিলেন অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার শ্যামল দত্ত। ভিতরে যখন বৈঠক চলছে, তখন ভবনের বাইরে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরা

মালিকপক্ষ উঠল ১২ শতাংশে

২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে লাগাতার স্লোগান দিতে থাকেন।

বৈঠক থেকে বেরিয়ে পার্বত্য ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ মঞ্চের তরফে সমন পাঠক বলেন, 'আমরা ২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতেই রয়েছি। গেট মিটিং, বাগান থেকে তৈরি চা বের হওয়া বন্ধ রেখে আন্দোলন চলবে। ২৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বোনাস নিষ্পত্তি না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।'

রেজিস্ট্রেশন থাকা সত্ত্বেও আগেরদিনের বৈঠকে হিল প্ল্যান্টেশনস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের কোনও প্রতিনিধিকে ডাকা হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে। সেদিন সংগঠনের তরফে একজনকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এনিয়ে পরে উত্তেজনাও সৃষ্টি হয়েছিল। এদিনও ওই সংগঠনের কোনও প্রতিনিধিকে বৈঠকে ডাকা হয়নি বলে অভিযোগ করেন সংগঠনের সদস্য তথা লং ভিউ চা বাগানের শ্রমিক সংগীতা ছেত্রী। এদিন শ্রমিক ভবনের বাইরে গান গেয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন ওই সংগঠনের সদস্যরা।

এদিনের বৈঠকে মালিকপক্ষ দফায় দফায় একটু একটু করে বোনাসের হার বাড়ায়। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা বৈঠকে মালিকপক্ষ আগেরদিনের ৯.৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১২ শতাংশ বোনাস দিতে রাজি হয়। কিন্তু শ্রমিক সংগঠনগুলি সেই দাবি মানতে চায়নি।

ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) শ্রমিক সংগঠন হিল-তরাই-ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন লেবার ইউনিয়নের সম্পাদক জেবি তামাং বলেছেন, '২০ শতাংশ হারেই মালিকপক্ষকে বোনাস দিতে হবে। আমরা এর কম মানব না। আশা করছি দু-একদিনের মধ্যে আবার বৈঠক হবে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

যাত্রা।। বালুরঘাটে আত্রেয়ী নদীতে। ছবিটি তুলেছেন দীপঙ্কর কুণ্ডু।

চিকিৎসককে হেনস্তার প্রতিবাদে মিছিল

গোয়ালপোখর, ২৪ সেপ্টেম্বর : গোয়াগাঁও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এক চিকিৎসককে হেনস্তার প্রতিবাদে মঙ্গলবার পথে নেমে প্রতিবাদ জানাল হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি। গোয়াগাঁও বাজারে এই ঘটনার প্রতিবাদে একটি মিছিল করা হয়। তাঁদের মিছিলে পা মেলান এলাকার বাসিন্দারাও।

অভিযোগ, সোমবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছিপি গ্রামের কয়েকজন দুষ্কৃতী এক চিকিৎসককে হেনস্তা করে। প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়। হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির ব্লক সম্পাদক ফনেশ সিংহ বলেন, 'চিকিৎসক হেনস্তার ঘটনাকে ধিক্কার জানাচ্ছি।'

৩৭ হাসপাতালের সুরক্ষায় বরাদ্দ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের জের। রাজ্যের সব বড় হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা, ডাক্তার, নার্সদের জন্য পৃথক বিশ্রামাগার তৈরি, অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকায় আলোর ব্যবস্থা করা এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সিসিটিভি বসানোর জন্য অর্থবরাদ্দ করল স্বাস্থ্য দপ্তর। উত্তরবঙ্গের ন'টি হাসপাতাল সহ রাজ্যের মোট ৩৭টি হাসপাতাল এই আর্থিক বরাদ্দ পেয়েছে।

আরজি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের পর থেকেই নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে গোটা রাজ্যে আন্দোলন চলছে। এরই মাঝে রাজ্য সরকার 'রাত্তিরের সাথী' প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পে নির্দিষ্ট অ্যাপ আগেই চালু হয়েছে। মেডিকেলগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটোসাঁটো করতে বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে। সেই নিয়োগের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। এবার প্রতিটি মেডিকেলেই পুরুষ এবং মহিলা চিকিৎসকদের জন্য বিভিন্ন বিভাগে পৃথক বিশ্রামাগার তৈরি করা হচ্ছে। বসছে বাড়তি সিসিটিভি ক্যামেরাও। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলেও প্রায় ৪০টি

বিশ্রামাগার, আলো, ক্যামেরার ব্যবস্থা

বিশ্রামাগার তৈরির কাজ ইতিমধ্যে শুরু করেছে পূর্ত দপ্তর।

জেলা এবং মহকুমা হাসপাতালগুলিতেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করতে আর্থিক বরাদ্দ করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। উত্তরবঙ্গের হাসপাতালগুলির মধ্যে দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ৬,০৭,৪০৩ টাকা, কার্সিয়াং মহকুমা হাসপাতালের জন্য ৭,০৪,৪৮২ টাকা, কোচবিহারের তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ১১,০০,৯৪৭ টাকা, জলপাইগুড়ির মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ৯,৯৪,০৪৬ টাকা, কোচবিহারের জেডি হাসপাতালে ৪,৩১,৫৮৮ টাকা, উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ১৫,৮৫,৯০৯ টাকা, আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ১৬,০৩,৬৩৫ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, এই টাকায় হাসপাতালে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো, হাসপাতালে যে সমস্ত এলাকা এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন রয়েছে সেখানে আলোর ব্যবস্থা করা, চিকিৎসক থেকে নার্স সবার জন্য পৃথক বিশ্রামাগার তৈরি করে সেখানে শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা সহ সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত কাজ করা যাবে। ইতিমধ্যে এই টাকা প্রতিটি হাসপাতালকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের দ্রুত টেন্ডার করে কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলেও পূর্ত দপ্তর প্রায় ৪০টি অন ডিউটি ডাক্তারদের বিশ্রামাগার তৈরি করা, প্রতিটিতে শৌচালয় তৈরি করা, সেখানে সমস্ত বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি পাঁচ লক্ষ টাকায় কিছু সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর কাজও শুরু হয়েছে। দ্রুত এই কাজগুলি সেরে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা জানিয়েছেন।

ছোটবেলার স্কুলে পুজোর উপহার শংকরের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : স্কুলের প্রাক্তনী এখন বিধায়ক। ছাত্রজীবনের প্রথম স্কুলে এসে নস্টালজিক হয়ে পড়লেন শংকর ঘোষ। স্কুল ঘুরে দেখার পাশাপাশি পুজোর আগে পড়ুয়াদের হাতে তুলে দিলেন নতুন জামাও। মন দিয়ে শুনলেন স্কুলের বিভিন্ন সমস্যার কথা। প্রাক্তনীর এই উদ্যোগে খুশি শিক্ষক, অভিভাবক ও পড়ুয়ারাও।

শংকরের ছাত্রজীবনের প্রথম অধ্যায় কেটেছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামাপ্রসাদ প্রাথমিক স্কুলে। মঙ্গলবার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলে আসেন তিনি। তবে বিধায়ক হিসেবে নয়, বরং প্রাক্তনী হিসেবেই পড়ুয়াদের সঙ্গে সময় কাটান। প্রাথমিকের গণ্ডি পেরোনোর পর প্রথমবার এই স্কুলে এলেন তিনি।

শংকরের কথায়, 'বহুদিন ধরে ইচ্ছে ছিল স্কুলে আসার। তাই সময় করে চলে এলাম।' আর ক'দিন পরে দুর্গাপুজো। এই উপলক্ষ্যে এদিন পড়ুয়াদের নতুন জামা দেন তিনি। বিধায়কের থেকে নতুন জামা পেয়ে খুশি পড়ুয়ারাও। দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র বীর পাসোয়ান বলে, 'এই জামা পরে পুজোয় ঘুরব।' প্রথম শ্রেণির ছাত্রী রিমি রায় এতটাই খুশি যে, জামা হাতে পেয়েই খুলে দেখতে শুরু করে। পড়ুয়াদের আনন্দ দেখে প্রধান শিক্ষক সঞ্জিত বোস বলেন, 'শংকর নিজের প্রাথমিক স্কুলকে মনে রেখেছেন। পড়ুয়াদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে তাদের উপহার দিয়েছেন। এটা সত্যিই প্রশংসনীয়।'

শ্যামাপ্রসাদ প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়াদের জামা দিচ্ছেন বিধায়ক। মঙ্গলবার।

অন্যদিকে শংকর বললেন, 'স্কুলের অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। আমাদের সময় চটের বস্তা পেতে ক্লাস হত। তবে সেসব দিন এখন আর নেই। স্কুলের আরও উন্নতির জন্য বিধায়ক তহবিল থেকে যতটা সম্ভব আমি করব।'

বিধায়কের এই উদ্যোগে আনন্দিত অভিভাবকরাও। লক্ষ্মী মণ্ডল নামে এক অভিভাবকের কথায়, 'বিধায়ক যে এই স্কুলের প্রাক্তনী তা প্রথম জানলাম। উনি যেভাবে পড়ুয়াদের সঙ্গে সময় কাটালেন সত্যিই ভালো লাগছে।' শর্মিষ্ঠা গুহ নামে আরেক অভিভাবক বললেন, 'নতুন পোশাক পেয়ে আমাদের সন্তানরা খুব খুশি হয়েছে।' এদিন ৫৯ জন পড়ুয়াকে নতুন জামা দিয়েছেন শংকর। এদিকে, বাবার স্কুল ঘুরে দেখে আনন্দিত তাঁর ছেলে সহজও।

কলকাতা এবং দেশদুনিয়া

উচ্চপ্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে সুপ্রিম সংকেত

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর : উচ্চ প্রাথমিকে ১৪ হাজার শিক্ষক নিয়োগে সবুজ সংকেত দিল সুপ্রিম কোর্ট। ফলে পুজোর আগেই মুখে হাসি ফুটল নিয়োগ জটে আটকে থাকা চাকরিপ্রার্থীদের মুখে।

উচ্চ প্রাথমিক নিয়োগ মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। ১৪ হাজারের বেশি শূন্যপদে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। ওই নির্দেশ সংরক্ষণ নীতির বিরোধী, এই দাবি তুলে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন রাজীব ব্রহ্ম সহ কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী।

ফলে ১৪ হাজার চাকরিপ্রার্থীর নিয়োগ নিয়ে তৈরি হয়েছিল জট। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ জানিয়েছে, এখনই হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করছে না শীর্ষ আদালত। একইসঙ্গে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ আরও জানিয়েছে, নতুনদের আবেদনও শোনা হবে না।

প্রায় ৮ বছর ধরে এই নিয়োগ নিয়ে টানাপোড়েন চলছিল। ২৮ অগাস্ট হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেন, নতুন করে মেধাতালিকা প্রকাশ করতে হবে এসএসসি-কে।

হাইকোর্টের নির্দেশের পরই ১৪,০৫২টি শূন্যপদে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল এসএসসি। কিন্তু তারপরেই সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়। আটকে যায় নিয়োগ প্রক্রিয়া। তবে মঙ্গলবার যেহেতু সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল রাখল, কাজেই শীঘ্রই ১৪,০৫২ শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে।

‘দিদির জন্য আমি আছি’

বাড়ি পৌঁছেই কেঁদে ফেললেন অনুব্রত

আশিস মণ্ডল

বোলপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর : নিজের বাড়ির সামনে গাড়ি থামতেই অগুনতি ভক্তের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন অনুব্রত মণ্ডল।

প্রায় আড়াই বছর আগে ১১ অগাস্ট সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হন বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। তাঁদের থেকে আরেক কেন্দ্রীয় এজেন্সি ইডি’র হাতে গ্রেপ্তার হন। এরপর দুই কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাত থেকে এক-এক করে জামিনে মুক্ত হন এই দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী নেতা অনুব্রত।

তিহার জেল থেকে বেরিয়ে দিল্লি থেকে প্লেন ধরে কলকাতায় এবং সেখান থেকে মঙ্গলবার সকালে সকন্যা বোলপুরে নীচুপট্টির নিজের বাড়িতে ফিরলেন কেষ্ট। তাঁর আসার খবরে এদিন সকাল থেকেই তাঁর বাড়ির সামনে কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমান। দলীয় কার্যালয় যেখানে কাউকে এই ক’বছর দেখা যায়নি, সেখানে এদিন ছিল লোকারণ্য।

কলকাতা থেকে ফেরার পথে কর্মী-সমর্থকদের ভিড়ে শক্তিগড় ও গুসকরায় তাঁর গাড়ি থামে দু’-দু’বার। এদিন গাড়ি থেকে নিজের বাড়ি দেখে আবেগে চোখের জল চেপে রাখতে পারেননি অনুব্রত। মেয়ে সুকন্যা পাশে থেকে প্রশ্ন করেছেন, ‘এভাবে কাঁদছ কেন?’ এদিন কেষ্টকে দেখে বোঝা গেল, শরীর ভেঙেছে অনেক। কোমর ও পায়ে ব্যথা রয়েছে বলেও তিনি জানালেন। কিছুটা রোগাও হয়েছেন কেষ্ট। তবে ঠোঁটের নীচে ছিল সেই পুরু চওড়া জোড়া গোঁফ।

এদিন অনুব্রত যখন বোলপুরে পৌঁছান তখন চারদিকে ‘কেষ্টদা জিন্দাবাদ’, ‘জয় বাংলা’ ধ্বনি। কেষ্ট সবাইকে জোড় হাত করে নমস্কার করে চলেছেন। সমাজমাধ্যম থেকে দলীয় নেতা-কর্মীদের মুখে একটাই শব্দবন্ধ, ‘বীরভূমের বাঘ ফিরে আসছে।’ এদিন অবশ্য সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অনুব্রত বলেন, ‘আমি কোনও বিতর্কে যেতে চাই না। আদালতকে সম্মান করি।’ এদিন মমতা দিদিকে শারদ শুভেচ্ছা জানিয়ে স্নেহধন্য ভাই কেষ্ট বলেন, ‘দিদি আমাকে ভালোবাসেন। আমি দিদিকে ভালোবাসি। দিদির জন্য আমি আছি।’

এদিন নিজের বাড়ির নীচে দলীয় কার্যালয়ে সেই চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ যেন গুম মেরে গেলেন কেষ্ট। সেখানে মেয়ে সুকন্যা, সুদীপ্ত ঘোষ, চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা সারলেন। সেখানে আগে থেকেই ছিলেন অনুব্রতর প্রিয়পাত্র নলহাটির বিধায়ক রাজু সিং। অন্যদিকে বাড়িতে অপেক্ষায় মামা গোপাল ঘোষ, মামিমা সহ অন্য আত্মীয়পরিজন। সবাই খুশিতে আত্মহারা। বীরের মতো ফুলের মালা পরিয়ে তাঁকে সবাই বরণ করে নিলেন।

অন্যদিকে, কেষ্ট জেলায় ফিরলেও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারলেন না কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা ও বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। বিকাশকে পুলিশ ঢুকতে দেয়নি। আর চন্দ্রনাথকেও বাধ্য হয়ে ঘুরে আসতে হয়। আর তাতেই মান-অভিমানের জল্পনা উঠেছে বিভিন্ন মহলে। যদিও বিকাশ বললেন, ‘আমরা দেখা করতে গিয়েছিলাম। দাদা অনেক ক্লান্ত। পরে দেখা করে আসব।’

অনুব্রতর পাশে মেয়ে। পেছনে অনুরাগীদের ভিড়। বোলপুরে মঙ্গলবার।

এদিকে অনুব্রতর ঘরে ফেরাকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। অনুব্রতর সাজা হবেই বলে দাবি করে তাঁর বক্তব্য, ‘এঁরাই তো তৃণমূলের সম্পদ। ভালো, সৎ কর্মীদের কোনও মূল্য তো তৃণমূলে নেই। তাই বীরভূমে আজ মিলনোৎসব হবে। বিরাট বড় করে হবে। দিদিও যাচ্ছেন। জেলা থেকে আয় কমে গিয়েছে। এখন কতটা কী রয়েছে তা দেখতে হবে তো!’

দিলীপের এহেন কটাক্ষের কথা শুনে অবশ্য নিরুত্তর থাকেননি তৃণমূল নেতারা। তাঁরা কড়া ভাষাতেই বিজেপি নেতার কটাক্ষের জবাব দিয়েছেন।

ক্ষতির মূল্যায়ন করে টাকা দেব : মমতা

বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ফের ডিভিসিকে নিশানা

বোলপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার বোলপুরে গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে প্রশাসনিক বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, উৎসব মিটলে প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক করবেন। এখন তিনি এসেছেন উদ্ভূত বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করতে।

বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে বলতে গিয়ে মমতা বলেন, ‘এই মুহূর্তে ক্ষতিগ্রস্ত সব জায়গার নাম না বলতে পারলেও আমি জানি সিউড়ি, দুবরাজপুর, রামপুরহাট, সাঁইথিয়া, লাভপুরে বন্যা হয়েছে। আগামী দু’দিনে ফের ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। আমি এমএলএ এবং এমপিদের নির্দেশ দিয়েছি, গ্রামীণ যেসব রাস্তা বন্যায় ভেঙেছে সেগুলো তাঁদের টাকায় সম্পূর্ণ মেরামত করতে। এমপিদের বলেছি, ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ রাস্তার জন্য তাঁদের ল্যাড থেকে চার কোটি এবং ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল বিল্ডিংয়ের জন্য এক কোটি অর্থব্যয় করবেন। বাদবাকি পঞ্চায়েত সার্ভে করে দেখে নেবে।’

প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসে চিকিৎসকদের আন্দোলনের কথাও। চিকিৎসকদের আন্দোলন চলাকালীন বিনা চিকিৎসায় ২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি জানান। তাঁদের পরিবারপিছু দুই লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া মৃত পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেন তিনি।

বোলপুরে মমতা। -তথাগত চক্রবর্তী।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘বন্যায় ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। কৃষকদের জমি, শস্য নষ্ট হয়েছে। জল সরে গেলে ক্ষতির মূল্যায়ন করে টাকা দেওয়া হবে।’ এছাড়া সবংয়ে একজনের সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে সেটা উল্লেখ করে সবাইকে বন্যার সময় সাবধান করেন। পাশাপাশি সবাইকে আশ্বস্ত করে তিনি জানান, হাসপাতালে অ্যান্টি ভেনম মজুত আছে। ডায়ারিয়া, সর্দিকাশি, জ্বরের ওষুধপত্র মজুত আছে। সেটা দেখার জন্য ব্লক ও মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে ১১ লক্ষ বাড়ি ছাড়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। যদিও কেন্দ্র তিন বছর ধরে আবাসের কোনও টাকা দেয়নি বলে তিনি অভিযোগ করেন। তবে ইতিমধ্যে সংখ্যালঘু দপ্তর থেকে দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ৬৫ হাজার বাড়ি বিলির বন্দোবস্ত হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, এদিনও বীরভূম থেকে বাংলার বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ফের ডিভিসিকে নিশানা করলেন মমতা। তাঁর কথায়, ‘আমরা চাই না এমন সংস্থা যারা জল ছেড়ে মানুষ মারে। কলকাতা থেকে তো সব সরিয়ে নিয়েছে। পাওয়ার ডিরেক্টর নেই। কলকাতায় একটা বিল্ডিং থাকবে। আর কলকাতার কথা শুনবে না?’

দাবিতে মিছিল টেট উত্তীর্ণদের

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : সোমবারের পর মঙ্গলবারও চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল হল কলকাতা শহর। সোমবার বিধাননগরে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন ২০১৬ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা।

মঙ্গলবার বিক্ষোভ-মিছিল করেন ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। শিয়ালদা থেকে মিছিল শুরু হয়ে শেষ হয় ধর্মতলায়।

প্রাথমিকে ৫০ হাজার শূন্যপদে অবিলম্বে নিয়োগ, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পালের পদত্যাগ সহ বিভিন্ন দাবিতে এই মিছিল। খাঁচার মধ্যে প্রতীকী ব্রেন নিয়ে মিছিলে হাঁটেন চাকরিপ্রার্থীরা।

চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁদের ‘ললিপপ’ দেখিয়েছে সরকার। এদিন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে তাঁদের সঙ্গে বৈঠক করার দাবি জানিয়ে চিঠি দেন আন্দোলনকারীরা। ১০ জন প্রতিনিধির সঙ্গে মুখ্যসচিবকে বৈঠকে বসার দাবি জানান। আলোচনায় না বসলে অবস্থানের হুমকি দেন আন্দোলনকারীরা।

’২১ থেকে রিপোর্ট দেয়নি স্ট্যান্ডিং কমিটি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হালহকিকত ও তার পরিকাঠামো কেমন চলছে, তা নিয়ে সরকারকে গত ৩ বছর ধরে কোনও রিপোর্টই দেয়নি বিধানসভার স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি। আরজি কর ঘটনা প্রবাহের জেরে তড়িঘড়ি শুরু হয়েছে ২০২১-’২২-এর অডিট রিপোর্ট নিয়ে পর্যালোচনা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে মঙ্গলবার স্বাস্থ্য ভবনের এক কর্তাকে তলব করেছিল সিবিআই। সূত্রের খবর, স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে ২০২০ থেকে স্বাস্থ্য বিষয়ক বেশ কিছু নথি চেয়ে পাঠিয়েছিল সিবিআই।

সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের কাজ ঠিকঠাক হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখে বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটি। বিধানসভায় রয়েছে মোট ২৬টি স্ট্যান্ডিং কমিটি ও ১৫টি হাউস কমিটি। বিধানসভার প্রত্যেক সদস্য অন্তত ১টি ও সর্বাধিক ২টি এমন কমিটির সদস্য। শাসক ও বিরোধী দলের বিধায়কদের নিয়ে তৈরি এই কমিটিগুলির চেয়ারম্যানই এখন তৃণমূলের। স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান তৃণমূল বিধায়ক নির্মল মাজি। প্রভাবশালী এই বিধায়কের বিরুদ্ধেই এক সময়ে এসএসকেএমে কুকুরের ডায়ালিসিস করানো নিয়ে বিতর্ক

তৈরি হয়েছিল। সম্প্রতি আরজি কর ইস্যুতেও তাঁর ভূমিকা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয় বলে মনে করে সিবিআই। ৯ অগাস্ট আরজি কর-এর ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর ১২ অগাস্টের বৈঠকে বিরোধীদের চাপে আরজি করের ঘটনায় শোকপ্রস্তাব নেওয়া হয়। এরপর আরজি কর নিয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি।

মঙ্গলবার বিধানসভার স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকের পর শাসকদলের সদস্য অতীন ঘোষ বলেন, ‘আমরা এখন ২০২১-’২২-এর অডিট রিপোর্টের ওপর পর্যালোচনা করছি। স্ট্যান্ডিং কমিটি মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল পরিদর্শন করে।’

যদিও ওই কমিটির সদস্য বিজেপি বিধায়ক গৌরীশংকর ঘোষের দাবি, ‘চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত কমিটির তরফে কোনও পরিদর্শন হয়নি। গত বছর উলুবেড়িয়া সরকারি হাসপাতাল পরিদর্শনের পর কমিটি রিপোর্ট দিয়েছিল। কিন্তু সেই রিপোর্ট পাঠানোর দায়িত্ব কমিটির চেয়ারম্যানের। ফলে রিপোর্ট আদৌ সরকারের কাছে পাঠানো হচ্ছে কি না তা নিয়ে আমরা অন্ধকারে।’

স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটির কাজকর্ম নিয়ে প্রকাশ্যেই একাধিকবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতির বিরাট কিছু পরিবর্তন হয়নি।

ডাক্তারদের আন্দোলন আসলে নাটক, মন্তব্য দিলীপের

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : আরজি কর ইস্যুতে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনকে এবার ‘নাটক’ বললেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁর মন্তব্য নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি।

মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানে দলীয় এক সভা থেকে ডাক্তারদের উদ্দেশে দিলীপ বলেন, ‘রাত জেগে নাটক করে কী লাভ হল? মোমবাতি জ্বেলে, তালি বাজিয়ে কী পেল আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা? কী লাভ হল মানুষকে কষ্ট দিয়ে? যাঁরা চিকিৎসা না পেয়ে ফিরে গেলেন? যাঁরা রাস্তায় হাঁটলেন? শুধু কিছু সিসিটিভি লাগানো আর দু’একজন আধিকারিকের পদত্যাগের জন্য এই আন্দোলন?’ দিলীপের মতে, জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনে বিজেপি কখনও বাধা দেয়নি। কিন্তু ৪৪ দিন আন্দোলনের পর, মুখ্যমন্ত্রী ও সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসে ওরা আন্দোলনে ইতি টানলেন। সাধারণ মানুষ যাঁরা ওঁদের আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন, তাঁরা এখন প্রশ্ন করছে এই আন্দোলন করে পেলামটা কী? দিলীপের সমালোচনা করে আন্দোলনের অন্যতম মুখ কিঞ্জল নন্দ বলেন, ‘আমরা শুরু থেকেই আন্দোলনে রাজনীতির রং লাগতে দিইনি। আমরা বিচার চেয়েছি। পরিবর্তন চেয়েছি। আন্দোলনের জেরে তার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আমরা আন্দোলন জারি রেখেছি। কিন্তু যাঁরা এসব কথা বলছেন, তাঁরা চেয়েছিলেন আন্দোলনকে রাজনৈতিক করতে। সেটাই হয়তো এসব মন্তব্যের কারণ।’ দিলীপকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, রাজনৈতিক নেতা হিসাবে ওদেরও দায়িত্ব আছে। তদন্ত যাতে দ্রুত ও সঠিক হয় সেটাতো ওরা দেখতে পারেন। এ ব্যাপারে অবশ্য দিলীপ বলেন, ‘আমরা তো সাইড লাইনের ধারে বসে ছিলাম। বিজেপি অবশ্যই আরজি কর ইস্যুতে মানুষের দাবি পূরণ করতে আন্দোলন করবে।’ জুনিয়ার ডাক্তাররা ধর্না তুলে নেওয়ার পর থেকেই তাঁদের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে শুরু করেছে বিজেপি।

ট্রাম্পের সভা এড়ালেন মোদি

ওয়াশিংটন, ২৪ সেপ্টেম্বর : চলতি হাওয়া বুঝে নিজেকে সরিয়ে নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০২০-র মতো ‘অব কি বার ট্রাম্প সরকার’ স্লোগানের ধারেকাছে গেলেন না। ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা না করেই দেশে ফিরছেন মোদি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মহান দেশে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি ট্রাম্পের নির্বাচনি ইস্তাহারে রয়েছে। মোদিও স্টার্ট আপ ইন্ডিয়ার পক্ষে। দুজনেই দক্ষিণপন্থী।

সেবার টেক্সাসের হিউসটনের জনসভার মঞ্চে নির্বাচনের মুখে ট্রাম্পের হাতে হাত রেখে মোদির গলা থেকে বেরিয়েছিল ‘অব কি বার ট্রাম্প সরকার’। সেবারই উঠেছিল হাউডি মোদি শব্দবন্ধ। ২০২০-তে ভারত সফরে আসা ট্রাম্প গুজরাটে এলে মোদি ‘নমস্তে ট্রাম্প’ নামে একটি ইভেন্ট পর্যন্ত করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি বদলেছে। এবার ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ভারতীয় বংশোদ্ভুত কৃষ্ণাঙ্গী কমলা হ্যারিস।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভালোই জানেন, বিভিন্ন জনমত সমীক্ষায় ট্রাম্পের চেয়ে কমলা হ্যারিস এগিয়ে। মোদিকে তাঁর বন্ধু হিসেবে দাবি করেন ট্রাম্প। মোদিকে ‘চমৎকার ব্যক্তি’ বলে সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন ডোনাল্ড।

কোয়াড বৈঠক ও রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশন উপলক্ষ্যে মার্কিন সফরে এলে মোদির সঙ্গে তাঁর বৈঠক হবে একথা কিছুদিন আগে জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। কিন্তু ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মোদি সময় চাননি। একথা জানিয়েছে নয়াদিল্লির প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় ও বিদেশমন্ত্রক। সুযোগ বুঝে ডেমোক্র্যাটপন্থী সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মোদি আসলে ট্রাম্পের প্রচারাভিযানে নেই। ভারত জানিয়েছে, শুধু ট্রাম্পের সঙ্গেই নয়, মোদি কমলা হ্যারিসের সঙ্গেও দেখা করেননি।

পেনশন নিতে ২ কিমি হামাগুড়ি বৃদ্ধার : শরীর অশক্ত। হাঁটতে পারেন না। রাইসুয়ান গ্রাম পঞ্চায়েতের অশীতিপর মহিলা পাথুরি দেহুরিকে পেনশন তুলতে ফি মাসে হামাগুড়ি দিয়ে পঞ্চায়েত অফিসে যেতে হয়। ওড়িশার কেওনঝর জেলার ঘটনা। ওড়িশা সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী, বয়স্ক, বিশেষভাবে সক্ষমদের বাড়িতে গিয়ে পেনশন, ভাতা পৌঁছে দিতে হবে। সরকারি নির্দেশের পরেও এই নির্মম ছবি দেখে সমালোচনা শুরু হয়েছে।

লেবাননে মৃত্যু ছাড়াল ৫৫০, সতর্কবার্তা নেতানিয়াহুর

জেরুজালেম, ২৪ সেপ্টেম্বর : ইরানি মদতে বেড়ে ওঠা হামাসের বন্ধু হিজবুল্লাকে নিকেশ করাই ইজরায়েলের লক্ষ্য। নেতানিয়াহু সরকার লেবাননের বাসিন্দাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে চায় না। বিষয়টি বোঝাতে এবার তাঁদেরই ডাক দিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি অনলাইন ভিডিওবার্তায় লেবাননের মানুষকে হিজবুল্লার ঢাল না হওয়ার বার্তা দিলেন।

ইজরায়েল হিজবুল্লাকে শেষ করতে চায়। তা করতে গিয়ে যুদ্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে। তীব্রতা বাড়ছে লড়াইয়ের। বাড়ছে ঝুঁকি। পেজার বিস্ফোরণের পর গত কয়েকদিন ধরে লেবাননের বিভিন্ন জায়গায় হিজবুল্লার ঘাঁটি লক্ষ্য করে ইজরায়েলি বায়ুসেনার বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হানায় নিহতের সংখ্যা ৫৫০ ছাড়িয়েছে। তারপরেই নেতানিয়াহু নিজে লেবাননের সাধারণ মানুষের উদ্দেশে ভিডিও বার্তাটি দিয়েছেন।

নেতানিয়াহুর বক্তব্যের সারমর্ম, লেবাননিদের সঙ্গে ইজরায়েলের কোনও শত্রুতা নেই। কিন্তু হিজবুল্লার সঙ্গে তাদের অহি-নকুল সম্পর্ক। হিজবুল্লা গোষ্ঠীর সদস্যদের বাড়িতে ক্ষেপণাস্ত্র মজুত রাখা হচ্ছে। লেবাননের মানুষকে মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে হিজবুল্লা।

লেবাননের জনগণের উদ্দেশে নেতানিয়াহুর বার্তা, ‘হিজবুল্লাকে মদত দিয়ে আপনারা লেবাননকে বিপদে ফেলবেন না। দয়া করে নিজেদের ক্ষতি নিজেরা করবেন না।’

আজ ওমরের পরীক্ষা

শ্রীনগর, ২৪ সেপ্টেম্বর : বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরে দ্বিতীয় দফায় ২৬টি আসনের ভোট নেওয়া হবে। মোট প্রার্থী সংখ্যা ২৩৯। আগামীকালের উল্লেখযোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তিনি দুটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এনসি সহসভাপতির নির্বাচনি কেন্দ্র হল গান্ডেরবাল ও বদগাম। ওমর ছাড়া উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে রয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তারিক হামিদ কায়রা ও রাজ্য বিজেপি সভাপতি রবিন্দর রায়না।

নয়া নজির শেয়ার বাজারে

মুম্বই, ২৪ সেপ্টেম্বর : ফের নজির গড়ল ভারতীয় শেয়ার বাজার। এই প্রথম সেনসেক্স ৮৫ হাজার এবং নিফটি ২৬ হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে এই নজির গড়েছে। পরে অবশ্য সেই উচ্চতা ধরে রাখতে পারেনি দুই সূচক।

মঙ্গলবার দিনের শুরু থেকেই ঊর্ধ্বমুখী ছিল শেয়ার বাজার। এক সময়ে সেনসেক্স ৮৫১৬৩.২৩ এবং নিফটি ২৬০১১.৫৫ পয়েন্ট পৌঁছে যায়। পরে অবশ্য সেনসেক্স ৮৪৯১৪.০৪ এবং নিফটি ২৫৯৪০.৪০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। দিনের শেষে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত সংস্থাগুলির মোট শেয়ার মূল্য ৪৭৬ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

সিজিওতে জেরা সঞ্জয়-অপূর্বকে

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : রবিবারের পর মঙ্গলবার ফের সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দিলেন আরজি কর মেডিকেল কলেজের ফরেন্সিক বিভাগের ডাক্তার অপূর্ব বিশ্বাস। একইসঙ্গে হাজির হন প্রাক্তন সুপার সঞ্জয় বশিষ্ঠও। আবার এদিনই তথ্য নিয়ে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হন আরজি করের বর্তমান এমএসভিপি সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দুই মহিলা পিজিটি। তিলোত্তমার মৃত্যুর পর থেকে এই দু’জন বেপাত্তা ছিলেন।

মহিলা ডাক্তারের মৃত্যুর পর আরজি কর সহ সমস্ত হাসপাতালে নিরাপত্তায় জোর দেওয়া হয়েছে। সুরক্ষার স্বার্থে অতিরিক্ত সিসি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে।

সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তে বেশ কিছু নতুন তথ্য উঠে আসার পরেই দু’জনকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এদিন ডাকা হয়েছিল।

এসবের মধ্যেই এদিন দুপুরে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হন বর্তমান এমএসভিপি সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানান, এর আগে তদন্তে গিয়ে সিবিআই কিছু তথ্য চেয়েছিল। সেই তথ্যই জমা দিতে এসেছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দুই মহিলা পিজিটি। তিলোত্তমার মৃত্যুর পর থেকেই এই দুই মহিলা পিজিটি বেপাত্তা ছিলেন। তদন্তে সিবিআই বেশ কিছু পিজিটি জুনিয়ার ডাক্তারদের জিজ্ঞাসাবাদ করে। সেই জিজ্ঞাসাবাদ থেকেই এই দুই মহিলা পিজিটির নাম উঠে আসে। এরপরেই তাঁদের ডেকে পাঠানো হয়। এদের মধ্যে একজন দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা। নির্যাতিতার সঙ্গে তাঁর ঝগড়াও হয়েছিল বলে খবর। প্রায় দু’মাস হাসপাতালে আসেননি তাঁরা। বর্তমানে পরিস্থিতি খানিকটা শান্ত হওয়ার পরেই কাজে যোগ দেন। এরপরেই ডেকে পাঠানো হয় তাঁদের। দীর্ঘক্ষণ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

আরজি করের ঘটনার পরেই সমস্ত হাসপাতালে সুরক্ষা ব্যবস্থায় জোর দেওয়া হয়েছে। আরজি করে ১৯০টি সিসি ক্যামেরা বর্তমানে আছে। নতুন করে আরও ৫০০টি ক্যামেরা বসানো হবে। ইতিমধ্যে ১০০টি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। বর্তমানে আরজি করের নিরাপত্তায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তিন কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আছে। তাদের সঙ্গে আছে কলকাতা পুলিশের ৬০ পুলিশকর্মী। আরজি করের পাশাপাশি এনআরএসে ৬০০টি ক্যামেরা বসানো হবে। সেখানে বর্তমানে ১৩০টি ক্যামেরা আছে। এসএসকেএম-এ ১২০০টি সিসি ক্যামেরা বসানো হবে। কলকাতা মেডিকেল কলেজে ৩৩০টি ক্যামেরা আছে। নতুন করে বসবে ৪০০টি ক্যামেরা। একইরকমভাবে এমআর বাঙুর, বিসি রায় শিশু হাসপাতাল সহ সমস্ত হাসপাতালেই সিসি ক্যামেরার নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে।

সব মেডিকেল-কর্তাকে নিয়ে কাল বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর : রাজ্যের সব মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষদের নিয়ে বৃহস্পতিবার নবান্ন সভাঘরে বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রের খবর, বৈঠকে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষরা ছাড়াও রাজ্যের সিভিল ও ইলেক্ট্রিক্যাল ও আইটি সেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদেরও ডাকা হয়েছে। আরজি কর আবহে এই বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ।

নবান্ন সূত্রে খবর, এর পাশাপাশি মেডিকেল কলেজগুলির সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চান মুখ্যমন্ত্রী। এতে কাজে অন্তত জটিলতা থাকবে না বলেই বিশ্বাস তাঁর। মুখ্যমন্ত্রী মেডিকেল কলেজগুলির জন্য কী কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন, তা বৃহস্পতিবারের বৈঠকে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষদের জানাতে চান। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষদের বক্তব্যও তিনি শুনতে চান।

কাল মমতার সঙ্গে বৈঠক অভিষেকের

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ড ঘিরে রাজ্যের ‘অস্থির’ পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও তৃণমূলের অন্দরে জটিলতা কাটার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। প্রশাসন ও দলের সব দায়দায়িত্ব একাই সামলে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্ন উঠেছে হঠাৎই কেন নিষ্ক্রিয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূল সূত্রে খবর, দলের শীর্ষস্থানীয় একাধিক নেতা চাইছেন পরিস্থিতি সামাল দিতে অবিলম্বে দলনেত্রীর সঙ্গে অভিষেকের যৌথ সক্রিয়তা প্রয়োজন। বৃহস্পতিবার দলের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে দলনেত্রীর সঙ্গে অভিষেকের মুখোমুখি কথা হতে পারে।

অভিযুক্তই খুন, প্রশ্ন পুলিশি সাফাইয়ে

মুম্বই, ২৪ সেপ্টেম্বর : মহারাষ্ট্রের বদলাপুরের যৌন নিগ্রহের ঘটনায় মূল অভিযুক্তের এনকাউন্টারে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সরগরম রাজ্য রাজনীতি।তথাকথিত এনকাউন্টারের পিছনে তারা ‘বৃহত্তর ষড়যন্ত্র’ দেখছে।

পুলিশের দাবি, যখন তাঁরা অভিযুক্তকে নিয়ে থানায় ফিরছিল, সেই সময় নাকি নীলেশের পিস্তল কেড়ে নিয়ে গুলি চালাতে চালাতে পালানোর চেষ্টা করে অক্ষয়। এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট সঞ্জয় শিন্ডের ছোড়া পালটা গুলিতে মৃত্যু হয় তাঁর।

অক্ষয়ের মৃত্যুকে ‘পুলিশের পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড’ বলে দাবি বিরোধী রাজনৈতিক দলের। রাজ্যের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখের প্রশ্ন, ‘যার দু’হাতে হাতকড়া, সে কীভাবে পুলিশের হাত থেকে পিস্তল ছিনিয়ে নিয়ে গুলি চালাতে পারে!’ তাঁর বক্তব্য, ‘যৌন নিগ্রহের ঘটনা যে স্কুলের, সেটি এক বিজেপি নেতার মালিকানাধীন। গুরুতর কোনও সত্য ধামাচাপা দিতেই এই এনকাউন্টারের গল্প ফাঁদা হয়েছে। এই ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত হওয়া উচিত।’

রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বাধীন ‘মহাযুতি জোট’ সরকারকে আক্রমণ করে এনসিপি সাংসদ সুপ্রিয়া সুলের বক্তব্য, ‘রাজ্যে আইনের শাসন যে

বদলাপুর কাণ্ড

সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে, এই ঘটনাই তার প্রমাণ।’ কংগ্রেস নেতা পৃথ্বীরাজ চহ্বাণের কথায়, ‘মহারাষ্ট্র পুলিশের ইতিহাসে আজ কালা দিবস। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নজরদারিতে এই রাষ্ট্রীয় হত্যার বিচারের দাবি জানাচ্ছি।’

পালটা বিজেপি বলেছে, কিছুদিন আগে এই বিরোধীরাই অভিযুক্তের ফাঁসির দাবি তুলেছিল। কলকাতার আরজি কর প্রসঙ্গ টেনে বিরোধীদের ‘বলাৎকারী বাঁচাও জোট’ বলে কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা সহ অন্য নেতৃত্ব। পুলিশি দাবিকে চ্যালেঞ্জ করে মৃত অক্ষয়ের মা অলকার দাবি, ‘আমার ছেলে অপরাধে যুক্ত ছিল না। মারধর করে তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করেছিল পুলিশ। তারপর তাকে হত্যা করা হল।’ তাঁর আরও বক্তব্য, ‘যে ছেলে পটকা ফাটাতে কিংবা রাস্তা পেরোতে ভয় পেত সে বন্দুক থেকে গুলি ছুড়বে পুলিশকে! এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?’ বাবা আন্নার বক্তব্য, ‘এর পিছনে চক্রান্ত আছে। আরও বড় কিছু চাপা দিতেই আমার ছেলেকে মারা হল। এই ঘটনার তদন্ত হওয়া উচিত।’

রাজ্য পুলিশের সিনিয়ার ইনস্পেক্টর সঞ্জয় শিন্ডের ছোড়া গুলিতেই মৃত্যু হয় অভিযুক্তর। এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট প্রদীপ শর্মার নেতৃত্বাধীন দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন সঞ্জয়।

Great Eastern™
We serve you best
GREAT
FESTIVAL SALE
পুজোর শুভারম্ভ
CASH BACK Upto 26000* On Debit & Credit Cards
Upto 36 MONTH EMI*
1 EMI OFF*
0 DOWN PAYMENT*
30 DAYS REPLACEMENT GUARANTEE*
Upto 21000 CASH BACK* For Finance Customer
BAJAJ FINSERV
kotak Kotak Mahindra Bank
IDFC FIRST Bank
HDB FINANCIAL SERVICES
LUCKY DRAW CONTEST
Scratch and Win!
1 CAR
5 TWO WHEELER
101 LED
101 MICROWAVE
& many more ......
ASSURED GIFT WITH EVERY PURCHASE*
100 LED
100 MICROWAVE
2000 TROLLEY BAG
1000 MIXER GRINDER
2000 KETTLE
& Many More Surprise GIFTS
USHA 3 Jar Mixi with Dry Iron ₹ 2790/-
PHILIPS Mixi with Push Chopper ₹ 2790/-
HAVELLS
Havells Induction + Hair Dryer OFFER PRICE ₹ 2990
Havells Mixi + Sandwich Maker OFFER PRICE ₹ 3490
HAVELLS
GEYSER Starting From ₹ 2190/-
SAMSUNG F15 5G (6/128) EMI / DAY 40
S24 5G (8/128) EMI / DAY 87
Galaxy S24 Ultra
Apple16 (128) EMI / DAY 111
Apple 16 Plus(128) EMI / DAY 125
vivo Y28S (6/128) EMI / DAY 43
V40 (8/128 GB) EMI / DAY 46
mi MI 13C 5G (4/128 EMI / DAY 29
MI 13 5G (8/128) EMI / DAY 43
Redmi 13 5G
realme 13 Pro+
realme 12X (8/128) EMI / DAY 42
13 Pro+ 5G(8/256) EMI / DAY 61
oppo A3 5G (6/128) EMI / DAY 44
Reno12 5G(8/256) EMI / DAY 92
FREE Ear Pods With every mobile purchase
THE FESTIVE OFFERS SMART WATCH Starting Price ₹ 999
ASUS hp DELL Lenovo
Ryzen3 - 7320 | 8 GB | 512 SSD |14 | Win 11 & Office ₹ 29990 EMI / DAY ₹ 83
Ci3 12th Gen| 8 GB | 512 SSD Bk Lit. KB|15.6| Win 11 & Office ₹ 34990 EMI / DAY ₹ 97
Ci5 - 12450H | 8 GB | 512| 4GB-RTX 2050 |15.6 | Win 11 ₹ 53490 EMI / DAY ₹ 149
Ci5 13th | 16 GB | 512 SSD Bk Lit. KB|15.6|Win 11 & Office ₹ 55990 EMI / DAY ₹ 156
FREE Gift LAPTOP BAG KEYBOARD MOUSE PEN DRIVE Worth ₹4000/-
IFB FREE Kettle 20 L EMI / DAY ₹ 15
LG FREE Kettle 21 L Conv. EMI / DAY ₹ 29
IFB FREE Kettle 20 L Conv. EMI / DAY ₹ 27
Haier FREE Kettle 23 L Conv. EMI / DAY ₹ 32
Godrej FREE Kettle 20 L Conv. EMI / DAY ₹ 30
Panasonic FREE Kettle 27 L Conv. EMI / DAY ₹ 40
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES : DALHOUSIE (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718, SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall - 84200 55257, BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra - 85840 38100, RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan - 85840 64028, MALDA Pranta Pally, N H 34 - 85840 64029, BALURGHAT B.T. Park, Tank More - 90739 31660, JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari - 98301 22859, S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road - 85840 64025, COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi - 97497 85485.
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURA, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH , UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung,LG,Sony. Offer valid till stock last.*Price includes cashback & exchange offer.*Offer applicable on selected models & Brands.
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

Great Eastern™
We serve you best
SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier
75 4K GOOGLE TV ₹ 76990 EMI / DAY ₹ 158
65 4K GOOGLE TV ₹ 43990 EMI / DAY ₹ 122
55 4K QLED ₹ 34990 EMI / DAY ₹ 97
55 4K GOOGLE TV ₹ 30490 EMI / DAY ₹ 85
43 4K QLED ₹ 30490 EMI / DAY ₹ 58
43 4K GOOGLE TV ₹ 22990 EMI / DAY ₹ 77
Happy Durga Puja
43 GOOGLE TV ₹ 18350 EMI / DAY ₹ 51
43 SMART TV ₹ 17990 EMI / DAY ₹ 50
43 CLOUD OS TV ₹ 16990 EMI / DAY ₹ 47
32 GOOGLE TV ₹ 10490 EMI / DAY ₹ 30
32 SMART TV ₹ 9990 EMI / DAY ₹ 33
32 CLOUD OS TV ₹ 9490 EMI / DAY ₹ 18
Whirlpool 180 L FREE MIXI ₹ 13490 EMI / DAY ₹ 37
Godrej 184 L FREE MIXI ₹ 13990 EMI / DAY ₹ 38.5
Haier 2X STORAGE SPACE 190 L FREE MIXI ₹ 14290 EMI / DAY ₹ 39
LG 185 L FREE MIXI ₹ 15990 EMI / DAY ₹ 44
IFB 187 L FREE MIXI ₹ 15490 EMI / DAY ₹ 42.5
LLOYD 200 L FREE MIXI ₹ 14990 EMI / DAY ₹ 41
BOSCH 187 L FREE MIXI ₹ 18490 EMI / DAY ₹ 51
Godrej 238 L FREE MIXI ₹ 20990 EMI / DAY ₹ 57.5
Whirlpool 235 L FREE MIXI ₹ 21490 EMI / DAY ₹ 59
Haier 240 L FREE MIXI ₹ 22490 EMI / DAY ₹ 62
LG 260 L FREE MIXI ₹ 23490 EMI / DAY ₹ 64.5
IFB 243 L FREE MIXI ₹ 25990 EMI / DAY ₹ 71
LLOYD 240 L FREE MIXI ₹ 22990 EMI / DAY ₹ 63
Panasonic 280 L FREE MIXI ₹ 28990 EMI / DAY ₹ 79.5
BOSCH FREE INDUCTION 368 L ₹ 47990 EMI / DAY ₹ 131.5
Haier FREE INDUCTION 445 L ₹ 49990 EMI / DAY ₹ 137
Panasonic FREE INDUCTION 401 L ₹ 57990 EMI / DAY ₹ 159
VOLTAS beko FREE AIR FRYER 472 L ₹ 51990 EMI / DAY ₹ 142.5
Godrej FREE AIR FRYER 564 L ₹ 58990 EMI / DAY ₹ 162
Haier FREE AIR FRYER 602 L ₹ 64990 EMI / DAY ₹ 178
LG FREE AIR FRYER 650 L ₹ 77990 EMI / DAY ₹ 214
Whirlpool FREE IRON Semi Automatic - 7KG ₹ 8990 EMI / DAY ₹ 25
LG FREE IRON Semi Automatic - 7.5KG ₹ 11590 EMI / DAY ₹ 32
Haier ABP VORTEX PULSATOR FREE IRON Semi Automatic - 8.5 KG ₹ 12990 EMI / DAY ₹ 36
LLOYD FREE IRON Semi Automatic - 9 KG ₹ 13590 EMI / DAY ₹ 37.5
Godrej 1440 RPM FREE IRON Semi Automatic - 8 KG ₹ 12990 EMI / DAY ₹ 36
Whirlpool FREE IRON Semi Automatic - 6.5 KG ₹ 11990 EMI / DAY ₹ 33
Haier FREE IRON 6.5 KG - TL ₹ 12990 EMI / DAY ₹ 36
LLOYD FREE IRON 6.5 KG - TL ₹ 13190 EMI / DAY ₹ 36
Godrej FREE IRON 6.5 KG - TL ₹ 14990 EMI / DAY ₹ 41
Whirlpool ZERO PRESSURE FREE IRON 7 KG - TL ₹ 13990 EMI / DAY ₹ 38.5
Panasonic FREE IRON 7 KG - TL ₹ 18490 EMI / DAY ₹ 51
LG FREE IRON 7 KG - TL ₹ 18990 EMI / DAY ₹ 52
BOSCH FREE IRON 7 KG - TL ₹ 18990 EMI / DAY ₹ 52
IFB FREE IRON 6.5 KG - TL ₹ 21990 EMI / DAY ₹ 60
VOLTAS beko FREE IRON 6 KG - TL ₹ 12490 EMI / DAY ₹ 34
Haier FREE HAIR DRYER 6 KG - FL ₹ 23990 EMI / DAY ₹ 66
IFB FREE HAIR DRYER 6 KG - FL ₹ 24990 EMI / DAY ₹ 68.5
Godrej FREE HAIR DRYER 7 KG - FL ₹ 24490 EMI / DAY ₹ 67
Panasonic FREE HAIR DRYER 6 KG - FL ₹ 27490 EMI / DAY ₹ 75.5
BOSCH FREE HAIR DRYER 6.5 KG - FL ₹ 31990 EMI / DAY ₹ 88
LG FREE HAIR DRYER 6.5 KG - FL ₹ 24990 EMI / DAY ₹ 68.5
Whirlpool FREE HAIR DRYER 7 KG - FL ₹ 29990 EMI / DAY ₹ 82
ONIDA FREE 3L GEYSER 1.5 Ton - Inverter ₹ 30990 EMI / DAY ₹ 85
LLOYD FREE 3L GEYSER 1.5 Ton - Inverter ₹ 33990 EMI / DAY ₹ 93
VOLTAS FREE 3L GEYSER 1.5 Ton - Inverter ₹ 34990 EMI / DAY ₹ 96
Godrej FREE 3L GEYSER 1.5 Ton - Inverter ₹ 31990 EMI / DAY ₹ 88
Carrier FREE 3L GEYSER 1.5 Ton - Inverter ₹ 36990 EMI / DAY ₹ 102
BLUE STAR FREE 3L GEYSER 1.5 Ton - Inverter ₹ 36990 EMI / DAY ₹ 102
HITACHI FREE 3L GEYSER 1.5 Ton - Inverter ₹ 37990 EMI / DAY ₹ 104
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES : DALHOUSIE (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718, SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall - 84200 55257, BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra - 85840 38100, RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan - 85840 64028, MALDA Pranta Pally, N H 34 - 85840 64029, BALURGHAT B.T. Park, Tank More - 90739 31660, JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari - 98301 22859, S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road - 85840 64025, COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi - 97497 85485.
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURA, SREERAMPORE, DANKUNI, AMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung,LG,Sony.
Offer valid till stock last.*Price includes cashback & exchange offer.*Offer applicable on selected models & Brands.
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

আজ

১৯৯০

আজকের দিনে প্রয়াত হন বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন।

১৯৩৩

অভিনেতা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

বুধবার, ৮ আশ্বিন ১৪৩১, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১২৯ সংখ্যা

আলোচিত

আমি মুখ্যমন্ত্রীর ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান। এমন পারিবারিক চিকিৎসক আরও আছেন। শুধু আমাকে সফট টার্গেট করা হচ্ছে কেন? আমার পেছনে যা খুশি বলে দেওয়া হচ্ছে। আমি নাকি কাঠি করা ডাক্তার। আমার সঙ্গে ভারতের প্রধান বিচারপতির পারিবারিক সম্পর্ক। আমি পার্টি করি না। আমার পেছনে কোনও দল নেই বলেই যা খুশি বলা হচ্ছে। - শ্যামাপ্রসাদ দাস

ভাইরাল

দেখুন, থুতু দিয়ে তৈরি জুস! উত্তরপ্রদেশের শামলির ফুল বাজারের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে জুস বিক্রেতা জুস বানানোর মগেই থুতু ফেলছে, পরপর তিনবার। পরে মুখ মুছে নিচ্ছে। ভিডিও ভাইরাল হতেই তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কঠোর শাস্তির দাবি নেটিজেনদের।

উত্তরে নতুন বিপদ

ফ্যান ঘুরছে দার্জিলিংয়ে। দরকার পড়ছে বাতানুকূল যন্ত্রের। এই শরতে! ভাবা যায়! ভাবতে হচ্ছে। গোটা উত্তরবঙ্গ উত্তপ্ত। রাজনীতির তাপ অনেক ছড়িয়েছে বাংলায় গঙ্গার উত্তরের ভূভাগে। জঙ্গি হিংসার আগুনেও পুড়েছে বহুবার। কিন্তু প্রকৃতির উত্তাপে দগ্ধ হওয়ার অভিজ্ঞতা আগে তেমন ছিল না। বঞ্চনা, উপেক্ষা আর অনুন্নয়নের তালিকা দীর্ঘ উত্তরবঙ্গে। সেই তালিকায় নবতম সংযোজন যেন আবহাওয়ার ধাক্কা। উষ্ণতায় কার্যত জ্বলছে মহানন্দা, তিস্তা-তোর্ষা, আত্রেয়ী, ফুলহর বিধৌত ভূখণ্ডটি।

প্রবল বৃষ্টি বা ধসের জন্য নয়, দার্জিলিং থেকে পর্যটকরা পালিয়ে যাচ্ছেন গরমে সহ্য করতে না পেরে। শুধু বাংলার পাহাড়ি অঞ্চল নয়, পাহাড়ের আশ্রয়ে অবস্থিত প্রতিবেশী রাজ্য সিকিমেও। দার্জিলিংয়ে তাপমাত্রা সেপ্টেম্বরের শেষে ২৮ ডিগ্রির ওপর। সিকিমের গ্যাংটকও কিছু কম নয়। ২৬ ডিগ্রির বেশি তাপমাত্রা গ্যাংটক পর্যটক আকর্ষণ হারাচ্ছে। কাশফুল দোলা দেওয়ার স্নিগ্ধ বাতাস নেই উত্তরের সমতলে। যেন রাঢ়বঙ্গের মতো লু বইছে।

তাপমাত্রায় শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি যেন পাল্লা দিচ্ছে বাঁকুড়া, বীরভূমের সঙ্গে। শিলিগুড়ির পাশে বাগডোগরায় উষ্ণতা সর্বকালীন রেকর্ড ছুঁয়েছে ৪০ ডিগ্রিতে। জলপাইগুড়িও একই পথে হেঁটে ৩৮.৮ ডিগ্রির নজির তৈরি করে ফেলল। খুব বেশি ফারাক নেই মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাটে। জঙ্গল, পাহাড় ঘেরা আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে বেনজির তাপমাত্রায় মানুষ নাজেহাল। ওই অঞ্চলে ৩৭-৩৮ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে ব্যারোমিটারের পারদ।

ভাবার সময় এসেছে, কেন এই পরিস্থিতি! যে কারণে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। গবাদি প্রাণী নাজেহাল। চাষাবাদে ব্যাপক ক্ষতি। চা বাগানে ভয়ংকর প্রভাব। প্রশ্ন উঠছে, এই পরিস্থিতির ভবিষ্যৎ কী? প্রকৃতির চরিত্র বদলে গেলে কোন পরিণামের মুখে দাঁড়াবে উত্তরবঙ্গ? বিশ্ব উষ্ণায়ন নিশ্চয়ই একটি কারণ। কিন্তু একমাত্র কারণ কি? ভীষণরকম গবেষণার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সেটা বিশেষজ্ঞদের কাজ। কিন্তু ভেবে দেখার সময় সাধারণ মানুষের, যাঁরা এই বেলাগাম উত্তাপের ভুক্তভোগী।

জঙ্গলনিধন উত্তরবঙ্গে বড় বিপদ। ধীরে ধীরে সেই বিপদের মাত্রা বেড়েছে চোখের সামনে। প্রশাসন যেমন সেই বিপদ রোধে পদক্ষেপ করেনি। অনেক মানুষ তেমনই বাড়তি রোজগারে মরিয়া হয়ে বৃক্ষনিধনের অনৈতিক পথে মেতেছেন। রাস্তা, রেলপথ সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ইত্যাদির নামে যথেচ্ছ গাছ কাটা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির সেই শূন্যস্থান পূরণে নতুন গাছ রোপণের উদ্যোগ কেউ নেয়নি। না প্রশাসনিক স্তরে, না সাধারণ মানুষের উদ্যোগে।

অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন উৎসবে পরিণত হয়েছে। কিন্তু গণচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে ওই উদযাপনকে ব্যবহার করা হয়নি। নিয়মরক্ষার কর্মসূচিতে পরিণত করতে কোটি কোটি টাকার অপব্যবহার হয়েছে শুধু। অবৈজ্ঞানিকভাবে যথেচ্ছ বালি-পাথর উত্তোলন, চর দখল করে চাষাবাদ, বসতি, এমনকি নদীকে সংকুচিত করে নানা বেআইনি নির্মাণ উত্তরবঙ্গের বাস্তুতন্ত্রের মূলে জোরালো আঘাত করেছে। অর্থের লালসায় অন্যায় কাজগুলি অনেকে করে চলেছেন। অন্যরা তাতে বাধা দেয়নি।

দু'একজন পরিবেশপ্রেমী বা দু'একটা বেসরকারি সংস্থার আপত্তি খড়কুটোর মতো উড়ে যাচ্ছে পরিবেশ ধ্বংসের পাহাড়প্রমাণ অন্যায়ের সামনে। শুধু বাধা নয়, গণপ্রতিরোধ প্রয়োজন। গণসচেতনতা জরুরি। আরজি কর মেডিকেলে চিকিৎসককে খুন-ধর্ষণের প্রতিবাদে কল্লোলিত হয়েছে পাহাড় থেকে সমতল, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ। এমন 'হোক কলরব' দরকার পরিবেশ রক্ষায়। গত শতাব্দীর নয়ের দশকে যেমন হয়েছিল উত্তরবঙ্গে তিস্তা থেকে সংকোশ পর্যন্ত কেন্দ্রের খাল কাটার সর্বনাশী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে।

সেই গণচেতনার মুখে সেই সময় পরিকল্পনাটি বাতিল করতে হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারকে। এখন পরিবেশ রক্ষায়, উত্তরবঙ্গের স্বাভাবিক উষ্ণতা ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনে সেইরকম গণ উদ্যোগ দরকার। তা না হলে ভয়ংকর পরিণামের দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়ার চরম বিপদ অপেক্ষা করছে উত্তরবঙ্গের জন্য।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

সোজা-সাপটা

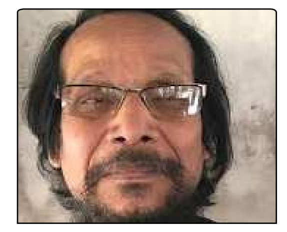

বিভূতিভূষণ কখনও জীবন-বিচ্ছিন্ন কবিত্বের জন্য একটি বাক্যও ব্যয় করেননি। একটি পুষ্পলতা যেমন একটি কঞ্চির আঁকশিকে সহজেই নিঃশব্দে জড়িয়ে ধরে, বিভূতিভূষণের কবিত্বও তেমনই স্বাভাবিক—কখন কীভাবে জীবনকে জড়িয়ে নিয়ে মুখ তোলে, আমরা ভেবে পাই না

নিজের গড়নে ভাষা তৈরি করেন বিভূতিভূষণ

আবুল বাশার

শরৎচন্দ্রকে বিভূতিভূষণ ছাড়িয়ে গিয়েছেন সংলাপ রচনায়। সেইসঙ্গে কাম্য সার্থকতায় পৌঁছেছেন নিসর্গ-আশ্রয়ী কবিত্বের জোরে। সংলাপে তাঁর জুড়ি নেই। অন্যদিকে, গদ্য গীতিধর্মী হলে তা নিন্দার বস্তু, এমনই মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা মনে করি, গদ্যকে দিয়ে গান গাওয়ানোটা একটি উচ্চ সাহিত্যিক ক্ষমতারই পরিচয়। গদ্যে ধ্বনিরস থাকলে আপত্তি হবে কেন? ধ্বনিরস কাব্যের একার সম্পত্তি নয়। বা কবিত্বও একার বস্তু নয় কাব্যের— বঙ্কিমচন্দ্র 'কবিত্ব' কথাটা গদ্যের দিকে তাকিয়েও প্রয়োগ করতেন। কবিত্ব হল মানুষের গুণ— মানুষ চাইলে তা গদ্যে বা পদ্যে আরোপ করতে পারে। এমনকি, খেলাধুলোতেও পারে। আজহারউদ্দিনের ব্যাটে কাব্য ছিল, তাকে এক ধরনের ক্রীড়াসাধিত দৃশ্যকাব্য বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ আলাপচারিতাতেই বলেছেন, 'তোমরা আমার ভাষার কথা বলো, বলো যে গদ্যেও আমি কবি। আমার ভাষা যদি কখনো আমার গল্পাংশকে অতিক্রম করে স্বতন্ত্র মূল্য পায়, সে জন্য আমাকে দোষ দিতে পারো না। এর কারণ, বাংলা গদ্য, আমায় নিজেকেই গড়তে হয়েছে। ভাষা ছিল না, পর্বে পর্বে স্তরে স্তরে তৈরি করতে হয়েছে আমাকে। গদ্যের ভাষা গড়তে হয়েছে আমায় গল্প প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে। মোপাসাঁর মতো যেসব বিদেশি লেখকের কথা তোমরা প্রায়ই বল, তাঁরা তৈরি ভাষা পেয়েছিলেন। লিখতে লিখতে ভাষা গড়তে হলে তাঁদের কী দশা হত জানি নে।'

বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের তৈরি করে দেওয়া ভাষাকে নিজেদের গড়নে ফেলে শরৎচন্দ্র ও বিভূতিভূষণ তাঁদের নিজ নিজ সাহিত্যিক ভাষা গড়ে নিয়েছেন। এই দুই সাহিত্যিকের যে সাহিত্যপ্রবাহ তার গোমুখ রবীন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্র ষোলো বছর ধরে যে রবীন্দ্রনাথকে মকশো করেছিলেন তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রস্তুতি পর্বে— একথা নিজ মুখেই কবুল করেছেন শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বিভূতিভূষণের আলোচনাও সার্থক হবে বলে মনে করি না। সত্যি বলতে, গল্পাংশকে ছাপিয়ে উঠেছে বিভূতিভূষণের ভাষা, যা বিশেষ কবিত্বপূর্ণ, এই দোষ হয়ে উঠেছে বিভূতিভূষণের গুণ ও বৈশিষ্ট্য।

কবিত্ব জিনিসটা জীবনকোষ থেকে ওঠা চাই, ভাষা যেখানে গল্পকে ছাপিয়ে নিসর্গ-নিহিত কবিত্ব ছড়াচ্ছে, সেখানে সেই কবিত্ব হয়ে উঠেছে জীবনকোষ-উদ্গত-উৎসার—বিভূতিভূষণ কখনও জীবন-বিচ্ছিন্ন কবিত্বের জন্য একটি বাক্যও ব্যয় করেননি। একটি পুষ্পলতা যেমন একটি কঞ্চির আঁকশিকে সহজেই নিঃশব্দে জড়িয়ে ধরে, বিভূতিভূষণের কবিত্বও তেমনই স্বাভাবিক— কখন কীভাবে জীবনকে জড়িয়ে নিয়ে মুখ তোলে, আমরা ভেবে পাই না, শুধু দেখি ওই রকম মুখতোলা সপ্রাণতা— তার সহজ এগোনো, তার বিস্তার। একদিক থেকে দেখলে প্রকৃতিই বিভূতিভূষণের নায়ক— ঠাহর করা কঠিন, কে কাকে জড়িয়ে রয়েছে, প্রকৃতি মানুষকে নাকি মানুষ প্রকৃতিকে! বিভূতিভূষণের মানব-ইতিহাসবোধও নৈসর্গিক। 'ইছামতী' উপন্যাসেও সেকথা আছে।

কথা হল, গানের সুরই হোক বা কথার সুর, শোনবার জন্য। সুরবোধসম্পন্ন কান চাই, কান না থাকলে ভালো গদ্য লেখা যায় না। গদ্যের যে ছন্দ, সেটাও বুঝে নিতে হয় গদ্যটা লেখার পর উচ্চারণ করে পাঠ করে নিজেকে শুনিয়ে। এ কাজ আমি বরাবরই করেছি, কারও পরামর্শ ছাড়াই। পরে দেখলাম, এটি রবীন্দ্রনাথও করতেন। মুর্শিদাবাদের লোক আমি আবার এখন সোনারপুরেরও বাসিন্দা। মজার কথা এই যে, লোকের কথা বলার কেতার মধ্যে সুর আছে। মুর্শিদাবাদের মেয়েরা টেনে সুর করে কথা বলে, ছেলেরাও বলে, মেয়েদের বেলায় সুরটা বেশি স্পষ্ট। লৌকিক এই সুরটা নানা অঞ্চলে নানারকম।

বাচনিক সুর শুনে মানুষের বর্ণবর্গ চিনতেন বিভূতিভূষণ— না, এসব বীক্ষণ শরৎচন্দ্রে ছিল না। রবীন্দ্রনাথেও নয়। আবার ছিলও হয়তো। কান পেতে নানা লোকের কথা বলার সুর শোনা একটি সুন্দর অভ্যাস। যাকে রবীন্দ্রনাথ বাস্তব অভিজ্ঞতা বলছেন, তার মধ্যে এই সুরও পড়ছে। এ ব্যাপারে সজাগ করে তোলেন বিভূতিভূষণ। 'সই' গল্পটা দেখা যাক। গল্পের আরম্ভ থেকেই উদ্ধৃতির আরম্ভ। লোকের সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গিমাতেই গল্প শুরু করেছেন লেখক, 'দুপুরে বাসায় শুইয়া আছি, এমন সময়ে উচ্ছলিত খুশি ও প্রচুর তরল হাস্যমিশ্রিত তরুণ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, ও সই, সই লো— ও ও, ক্যাম আছ, ও সই?

পাশের ঘর হইতে আমার ভগ্নি (বিধবা, বয়স ত্রিশের বেশি) হাসির সুরেই বলিল, এস সই, এস। ব'স, কি ভাগ্যি যে এ পথে এলে?

--এই তোমার সয়া হাট কত্তি এল। নতুন গুড়ের পাটালি সের দুই করেলো আজ বেন্ বেলা। ছোট ছেলেডার আবার জ্বর ছর্দ্দি। তাই তোমার সয়াকে হাটে পাঠালাম, আমি বলি সইয়ের সঙ্গে কতদিন দেখা হই নি। ছেলেডাকে নিয়ে আর হাটের ভিড়ের মধ্যে ক'নে যাব, সইয়ের বাড়ী একটু বসি।

কথার ভঙ্গিতে মনে হইল দুলে কি বাগদীদের মেয়ে।'

কথার ভঙ্গি থেকে মানুষের গোত্রবর্ণ, বয়স ও শ্রেণি-পরিচয়, কথার সুর শুনে শনাক্তকরণ কবির কান ছাড়া পারে না। গোত্রবর্ণ-শ্রেণি-পরিচয় ইত্যাদি মার্কসবাদের পথ ধরে বিভূতিভূষণে আসে না কখনও--- তা আসে লেখকের নিজের মতো করে ভেবে ওঠার ভিত্তিতে— রবীন্দ্রনাথ কোনও চরিত্রের ওপর শ্রেণির ছাপ পছন্দ করতেন না। শ্রেণির ছাপ্পা দেওয়া সাহিত্যকে শ্রেণি-চেতনা দিয়ে মাপারও পক্ষপাতী ছিলেন না— কার্ল মার্কস নয়, ফ্রয়েডও নয়, নয় ফরাসি ন্যাচারালিজমের বাস্তবতার শিল্প-ভাবনা— কোনওটাই নেননি রবীন্দ্রনাথ। বিভূতিভূষণও নেননি। মানব-প্রকৃতি ও নিসর্গ-প্রকৃতির সম্পর্কের মধ্যে চিরন্তনের সন্ধান করেছেন রবীন্দ্রনাথ— ঠিক এই দৃষ্টিই আরও প্রসারিত হয়েছে বিভূতিভূষণে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বলাই' গল্পে একটি আশ্চর্য বার্তা এভাবে দেন, 'আমার ভাইপো বলাই- তার প্রকৃতিতে কেমন করে গাছপালার মূল সুরগুলোই হয়েছে প্রবল।'

বিভূতিভূষণের অপুর মধ্যেও গাছপালা-প্রকৃতির মূল সুর প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে বেজে উঠেছে। অপুর দু-চোখে যে প্রকৃতি সম্বন্ধে অপার বিস্ময় তা হল প্রকৃতিরই অন্তর্নিহিত দান।

গাছপালা, প্রকৃতি বলতে রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণ দুজনেই শুধুমাত্র গাছকে প্রকৃতি ধরছেন না, তবে প্রধানভাবে ধরছেন বৃক্ষকেই। রোদ, বৃষ্টি, জ্যোৎস্না, মেঘ, অন্ধকার, পাহাড়, নদী, তৃণ, ঝোপঝাড়, গুল্ম, বনকুসুম, মরু, সবুজ বালুচর, বাঁশঝাড়, দিগন্তে মাথা-তোলা শিমুল ফুল, পাখি সব মিলে প্রকৃতিগত, একটা কানখাড়া খরগোশও অপুর কাছে প্রকৃতি, তার আত্মসত্তা প্রকৃতিরই অংশ। আর সে কারণেই বলাই গাছপালা-প্রকৃতির সামান্য অনুরণনে সাড়া দিতে পারে।

এসব কথার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। 'বলাই' গল্পের সূচনা-বাক্যটিই বিজ্ঞানীসুলভ। 'মানুষের জীবনটা পৃথিবীর নানা জীবের ইতিহাসের নানা পরিচ্ছেদের উপসংহারে'— এ কথার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। বালক বলাইয়ের বয়স কত? রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের সূত্র ধরেই বলেন, 'এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে।'— সেই কালের।

মানুষ এইভাবে কালাতিক্রান্ত জীব, তাই তার স্মৃতির পিছনের পথ সুদীর্ঘ অতীতে আচ্ছন্ন, রহস্যময়, অনেকাংশে অব্যক্ত। অথচ তাতে রয়েছে বাঙ্ময়-আকাঙ্ক্ষায় ব্যক্ত হওয়ার আকুলতা। তাই সাধারণ স্মৃতি-ক্ষমতার অবচেতনা-নির্ভর মানুষ কখনও অপু হয়ে ওঠে না। সবার সাধ অপু হওয়ার। কিন্তু চিরপথিক বৃক্ষের ধাত্রীবর না-পেলে অপু হওয়া যাবে না। বৃক্ষ যে চিরপথিক সে তো রবীন্দ্রনাথেরই কথা।

বৃক্ষ চিরপথিক, সে কারণেই অপুও চিরপথিক। 'পথের পাঁচালী'র অপুর নিশ্চিন্দিপুর থেকে বের হওয়া পথ যে কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। তার আসল রহস্য পথ-না-শেষ হওয়ার বিস্ময়বোধে আমাদের খুঁজে ফিরতে হয়— পথের শেষ কোথায়?

প্রথম দিন বাবার সঙ্গে পথে বের হয়ে, অপু কুঠির মাঠ পর্যন্ত এসে পৌঁছাতে পেরেছিল। তার আগে পর্যন্ত অপুর জগতের সীমা ছিল নেড়াদের বাড়ি, নিজেদের বাড়ির সামনেটা, বড়জোর রানুদিদিদের বাড়ি। কেবল একদিন সে মায়ের সঙ্গে পাড়ার ঘাটে স্নান করতে এসে আবছা এই কুঠির ভাঙা জালঘরটার দিকে চেয়ে দেখেছিল। কিন্তু পয়লা খেপে যতদূর সে এসেছে এবং যেখানে সে থেমেছে, সেখানেই রয়েছে একটি সাহেব-শিশুর সমাধি। জায়গাটা কেমন?

বিভূতিভূষণ লিখেছেন, 'নদীর ধারের অনেকটা জুড়িয়া সেকালের কুঠিটা যেখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় হিংস্র জন্তুর কঙ্কালের মতো পড়িয়াছিল, গতিশীল কালের প্রতীক নির্জন শীতের অপরাহ্ণ তাহার উপর অল্পে অল্পে তাহার ধূসর উত্তরচ্ছদবিশিষ্ট আস্তরণ বিস্তার করিল।'

বলে রাখি, বিভূতিভূষণের ঔপন্যাসিক ভাষা স্বাভাবিক কিন্তু সরল নয়, প্রতীকী দ্যোতনায় কখনো-কখনো জটিল বা দুরূহ। তিনি প্রতীক ইত্যাদি বলে-কয়েই প্রয়োগ করতেন।

বাউলের ঔদাস্যের সঙ্গে পথের পড়ে থাকার উপমা দিতেন 'পথের কবি' নামে এই ঔপন্যাসিক। কিশলয় ঠাকুরের 'পথের কবি' বইটি বিভূতি-ব্যক্তিত্বের দর্পণ, খুব ঘন অনুভূতির বই।

গদ্যে যিনি কবি, তাঁর ভাষা রূপক-প্রতীক-উপমার দুরূহ ইশারায় চলবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সব ব্যাপারটা স্বাভাবিক কি না, বিশ্বাসযোগ্য কি না, সহজ-সুন্দর কি না, সেটাই দেখতে হবে।

গতিশীল কালের প্রতীক রচনা যিনি করেন, তাঁর মনটা শিশুর মতো সরল নয়, কানখাড়া খরগোশের মতোও নয়— হিংস্র জন্তুর কঙ্কালের মতো কুঠিটা প্রাগৈতিহাসিক চেতনার সাক্ষী— এখানে এল কেন অপু—তার পর্যটনের জন্য, তাহলে কি কোনও মানে আছে? মহাকালের কাছেই বোধহয় সেই উত্তর আছে।

জনমন জনমত

নয়াবাজারের দই তৈরির কারিগরদের উন্নতি হয়নি

অবহেলিত প্রান্তিক জেলা দক্ষিণ দিনাজপুরকে নিয়ে জেলার কেউ কেউ কুণ্ঠা বোধ করতে পারেন। কিন্তু পাশাপাশি একথাও বলা যেতে পারে, পার্শ্ববর্তী মালদা-রায়গঞ্জ তো বটেই, এমনকি শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির কোনও রেস্তোরাঁর সাইনবোর্ডে যদি দেখেন- 'এখানে গঙ্গারামপুর-নয়াবাজারের দই পাওয়া যায়'- তাহলে চমকে উঠবেন না।

নয়াবাজারের দইয়ের স্বাদ আর সুবাস চারদিকে ছড়িয়ে পড়লেও দই প্রস্তুতকারীদের অবস্থার কিন্তু বিশেষ উন্নতি হয়নি। এমনকি এ জেলায় দইয়ের জন্য কোনও স্থায়ী বাজার তৈরি হয়নি। অর্ডারের বাইরে দই তৈরি করলে তা উন্মুক্ত আকাশের নীচে বাজারে কিংবা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিক্রি করতে হয়।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার রসগোল্লায় জিআই ট্যাগের অধিকার পাওয়ার পর আরও একবার স্বপ্ন

দেখতে শুরু করেছেন নয়াবাজারের দই প্রস্তুতকারকরা। কারণ, রসগোল্লার মতো গঙ্গারামপুর-নয়াবাজারের দই যদি জিআই ট্যাগ পেত এবং দেশ-বিদেশের বাজারে পরিচিতি পেত, তাহলে অনেকের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হত।

জয়ন্ত আচার্য, গঙ্গারামপুর।

হুমকি সংস্কৃতি এবং শিক্ষকের ভূমিকা

আরজি করের মর্মান্তিক ঘটনা জনমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে এবং চিকিৎসক ও ডাক্তারি পড়ুয়াদের উপর যার প্রভাব প্রত্যক্ষ। কলেজে কলেজে হুমকি সংস্কৃতি, পরীক্ষায় কিছু অসাধু মানুষের অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ প্রভৃতির বিরুদ্ধে ছাত্র ও শিক্ষকদের একাংশ বিক্ষোভে শামিল হয়েছে। ক্রমশ প্রকাশ্যে আসা কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত এই দুরবস্থা থেকে এমজেএন মেডিকেল কলেজ যে মুক্ত ছিল না, তা এখানে দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে টের পাই।

কতিপয় শিক্ষকের সহযোগিতায় এর থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা স্থানীয়ভাবে করেছিলাম। এমবিবিএসের অন্তিম পরীক্ষায় তার সার্থক প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রথম চার দিন সঠিকভাবে চলছিল। পঞ্চম দিনে তীব্র ছাত্র বিক্ষোভে তা ধাক্কা খায়। সেদিন যারা বিক্ষোভ দেখিয়েছিল, তাদের অধিকাংশই এখন আন্দোলনে শামিল হয়ে পথে নেমেছে। আশা করব, এই পরিবর্তন সদর্থক ও আন্তরিক।

আমার ধারণা, আজকের ছাত্র সংগঠন যথেষ্ট শক্তিশালী। তারা ব্যবস্থার আমূল ও সদর্থক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। আবার ধ্বংস করার ক্ষমতাও রাখে। আমার চিন্তাভাবনা শতকরা ১০০ ভাগ ছাত্রকেন্দ্রিক, আমি চাই ছাত্রসমাজ কলেজ কর্তৃপক্ষের পরিপূরক হয়ে কাজ করুক, সদর্থক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাক। পারস্পরিক সম্পর্ক হবে সহযোগিতার, সংঘর্ষের নয়, সম্মান ও ভালোবাসার, হুমকির নয়। কলেজের পরিবেশে নতুন ছাত্রছাত্রীরা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারে, কোনও ভয়ের বাতাবরণ থাকবে না, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার প্রসারিত হাত যেন তারা ধরতে পারে।

কতিপয় ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে আমার মতের অমিল আছে, শত্রুতা নেই। তারা ভাবে ক্লাস না করাটাই স্মার্টনেস। আমার মতে ক্লাস করাটাই স্মার্টনেস। তারা ভাবে না পড়ে পাশ করাটা স্মার্টনেস। আমার মতে মাথা উঁচু করে পাশ করাটা স্মার্টনেস। তারা ভাবে কর্তৃপক্ষকে উপেক্ষা করাটা স্মার্টনেস। আমার মতে কর্তৃপক্ষকে সঙ্গে নেওয়াই স্মার্টনেস। এই দ্বন্দ্বে আমার ব্যক্তিগত কোনও জয়পরাজয় নেই।

আমার মতে, কলেজটি প্রধানত ছাত্রছাত্রীদের। এটা যদি রথ হয়, তার পথ ও রথের রশি ওদের হাতে। অধ্যক্ষ তার সাময়িক সারথি মাত্র, যার দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত। কিন্তু রথটি সামনে চলবে, পিছনে চলবে, না উলটে যাবে, তা সমবেত ছাত্রশক্তির উপর নির্ভরশীল। ভবিষ্যৎ তাদের, পছন্দ তাদের, সঠিক সিদ্ধান্তও তাদের নিতে হবে, অধ্যক্ষ কিছুটা বিবেকের ভূমিকা পালন করতে পারে।

নির্মলকুমার মণ্ডল, অধ্যক্ষ মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

উৎসবে বাঙালি, বাঙালির উৎসব

বাঙালি উৎসব প্রিয় জাতি। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে। আর শারদীয়া হলে তো কথাই নেই। আশ্বিন মাসেই যেন বাঙালির উৎসবের ঢাকে কাঠি পড়ে যায়। তবে ২০২৪ সালের এই শারদ উৎসব বাঙালির কাছে এবার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই উৎসব বাংলায় এবার ১০ অগাস্ট থেকে শুরু হয়েছে। ন্যায্য বিচারের উৎসব, অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার উৎসব, ঘরের মেয়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী অপরাধীর যোগ্য শাস্তির দাবিতে উৎসব। গলি থেকে রাজপথ, গ্রাম থেকে শহর মশাল জ্বেলে, মোমবাতি হাতে, প্ল্যাকার্ড হাতে, গিটারে, স্লোগানে উই ওয়ান্ট জাস্টিস-এর দাবিতে বাঙালির প্রতিবাদের উৎসব চলছে সর্বত্র।

বাঙালি পথে নেমে উৎসব উদযাপন করতেই ভালোবাসে। পুজো থেকে বিসর্জন পথে নেমেই বাঙালি আনন্দ উদযাপন করে। তবে আজও আপামর বাঙালি পথে। এক

ন্যায্য দাবি নিয়ে। অধিকারের দাবি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মেরুদণ্ড সোজা রেখে প্রশাসনিক চোখরাঙানির বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে তরুণ বাঙালির (জুনিয়ার ডাক্তারদের) দৃপ্ত লড়াই। এ তো সত্যিই এক উৎসব।

ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রদূত বাঙালি আজ সারা বিশ্বকে দেখাচ্ছে মেরুদণ্ডের লড়াই। ন্যায্য বিচার ছিনিয়ে আনার লড়াই। অন্যায়, অনাচার, শোষণের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার লড়াই। তাই বাঙালি চাইছে এই উৎসবে ঢাকিও আনন্দে থাক। ফুচকাওয়ালার কিশোরী কন্যাও নতুন জামা পাক। সঙ্গে বোন তিলোত্তমাও তার সঙ্গে হওয়া নারকীয় অন্যায়ের বিচার পাক। তাই এই উৎসবের একটাই আওয়াজ 'জাস্টিস ফর আরজি কর'।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি।

দাবাতে দাবাং ভারত

৪৫তম দাবা অলিম্পিয়াডে ভারতের জয়জয়কার। পুরুষ এবং মহিলা উভয় বিভাগে সোনা জিতেছে ভারত। গুকেশ, রমেশবাবু, রমেশবাবুর বোন বৈশালী সহ গোটা দল মিলে ভারতকে এই সাফল্য এনে দিয়েছে। তবে দাবাতে ভারতের আধিপত্যর কথা কারও অজানা নয়। বিশ্বনাথন আনন্দ পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। তাঁর সেই জায়গা নিতে তৈরি গুকেশরা। সত্যি এটা গর্বের। অনেক অনেক অভিনন্দন ও ভবিষ্যতের জন্য ভারতীয় দলকে শুভেচ্ছা জানাই।

বিনায়ক রায়, আমগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৪৭

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। কখনো-কখনো কদাচিৎ ৫। দশফোঁটার তাস ৬। উদবিড়াল ৮। বন্দিশালা, জেলখানা ৯। আরব্য উপন্যাসে উল্লিখিত বিশাল পাখি, বাড়ির সামনের চাতাল ১১। যত্নআত্তি, বেশ খাতির, আন্তরিক সেবা ও মনোযোগ ১৩। বাতাস ১৪। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত।

উপর-নীচ : ১। অবশিষ্ট ২। বধির, শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ৩। পণ্ড, নষ্ট, ব্যর্থ ৪। রেশমের মোটা সুতোয় বোনা কাপড় ৬। বার্ধক্য, বার্ধক্যের স্থবির অবস্থা ৭। সম্পত্তির অধিকারী, প্রভু, স্বামী, মানব ৮। আর্ত, ব্যাকুল, দুঃখিত ৯। মূল্যবান, মণিমুক্তা, মাণিক্য ১০। কিছুই না, ফাঁকি ১১। শেষ,পরিণাম, অন্ত, ভবিষ্যৎ ১২। যজ্ঞ করা, দেব পুজো করা ১৩। সাল, বছর, অব্দ।

সমাধান ■ ৩৯৪৬

পাশাপাশি : ১। জয়ধ্বজা ৩। বিভ্রম ৫। জলদগম্ভীর ৬। মাঝারি ৭। আত্মজ ৯। জনসমাগম ১২। দস্তুর ১৩। কাণ্ডজ্ঞান।

উপর-নীচ : ১। জমিজমা ২। জাহিল ৩। বিরাগ ৪। মন্দির ৫। জরি ৭। আম ৮। জয়গান ৯। জরদ ১০। সদর ১১। গঞ্জিকা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

অনুদান খরচ হবে নারী নিরাপত্তায়

অভিনব উদ্যোগ হায়দরপাড়ায়

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : সরকারি অনুদান পুজোর আয়োজনে নয়, বরং খরচ হবে নারী নিরাপত্তায়। উদ্যোক্তা শিলিগুড়ির হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব। সম্প্রতি আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের পর মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সুরক্ষার দাবিতে হয় মিছিল, বিক্ষোভ। সেই আবহে পুজো কমিটির এমন উদ্যোগের প্রশংসায় বিভিন্ন মহল। কীভাবে ব্যয় হবে অনুদান? হায়দরপাড়া মোড় সংলগ্ন এলাকায় ৮টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

এবছর হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের ৫৫তম বর্ষ। পুজোর থিম 'বন্দি শৈশব'। শিল্পীর মুনশিয়ানায় ফুটে উঠবে বর্তমান সমাজে শিশুদের মুঠোফোনের প্রতি আসক্তি, খেলাধুলোর প্রতি অনীহা এবং ছোট্ট পরিসরে বদ্ধ হয়ে যাওয়া। কাজ চলছে জোরকদমে। থিমে তো চমক রয়েছেই, তবে সমাজের জন্য কী করা যায়, সেই ভাবনা দীর্ঘদিনের।

আরজি করের ঘটনার পর থেকে সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন সংগঠন থেকে রাজনৈতিক দল নানাভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে। শিলিগুড়ির এই পুজো কমিটি অবশ্য নারী নিরাপত্তার স্বার্থে কাজ করার মধ্য দিয়ে একই ইস্যুতে নিজেদের অবস্থান বোঝাতে চাইছে। অনুদানের টাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হলেও সারাবছর সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে ক্লাবের তরফে, জানালেন সাধারণ সম্পাদক নিমাই পাল।

তাঁর কথায়, 'মায়েরা-মেয়েরা যাতে সুরক্ষিত থাকে, আমরা তাই চাই। তাঁদের নিরাপত্তার কথা ভেবে এই উদ্যোগ। আরজি করের ঘটনায় এটা আমাদের প্রতিবাদের ভাষা।' শহরবাসীকে 'বন্দি শৈশব' দেখতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন উৎপল পাল সহ ক্লাবের অন্য সদস্যরা।

হায়দরপাড়া বাজারের ওপর দিয়ে রোজ বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের পড়ুয়া, মহিলারা যাতায়াত করেন। অথচ গুরুত্বপূর্ণ এই বাজার বা সংলগ্ন রাস্তাগুলিতে সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। ক্লাবের সামনে দু'দিকে তিনটি করে মোট ছয়টি লাগানো হবে সরকারি অনুদানের টাকায়। এর মাধ্যমে একদিকে স্বামীজি মোড়ের দিকে যাওয়ার রাস্তায় নজর রাখা যাবে। অপরদিকে, ইসকনের দিকে যাওয়ার পথেও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া, ক্লাবের পাশের রাস্তায় বসানো হবে ক্যামেরা। যা দিয়ে নজর রাখা সম্ভব হবে শিবরামপল্লির দিকে।

অপরাধমূলক কাজেও লাগাম পরাতে এই উদ্যোগ কার্যকরী হবে বলে মনে করেন শহরবাসী অনিরুদ্ধ বিশ্বাস। হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের পদক্ষেপের প্রশংসা করলেন এদিন বাজার করতে আসা প্রিয়া সাহা, সুতপা কর। সুতপার কথায়, 'সিসিটিভি ফুটেজের সাহায্য নিয়ে তদন্তে সুবিধা হয় পুলিশের।'

নজরে এলাকা

- সরকারি অনুদানে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর পর রক্ষণাবেক্ষণ করবে ক্লাব
- হায়দরপাড়া বাজারের ওপর দিয়ে পড়ুয়া, মহিলারা যাতায়াত করেন রোজ
- গুরুত্বপূর্ণ এই বাজার বা সংলগ্ন রাস্তাগুলিতে সিসিটিভি ক্যামেরা নেই
- ক্লাবের সামনে দু'দিকে তিনটি করে মোট ছয়টি লাগানো হবে
- পাশের রাস্তাতেও থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরা

৫৫ ইউনিট রক্তদান

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি আদালত চত্বরে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। যেখানে আইনজীবীদের পাশাপাশি বিচারক এবং ল' ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা রক্তদান করেন। এই শিবিরে মোট ৫৫ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত রক্ত একটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পীযূষ ঘোষ, সম্পাদক অলোক ধাড়া প্রমুখ।

যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল

টানা কয়েকদিনের গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা উত্তরবঙ্গের। অবশেষে স্বস্তির ধারা। শিলিগুড়ির হাসমি চকে ও নৌকাঘাটে মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। ছবি : সূত্রধর ও অরিন্দম চন্দ

প্রতিবেশীদের চর্চায় খুনি মা

এটা এক ধরনের অসুখ। সবসময় মনে হয়, তাকে যেন কেউ নির্দেশ দিচ্ছে খারাপ কিছু করার। এর নাম পোস্টপার্টাম সাইকোসিস। অলীক অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মায় মায়ের। বাড়ির লোককে বলে দিই, শিশুকে খুব বেশি সময় মায়ের কাছে রাখবেন না।

-ডাঃ উত্তম মজুমদার, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

প্রেতাত্মা বলে কোনও কিছু হয় না। এগুলি মানুষের ভুল ধারণা। আমরা এলাকায় গিয়ে একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচি করব। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদেরও ডেকে নেব।

-শংকর কর, রাজ্য কমিটির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : ক্যালেন্ডার বলছে, সালটা ২০২৪। চাঁদে, মঙ্গলে পাড়ি দিচ্ছে মানুষ। বিজ্ঞানের চাকা যখন তরতরিয়ে এগিয়ে চলছে তখনই সামনে এল 'প্রেতাত্মার নির্দেশে' নিজের শিশুকন্যাকে কুয়োয় ফেলে 'খুনের' ঘটনা! কি শিউরে উঠলেন তো? মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে খোদ শিলিগুড়ি শহরে। ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তনগরের অটোস্ট্যান্ড এলাকায়। পরিবারের লোকেদের বক্তব্য শুনে তো সকলেরই চোখ ছানাবড়া। তাঁদের দাবি, ওই মহিলার ওপর নাকি প্রেতাত্মা ভর করেছে। প্রেতাত্মাই নাকি তাকে দিয়ে ওই কাজ করিয়েছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের রাজ্য কমিটির সদস্য শংকর কর বলছেন, 'প্রেতাত্মা বলে কোনও কিছু হয় না। এগুলি মানুষের ভুল ধারণা।' অন্যদিকে, অভিযুক্ত মা-কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাসখানেক আসে অটোস্ট্যান্ড এলাকার ওই মহিলা এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়। তারপর থেকে সে মানসিক দিক থেকে বিধ্বস্ত ছিল বলে পরিবার সূত্রের খবর। এদিন ওই মহিলা শিশুকন্যাকে আচমকাই কুয়োয় ফেলে দেয় বলে অভিযোগ। সকাল দশটা নাগাদ এ খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। প্রচুর লোক ভিড়ও জমান বাড়ির সামনে। অনেকে যেমন প্রেতাত্মার বিষয়টি হেসে উড়িয়ে দেন, অনেককে আবার বলতে শোনা যায়, 'হতেও পারে।' তাঁদের বক্তব্যেই স্পষ্ট, আজও কিছু মানুষের মনে গেঁথে রয়েছে কুসংস্কার।

হাজারো সচেতনতামূলক কর্মসূচির পরও কেন এখনও কুসংস্কারকে দূর করা যাচ্ছে না? এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের রাজ্য কমিটির সদস্য শংকর করের বক্তব্য, 'শীঘ্রই আমরা ওই এলাকায় গিয়ে একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচি করব। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদেরও ডেকে নেব।'

রতন সাহা নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে ভাড়া থাকত ওই মহিলা। রতন জানিয়েছেন, মহিলা মানসিক দিক থেকে বিধ্বস্ত ছিল। তাহলে কি সিজার হওয়ার পর শারীরিক অসুস্থতার কারণে এত বড় কাণ্ড ঘটাল 'মা'?

এবিষয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ উত্তম মজুমদার বলছেন, 'এটা এক ধরনের অসুখ। সবসময় মনে হয়, তাকে যেন কেউ নির্দেশ দিচ্ছে খারাপ কিছু করার। এর নাম পোস্টপার্টাম সাইকোসিস। এক্ষেত্রে অলীক অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মায় মায়ের।'

ডাঃ মজুমদারের বক্তব্য, 'সিজার, নর্মাল ডেলিভারি কিংবা অ্যাবরশনের ক্ষেত্রে এই সমস্যা হয়। আমরা সেই সময় বাড়ির লোককে বলে দিই, শিশুকে খুব বেশি সময় মায়ের কাছে রাখবেন না। এমনকি মাতৃদুগ্ধ পান করানোর সময়ও কেউ যেন বাচ্চাকে ধরে থাকেন।' তাঁর সংযোজন, 'অনেক সময় শিশুর প্রতি মায়ের অবহেলা জন্মায়। সেক্ষেত্রে বাচ্চাকে সে মেরেও ফেলতে পারে। এই ঘটনা সাধারণত প্রসবের এক মাসের মধ্যেই হয়ে থাকে। তবে সবক্ষেত্রে এক নয়।'

শিশু খুনে 'প্রেতাত্মা' তত্ত্ব

প্রতীকী ছবি। -এআই

নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন

অভিযুক্ত ক্যারাটে প্রশিক্ষক

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : প্রশিক্ষণের অজুহাতে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল এক ক্যারাটে প্রশিক্ষকের বিরুদ্ধে। শিলিগুড়ির চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা। অভিযোগ, ওই প্রশিক্ষক তিন বছর ধরে নাবালিকাকে নির্যাতন করেছে। নির্যাতিতা একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী।

রবিবার সে নিজেই প্রধাননগর থানায় চার পাতার লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছে। তার ভিত্তিতে পকসো আইনে মামলা করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, আখড়া বন্ধ করে পালিয়েছে অভিযুক্ত রামচন্দ্র ছেত্রী।

নির্যাতিতা জানিয়েছে, ছোটবেলা থেকে ক্যারাটের প্রতি আগ্রহ তার। বাবা ছোট্ট একটি সবজির দোকান চালান। ফলে পরিবারে অভাব নিত্যসঙ্গী। তা সত্ত্বেও মেয়ের পছন্দকে প্রাধান্য দিয়ে বছর তিনেক আগে মিলন মোড় এলাকায় রামচন্দ্রের প্রশিক্ষণকেন্দ্রে মেয়েকে ভর্তি করান বাবা।

নির্যাতিতার অভিযোগ, প্রথম দিকে সব ঠিক থাকলেও প্রশিক্ষণ শুরুর বছরখানেক পর থেকে রামচন্দ্রের আচরণে পরিবর্তন আসে। তখন থেকে নানা অছিলায় খারাপভাবে তার শরীরে স্পর্শ করতে থাকে প্রশিক্ষক। দিন যত এগোচ্ছিল তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল অত্যাচারের মাত্রা। বিভিন্ন সময় তাকে একা প্রশিক্ষণকেন্দ্রে ডেকে যৌন নিগ্রহ করেছে রামচন্দ্র।

নির্যাতিতার কথায়, 'প্রথমে ভয়ে, লজ্জায় কাউকে কিছু বলতে পারিনি। একবার পড়াশোনার চাপের অজুহাত দেখিয়ে প্রশিক্ষণ ছেড়ে দেওয়ার কথা বললে বাবা মন খারাপ করেন। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফের প্রশিক্ষণকেন্দ্রে যাই।' ২০২৩ সালে একটি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য নির্যাতিতাকে জাপানে নিয়ে যায় রামচন্দ্র। অভিযোগ, সেখানেও তাকে একাধিকবার যৌন নির্যাতন করা হয়। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কিছুদিন আগে মা-কে সমস্ত ঘটনা বলে নাবালিকা। তারপরই লিখিত অভিযোগ করা হয়। নির্যাতিতা বলছে, 'অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি চাই।' তার বাবারও বক্তব্য, 'পুলিশ অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিক।'

চম্পাসারির একটি ক্লাবের সভাপতির পদে ছিল অভিযুক্ত। মঙ্গলবার ঘটনার কথা জানাজানি হতেই তাকে পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন ক্লাবের সদস্যরা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, কয়েকদিন আগে আরজি করের ঘটনায় অভিযুক্তদের শাস্তি চেয়ে মিলন মোড় এলাকায় মিছিল বের করেছিল রামচন্দ্র। সেই ব্যক্তির যৌন নির্যাতনে জড়িত থাকার কথা ছড়াতেই ক্ষোভ বেড়েছে এলাকায়। চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জনক সাহার কথায়, 'শিক্ষক বাবার মতো। সন্তানসম ছাত্রীর সঙ্গে যদি ওই ধরনের কুকর্ম করে তাহলে তা ক্ষমার অযোগ্য। এখন আমরা জানতে পারছি আরও কয়েকটি মেয়ের সঙ্গেও রামচন্দ্র একই কাজ করেছে। বাধ্য হয়ে তারা মাঝপথে প্রশিক্ষণ ছেড়ে দিয়েছিল।'

তাঁর সংযোজন, 'প্রশিক্ষণকেন্দ্রের বৈধতা খতিয়ে দেখা হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে কোনও অনুমতি দেওয়া হলে তা বাতিল করা হবে।' অন্যদিকে, অভিযুক্তের সঙ্গে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট এবং একাধিক বিজেপি নেতার ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। তা নিয়ে হইচই পড়েছে রাজনৈতিক মহলে।

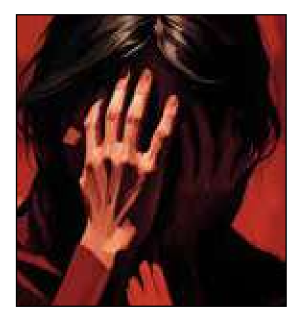

বিতর্কে মেয়রের ওয়ার্ডের পুজো কমিটি

আলোকসজ্জার জন্য রাস্তা খুঁড়ে কাঠামো

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোর আলোকসজ্জার জন্য ম্যাস্টিক রোড খুঁড়ে বাঁশ পোঁতার অভিযোগ উঠল। ঘটনাস্থল শিলিগুড়ির বাবুপাড়ার লেকটাউন মেইন রোড। রাস্তার মাঝে কাঠামো তৈরি করায় রাস্তা চওড়ায় কমে গিয়েছে। যার জেরে দিনের বিভিন্ন সময় যানজটে নাকাল হতে হচ্ছে পথচলতি মানুষকে। স্থানীয় একটি ক্লাবের পুজো এবার ৫০ বছরে পা দিয়েছে। রাস্তা খুঁড়ে আলোকসজ্জার জন্য বাঁশের কাঠামো বানানো হচ্ছে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড অফিসের ঠিক উলটো দিকে। শিলিগুড়ির মেয়র তথা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গৌতম দেবের এ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া, 'ওই এলাকায় কয়েকদিন যাওয়া হয়নি। গিয়ে বিষয়টি দেখছি।'

লেকটাউন মেইন রোড সবসময় ব্যস্ত থাকে। বিশেষ করে স্কুলবাসগুলি যখন পরপর ওই রুট দিয়ে চলাচল করে, তখন যানজট বাড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, 'রাস্তা খুঁড়লে সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে সমস্যা আরও বাড়ে। এভাবে কাজ না করাই ভালো। তাছাড়া, রাস্তার ওপর বাঁশের কাঠামো তৈরি করলে দুটো বড় গাড়ি পাশাপাশি যেতে অসুবিধে হবে। পুজোর দিনগুলিতে ভিড় বাড়বে। সেসময় যানজট সামাল দেওয়া মুশকিল হতে পারে।'

এর আগেও শিলিগুড়িতে রাস্তা খুঁড়ে পুজোর প্যান্ডেল তৈরির অভিযোগ উঠেছিল। যেখানে রাস্তা খোঁড়া হয়েছে, তার পাশ দিয়েই ভাঙতে শুরু করেছিল সড়ক। মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট করেও লাভ হয়নি। তবে লেকটাউনে যেখানে রাস্তা খুঁড়ে বাঁশ পোঁতা হয়েছে, সেটা পুজোর পর কংক্রিট দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন পুজো উদ্যোক্তারা। কমিটির সম্পাদক সৌমিত্র ঘোষের কথায়, 'মেয়র গৌতম দেব আমাদের পুজোর সভাপতি। এবার যেহেতু ৫০ বছর, তাই বড় করে আয়োজন হচ্ছে। নিশ্চিতভাবে কিছু ভুলত্রুটি হচ্ছে হয়তো। রাস্তার যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, সেজন্য পুজোর পর ঢালাই করে দেওয়া হবে। এজন্য সাধারণ মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন।'

৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের লেকটাউনে ম্যাস্টিক রোড খুঁড়ে বাঁশের কাঠামো।

চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : দুটি পৃথক ঘটনায় চোরাই সামগ্রী উদ্ধার হল। গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুজনকে। প্রথম ঘটনায় ১৯ সেপ্টেম্বর প্রধাননগর থানার নিবেদিতা রোড এলাকায় একটি বাড়ি থেকে চুরি যায় সোনার চেন। সোমবার গভীর রাতে শিলিগুড়ি জংশন এলাকা থেকে আনমোল তামাং নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। চেনটি উদ্ধার হয়। আনমোল মিরিকের বাসিন্দা।

দ্বিতীয় ঘটনায় সপ্তাহখানেক আগে শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ার একটি বাড়ি থেকে এসির তামার তার চুরি যায়। তদন্ত শুরু করে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। সোমবার গভীর রাতে টিকিয়াপাড়া থেকে বিজ্ঞান তামাং নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে ঝংকার মোড় এলাকার বাসিন্দা। মঙ্গলবার আনমোল এবং বিজ্ঞানকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। দুজনকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

গাইড ম্যাপ

ইসলামপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার গভর্নমেন্ট পলিটেকনিকে ইসলামপুর পুলিশ জেলার উদ্যোগে শহরের পুজো গাইড ম্যাপের উদ্বোধন করা হয়। পাশাপাশি ইসলামপুর থানার অন্তর্গত পুজো কমিটিগুলির হাতে সরকারি অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়। ছিলেন বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরী, পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল সহ অন্যরা।

সন্ধ্যা হলেই নেশার আসর আবাসনে

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু জায়গা হয়ে উঠছে অপরাধের আঁতুড়। বসছে সমাজবিরোধীদের আড্ডা। স্থানীয়দের বাড়ির সামনে চিৎকার চ্যাঁচামেচি করছে একদল দুষ্কৃতী। যত্রতত্র পড়ে থাকছে মদের বোতল, নেশার সামগ্রী। অভিযোগ, প্রতিবাদ করতে গেলেই আসছে পালটা হুমকি। ঘটনাটি শিলিগুড়ির বাবুপাড়ার।

অনেকেই স্থানীয় কাউন্সিলারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলার প্রশান্ত চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'এরকম কিছু শুনলে তো আর আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারি না। আমি পুলিশকে জানিয়ে দিই। বাসিন্দাদের কাছে পুলিশের ফোন নম্বর রয়েছে, তাঁরা নিজেরাও বলেন।'

বাবুপাড়ায় দুই জায়গায় কাস্টমসের আবাসন। একটি ওয়াইএমএ ক্লাব মাঠের পাশে, অপরটি জ্যোৎস্নাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের রাস্তায়। এখন সেগুলোতে কেউ থাকেন না। পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে। অভিযোগ, সন্ধ্যা নামলে আবাসনে দুষ্কৃতীদের আনাগোনা বাড়ে। স্থানীয়রা গোটা পরিস্থিতি নিয়ে তিতিবিরক্ত। ওয়াইএমএ ক্লাব সম্পাদক সোমনাথ দে'র কথায়, 'মাসছয়েক আগেও অত্যাচার বেড়েছিল। পুলিশকে জানানো হয়। তারপর উৎপাত কিছুটা কমে।'

ইদানীং রাস্তার ওপরেও বসছে আসর। নেশা চড়লে নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু হয়। পথচলতিদের প্রতি ওরা কটূক্তি ছুড়ে দেয়, অভিযোগ এলাকারই এক মহিলার। ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক জয় মালাকারের দাবি, 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা যানবাহন থেকে জ্বালানি তেল চুরি করছে অপরাধীরা।' স্থানীয় বাসিন্দা অভিজিৎ চন্দ বলছিলেন, 'মাঝেমধ্যে পুলিশ টহল দিলেও সেটা পর্যাপ্ত নয়। রাস্তা দিয়ে পুলিশের গাড়ি ঘুরে চলে যায়। আবাসনে না ঢুকলে দুষ্কৃতীদের ধরা যাবে না।'

ওয়ার্ড কাউন্সিলারের প্রতি স্থানীয় সিপিএম নেতা তুফান ভট্টাচার্যের কটাক্ষ, 'ওয়ার্ডে এধরনের কার্যকলাপ বাড়লেও হেলদোল নেই কাউন্সিলারের। তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত। বাসিন্দাদের যদি নিজের সমস্যা নিজেকে মেটাতে হয়, তবে কাউন্সিলার কী করবেন?' তুফানের অভিযোগকে পাত্তা দিতে নারাজ প্রশান্ত। তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'সিপিএমের লোকরাও তো এলাকার বাসিন্দা। ওরা কিছু দায়িত্ব পালন করুক।' শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এলাকায় নিয়মিত টহলদারি চালানো হয়। অভিযোগ এলে বাড়তি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

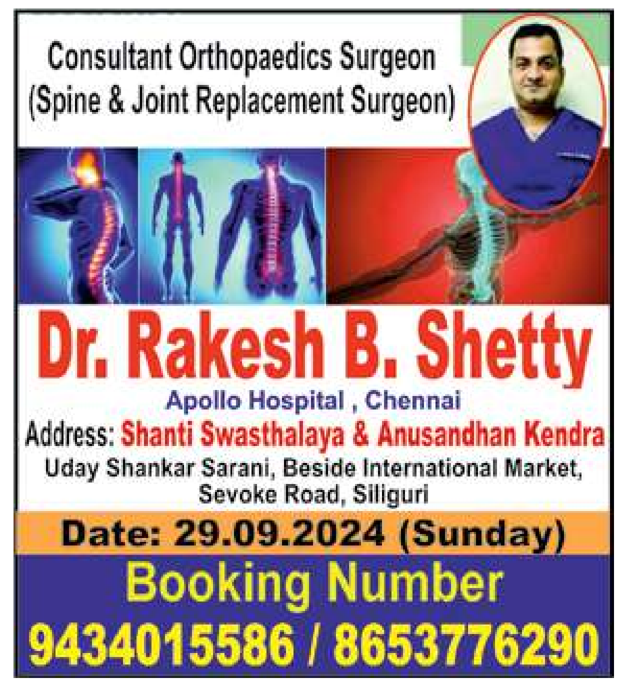

শহরে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ

মহিলা কমিশন-প্রশাসনের সামনেই সরব

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : শহর শিলিগুড়িতে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে আট থেকে আশি সকলেই। অথচ কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা বিষয়গুলির গুরুত্বই দিচ্ছেন না। ভরা সরকারি সভায় ধর্ষণ নিয়ে এমনই অভিযোগ তুললেন এক আশাকর্মী, যা দাঁড়িয়ে শুনতে হল রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়কে।

শহর শিলিগুড়ির বুকে এমন অভিযোগ ওঠায় স্বাভাবিকভাবে হইচই পড়েছে। সভায় পুলিশ ও প্রশাসনের বড় কর্তারা থাকলেও তাঁরা কেউ আশাকর্মীর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাননি।

কর্মক্ষেত্রে ধর্ষণ এবং যৌন হেনস্তা রুখতে আইন সম্পর্কে পড়ুয়াদের সচেতন করতে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের তরফে এদিন শিলিগুড়ির নেতাজি হাইস্কুলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। নাবালিকাদের বিয়ে রুখতে প্রশাসন বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে লাগাতার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। তারপরও গ্রামাঞ্চলের পর শিলিগুড়ির মতো শহরে নাবালিকা বিয়ে হচ্ছে। শিলিগুড়ির ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সন্তোষীনগরে এরকমই কয়েকটি ঘটনার কথা লীনাকে জানালেন আশাকর্মী সাবিনা খাতুন। তিনি বলেন, 'এলাকার ১৩-১৭ বছর বয়সিদের বাবা-মায়েরা জোর করে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। অভিভাবকদের সচেতন করার পরেও তারা কথা শুনছে না। প্রতিবেশীদের মধ্যেও সচেতনতার অভাব রয়েছে।' আশাকর্মীর এই অভিযোগ মহিলা কমিশনের সদস্যরা নথিবদ্ধ করেন। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখার আশ্বাস মিলেছে।

যে ওয়ার্ডে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানকার কাউন্সিলার অভয়া বসু বলছেন, 'ওই আশাকর্মী ধর্ষণ নিয়ে একটি বক্তব্য রেখেছেন। তবে এরকম কোনও ঘটনা ঘটলে পুলিশ প্রশাসন অবশ্যই তা খতিয়ে দেখত।'

সম্প্রতি অসমের এক মহিলা পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়ে জলপাইগুড়ি পৌঁছান। সেই মহিলাকে উদ্ধার করার পর প্রথমে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে মহিলাদের সুরক্ষার জন্য তৈরি ওয়ানস্টপ সেন্টারে নিয়ে যান পুলিশকর্মীরা। কিন্তু সেখান থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, মানসিক রোগীদের রাখার জন্য তাদের কাছে কোনও ব্যবস্থা নেই। এরপর পুলিশ মহিলাকে এসডিও আদালতে পাঠায়।

এদিকে, নারী সুরক্ষার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েও আরজি কর নিয়ে কথা বললেন না রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। জলপাইগুড়ির কর্মশালা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। সেখানে তাঁকে আরজি করের ঘটনায় মহিলা কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বললেন, 'আমরা আরজি করের ঘটনা নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করে রাজ্য সরকারকে দিয়েছি। যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের শাস্তির দাবি জানিয়েছি। বিষয়টি বিচারাধীন, সেজন্য এর থেকে বেশি কিছু বলব না।'

তিনি এদিন জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারেও গিয়েছিলেন। বন্দিরা যাতে পরে সমাজের মূলস্রোতে ফিরতে পারেন, সেজন্য সংশোধনাগারেই কাজ শেখানোর নির্দেশ দিয়েছেন চেয়ারপার্সন।

শিলিগুড়ির অনুষ্ঠানে কলেজ পড়ুয়াদের লীনা বলেন, 'পড়াশোনার পাশাপাশি আত্মরক্ষারও পাঠ নিতে হবে। খেলাধুলো করে নিজেদের বলিষ্ঠ হতে হবে। সামাজিক মাধ্যমে কারওর সঙ্গে বন্ধুত্ব হল। আর তার সঙ্গে বাড়ি ছাড়ার পর চরম পরিণতির শিকার হতে হয়েছে অনেককে। এই ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।' লীনা জানান, কেউ মোবাইলে আপত্তিকর ভিডিও পাঠালেও অভিযোগ জানাতে বলেছেন তিনি।

শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুলের কর্মশালায় রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। মঙ্গলবার। ছবি : তপন দাস

> পড়াশোনার পাশাপাশি আত্মরক্ষারও পাঠ নিতে হবে। খেলাধুলো করে নিজেদের বলিষ্ঠ হতে হবে। সামাজিক মাধ্যমে কারওর সঙ্গে বন্ধুত্ব হল। আর তার সঙ্গে বাড়ি ছাড়ার পর চরম পরিণতির শিকার হতে হয়েছে অনেককে। এই ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।
>
> **লীনা গঙ্গোপাধ্যায়** *চেয়ারপার্সন, রাজ্য মহিলা কমিশন*

দুই চা বাগানে বজ্রপাতে জখম ৯

শুভজিৎ দত্ত ও শুভ দত্ত

নাগরাকাটা ও বানারহাট, ২৪ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার বাজ পড়ে ডুয়ার্সের নাগরাকাটা ও বানারহাটের দুটি চা বাগানে ন'জন জখম হলেন। জখমদের মধ্যে পাঁচজন নাগরাকাটার হিলা চা বাগানের শ্রমিক। বাকিরা চামুর্চি চা বাগানের আপার ডিভিশনের স্কুল পড়ুয়া। হিলা চা বাগানে যাঁরা জখম হয়েছেন তাঁরা হলেন বিলাসো মুন্ডা, সীতা বামুনি, ইন্দ্রমায়া বামুনি, মনু নেওয়ার ও নর্বদা ছেত্রী। প্রত্যেকেই মহিলা চা শ্রমিক। চামুর্চিতে যে স্কুল পড়ুয়ারা জখম হয় তারা হল অনুরাগ ওরাওঁ, কুমোদ গোঁসাই, জিসান আনসারি ও রোশন মাহালি। চামুর্চির ঘটনাটি দুপুর ১২টা নাগাদ ঘটে। অন্যদিকে হিলা চা বাগানে বেলা ২টো নাগাদ বজ্রপাত হয়। বজ্রপাতে চামুর্চিতে চারটি গরুমারা যায়। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে দুটি এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়।

আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা ডঃ গোপীনাথ রাহা বলেন, 'দুঃখজনক ঘটনা। প্রচণ্ড গরমের পর বৃষ্টি হলে বাজ পড়বেই। যে কারণে আগে থেকেই সতর্কতা দেওয়া ছিল। আরও দু'দিন উত্তরবঙ্গের সবক'টি জেলায় বজ্রপাতের আশঙ্কা রয়েছে। এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে সবাইকে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে হবে। বজ্রপাতের সময় উন্মুক্ত আকাশের নীচে থাকলে ঝুঁকি থেকেই যায়। চা বাগান, চাষের খেত বা খেলার মাঠ সেই ধরনেরই স্থান।'

কিছু শ্রমিক এদিন হিলা চা বাগানের ২৪ এবং ২৫ নম্বর সেকশনে কাঁচা পাতা তুলছিলেন। সেই সময়ই বাজ পড়ে। পাঁচ মহিলা গুরুতর জখম হন। কয়েকজনের শরীরের একাংশ পুড়ে যায়। আশপাশের অন্য শ্রমিকরা তাঁদের উদ্ধার করে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর প্রত্যেককে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। হিলা চা বাগানটি যে পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সেই চম্পাগুড়ির প্রধান রমেশ তিরকি বলেন, 'আমরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে রয়েছি। প্রশাসনকেও সবকিছু জানানো হয়েছে।' শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রেখে চলা হচ্ছে বলে চা বাগানের ম্যানেজার ব্রিজেশ রাই জানিয়েছেন। চামুর্চি চা বাগানের আপার ডিভিশনের যে খুদেরা এদিন জখম হয় তাদের প্রত্যেকে সেই সময় স্কুলের খেলার মাঠে ছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ ওই পড়ুয়াদের উদ্ধার করে প্রথমে বানারহাট সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাদের বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল ও পরে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

এদিন ডুয়ার্সের একাংশে বৃষ্টিও হয়। একদিকে উষ্ণতা ও অন্যদিকে বৃষ্টিপাতের ফলে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে শক্তিশালী বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হয়। কিউমুলোনিম্বাস নামে মিশমিশে কালো রংয়ের ওই মেঘ থেকেই মুহুর্মুহু বাজ পড়ে। যার জেরে হিলা ও চামুর্চিতে বিপর্যয় নামে। জখমরা খোলা স্থানে থাকায় সহজেই বজ্রপাতের শিকার হয়।

মেঘলা আকাশ... *জলঢাকার রেলসেতু এলাকায় অর্ঘ্য বিশ্বাসের তোলা ছবি।*

মঙ্গলে 'মঙ্গল' উত্তরে, কমল তাপমাত্রা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : মিলে গেল পূর্বাভাস। সোমবার মাঝরাত থেকে হাওয়া বদল। আর এতেই মঙ্গলবার স্বস্তি ফিরল উত্তরে। পাহাড় থেকে সমতল, এদিন এক ধাক্কায় ৪-৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা হ্রাস পেল। শুধু সন্ধেরাত নয়, দিনেও স্বস্তি ফিরেছে কোচবিহার, মালদা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়িতে। বিকেল-সন্ধ্যার বৃষ্টিতে রাতেও কিছুটা পারদ পতন ঘটে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় বৃষ্টির তীব্রতা বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। অর্থাৎ তাপমাত্রা আরও হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা।

টানা কয়েকদিন ধরেই দেখা গিয়েছে মেঘমুক্ত আকাশ। যার ফলে চড়চড় করে বাড়ছিল উত্তরের তাপমাত্রা। চলছিল তাপমাত্রা উত্থানের রেকর্ড ভাঙাগড়ার খেলা। সমতলের ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া তো বটেই, দার্জিলিং পাহাড়ে টানা তিনদিন তাপমাত্রা ছিল ২৮.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এমনটা অতীতে কখনোই হয়নি বলে দাবি পাহাড়ের আদি বাসিন্দাদের।

এমতাবস্থায় পাহাড় থেকে সমতল, উত্তরবঙ্গের প্রতিটি এলাকার মানুষের নজর ছিল আকাশের দিকে। বৃষ্টির অপেক্ষায়। পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরির ফলে সোমবার রাত থেকেই হাওয়া বদলের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিল আবহাওয়া দপ্তর। বার্তা দিয়েছিল, মঙ্গলবার থেকে অনুকূল আবহাওয়ার। সোমবার রাত থেকেই আকাশে মেঘের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। এর মধ্যে এদিন বিক্ষিপ্তভাবে বেশ কয়েকটি জায়গায় বৃষ্টি হওয়ায় তাপমাত্রা বেশ খানিকটা হ্রাস পায়। ২৮.২ ডিগ্রি থেকে দার্জিলিংয়ের তাপমাত্রা কমে দাঁড়ায় ২৩.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে।

সোমবার বাগডোগরা পৌঁছে গিয়েছিল ৪০ ডিগ্রিতে। এদিন পৌঁছায় ২৫-এ। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাপমাত্রা কমেছে শিলিগুড়ি (৩৪.৮), জলপাইগুড়ি (৩৪.৬), কোচবিহার (৩৪.৭), মালদা (৩৪.১), গ্যাংটক (২৪.৫)-এও। তাপমাত্রা কমেছে আলিপুরদুয়ার, রায়গঞ্জ, বালুরঘাটেও। ফলে গত কয়েকদিন 'ফিল লাইক' ৫০ ডিগ্রির কাছাকাছি থাকলেও এদিন অনেকটাই 'কুল'। আগামীদিনে তাপমাত্রা আরও কিছুটা কমতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহবিদরা।

আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'বুধ এবং বৃহস্পতিবার কয়েকটি এলাকায় বৃষ্টির ব্যাপ্তি এবং তীব্রতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারে। এই জেলাগুলিতে তাপমাত্রা আরও কিছুটা হ্রাস পাবে।'

তীব্রতা বাড়বে

- আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাসই সত্যি হল, এল বৃষ্টি
- উত্তরবঙ্গে মঙ্গলবার এক ধাক্কায় ৪-৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা হ্রাস পেয়েছে
- আগামী ৪৮ ঘণ্টায় বৃষ্টির তীব্রতা বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর
- তাই আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রা আরও হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা

জেলার খেলা

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ফালাকাটা কলেজের ছাত্ররা।

চ্যাম্পিয়ন ফালাকাটা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের আন্তঃকলেজ খো খো-তে চ্যাম্পিয়ন হল ফালাকাটা কলেজ। মঙ্গলবার ফাইনালে তারা ১ ইনিংস ও ৯ পয়েন্টে ময়নাগুড়ি কলেজকে হারিয়েছে। সেমিফাইনালের বাকি দুই দল ছিল ধূপগুড়ির সুকান্ত মহাবিদ্যালয় ও রাজগঞ্জ কলেজ। ফাইনালের সেরা ফালাকাটার বিজয় মোহন্ত।

কোয়ার্টারে অভিজিৎ-রতন

বাগডোগরা, ২৪ সেপ্টেম্বর : জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের রবীন্দ্রনাথ দে ও মেহিতলাল হালদার ট্রফি অকশন ব্রিজে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন অভিজিৎ হালদার-রতন সাহা, বিপ্লব মজুমদার-অভিজিৎ দত্ত, সঞ্জয় দাস-মানিক সরকার ও প্রণব দাস-অধীর শাসমল। অভিজিৎ-রতন ৭১৪ পয়েন্টে বাদল রায়-এম সূত্রধরকে হারিয়েছেন। বিপ্লব-অভিজিৎ ২৫০ পয়েন্টে বিরাজ দে-স্বপন মজুমদারের বিরুদ্ধে জয় পান। সঞ্জয়-মানিক ২৩৮ পয়েন্টে সমীর হালদার-প্রবীর জোয়ারদারকে হারিয়েছেন। প্রণব-অধীর ৬১২ পয়েন্টে রঞ্জন সরকার-মৃগাঙ্ক রায়ের বিরুদ্ধে জয় পান।

রেফারিদের পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থার পরীক্ষা ৬ অক্টোবর হবে। সংস্থার সচিব রানা দে সরকার জানিয়েছেন, ফুটবল, ভলিবল ও ক্রিকেটের ম্যাচ পরিচালকদের পরীক্ষা জিটিএস ক্লাবের পাশে চিনু ভবনে সকাল ১১টায় শুরু হবে। লিখিত ও মৌখিক দুটো পরীক্ষাই নেওয়া হবে সেদিন।

স্ট্রংম্যান কবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট জিম ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের বেঞ্চ প্রেস প্রতিযোগিতায় স্ট্রংম্যান হয়েছেন মহম্মদ নাজমুল কবির। ডেড লিফটে স্ট্রংউওম্যান সংঘমিত্রা রায়। আর্য সমিতিতে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বেঞ্চে প্রেসে বিভিন্ন ওজন বিভাগে প্রথম হয়েছেন- প্রামু তামাং (৫৯ কেজি), কবির (৬৬ কেজি), রাজা সরকার (৭৪ কেজি), বিকাশ রায় (৮৩ কেজি) ও অনিরুদ্ধ মল্লিক (৮৩ কেজির উর্ধ্বে)। ডেড লিফটে প্রথম স্থানাধিকারীরা- সংঘমিত্রা (৬৬ কেজি) ও দীপা পাল (৬৬ কেজির উর্ধ্বে)।

দুর্ভোগে যাত্রীরা

প্রথম পাতার পর

দেশবন্ধুপাড়ার প্রীতম সরকার। স্টেশনে পৌঁছে তিনি জানতে পারেন, ট্রেনটি ঘুরপথে চলাচল করায় নির্দিষ্ট সময়ের থেকে ট্রেনটি দেরিতে পৌঁছাবে। তিনি বলেন, 'কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচল করা যায় বলেই ট্রেনে উঠি। কিন্তু যা চলছে, তাতে সত্যিই এখন ট্রেনে চড়তে ভয় হয়।' এদিকে, এদিনের ঘটনায় এনজেপি-বঙ্গাইগাঁও এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়। আংশিকভাবে বাতিল করা হয় বঙ্গাইগাঁও-এনজেপি এক্সপ্রেস।

মঙ্গলবার ভোরে নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন দিয়ে তখন সদ্য কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ছেড়ে জলপাইগুড়ির দিকে গিয়েছে। স্টেশনে কামরূপ এক্সপ্রেস ধরার জন্য জনাকয়েক যাত্রী অপেক্ষায় ছিলেন। হঠাৎই একটি বিকট জোরালো শব্দ শুনতে পান স্টেশনে থাকা যাত্রীরা। এক যাত্রী পবন পান্ডে বলেন, 'মুহূর্তের মধ্যেই বুঝতে পারি ট্রেন দুর্ঘটনা হয়েছে। প্রথমে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলেও, পরে সামনে গিয়ে দেখতে পাই একাধিক কামরা লাইনচ্যুত হয়েছে।'

ঘটনাস্থলে পৌঁছোন রেলের পদস্থ কর্তারা। দুর্ঘটনা কীভাবে ঘটল, তা তাঁরা খতিয়ে দেখছেন। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার সময়ে ওই মালগাড়িতে কোনও পণ্য ছিল না। রেলের প্রাথমিক অনুমান, চাকার অ্যাক্সেল ভেঙে ওই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'দুর্ঘটনার কারণে ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়নি। অন্য ট্রেনগুলি চ্যাংরাবান্ধা-মাথাভাঙ্গা হয়ে চালানো হয়েছে।' দুর্ঘটনার অত্যন্ত ছয় ঘণ্টা বাদে অতিরিক্ত ডিজেল ইঞ্জিন লাগিয়ে চার নম্বর আপ লাইন দিয়ে প্রথম আনন্দবিহার-কামাখ্যা, নর্থ-ইস্ট এক্সপ্রেস চালানো হয়। কিন্তু পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় আর ট্রেন চালানো হয়নি। রেল জানিয়েছে, বুধবারের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ করে লাইন আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে।

তথ্য সূত্র : অভিরূপ দে, বাণীব্রত চক্রবর্তী ও সানি সরকার

সাসপেন্ড পুলিশ আধিকারিক

কিশনগঞ্জ, ২৪ সেপ্টেম্বর : কিশনগঞ্জ জেলা মাদকদ্রব্য পাচারকারীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। আর সেসব পাচারকারীকে পুলিশ আধিকারিকরা নানাভাবে সাহায্য করছেন বলে একাধিকবার অভিযোগ উঠেছে। এমনই একটি অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হওয়ায়, মঙ্গলবার কিশনগঞ্জের পুলিশ সুপার সাগর কুমার গলগলিয়া থানার আইসি রাহুল কুমারকে সাসপেন্ড করেছেন। রাহুল কুমারের বিরুদ্ধে দুটি এনডিপিএস মামলায় তদন্তে গাফিলতি ও সময়মতো আদালতে অভিযুক্ত মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ফলে ওই দুজন মাদক পাচারকারী জামিন পেয়ে যায়।

শিশুকে খুন

প্রথম পাতার পর

ঘনিষ্ঠ পড়শিদের অনেকে বলছেন, সিজার হওয়ায় অষ্টমী শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কখনও তার মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখেননি।

পেশায় গাড়িচালক নয়নমণির কথায়, 'সকালে স্নান করে বিছানায় আমার মেয়েকে নিয়েই শুয়েছিলাম। আমি একটু ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু যখন ঘুম ভেঙে যায় তখন দেখি বাচ্চা আমার কাছে নেই। আমার স্ত্রী তখন বারান্দায় বসে গান শুনছিল। ও নিজেও এসে আমার সঙ্গে খোঁজাখুঁজি করে। পরে দেখি আমার বাচ্চাটাকে কুয়োতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।'

ঘটনার খবর পেয়েই সেখানে আসেন স্থানীয় কাউন্সিলার দুলাল দত্ত। তিনি বলছেন, 'আমি শুনলাম, শিশুটির মা মানসিকভাবে অসুস্থ। ও-ই কুয়োতে শিশুটিকে ফেলে দেয়। পুরো বিষয়টি তদন্ত করছে পুলিশ। শিশুটির মা অসুস্থ থাকায় পুলিশ তাকে আটক করার সময় স্থানীয় কয়েকজন বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি বলি, পুলিশের কাজ পুলিশকে করতে দিতে হবে। শিশুটির মা যদি অসুস্থ থাকেন তবে পুলিশই চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।'

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (জোন-১) রাকেশ সিং বলছেন, 'আমরা শুনেছি মা শিশুটিকে কুয়োতে ফেলে দিয়েছে। এরপর মাকে গ্রেপ্তার করে খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে।'

পদত্যাগ নিয়ে

প্রথম পাতার পর

আধিকারিকদের দিয়ে গোপনে তদন্ত করিয়েছিলেন। কিন্তু তদন্তে ডেপুটি মেয়রের বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এদিকে বিষয়টি জেনে যান রঞ্জন। এদিন পরিষদীয় দলের বৈঠকে তিনি বিষয়টি তোলেন। এরপরই বিবাদ শুরু হয়। ওই মহিলা কাউন্সিলার কার নির্দেশে এমন কাজ করেছেন, তা নিয়েও চর্চা শুরু হয়ে যায়। এরপরেই মেয়রের কাছে ইস্তফা দিতে যান ডেপুটি মেয়র।

সূত্রের খবর, নিজের দলের কাউন্সিলারদেরই যখন তাঁর প্রতি আস্থা নেই, তখন তিনি পদে থাকতে চান না বলে মেয়রকে জানিয়ে দেন। বৈঠকে পুরনিগমের বেশিরভাগ কাউন্সিলারই রঞ্জনের পাশে দাঁড়ান। একজন সিনিয়ার কাউন্সিলারকে এভাবে অপদস্থ করা ঠিক হয়নি বলেই মনে করছেন দলের অন্য কাউন্সিলাররা।

রাজ্য পুলিশেই ভরসা সুপ্রিমের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর : জিটিএ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ খারিজ করে রাজ্য পুলিশের ওপরেই ভরসা রাখল সুপ্রিম কোর্ট। জিটিএ দুর্নীতি মামলায় কেন রাজ্য পুলিশের ওপর ভরসা নয় জানতে চাইল কোর্ট। মঙ্গলবার জিটিএ দুর্নীতি মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তের নির্দেশ খারিজ করে দিল সর্বোচ্চ আদালত। রাজ্য পুলিশের তদন্ত কেন যথার্থ নয়? হাইকোর্টকে বলতে হবে, নির্দেশ সর্বোচ্চ আদালতের। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ 'খুব বিরল ক্ষেত্রেই এই নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। যদি হাইকোর্ট কেন পুলিশের তদন্ত নিরপেক্ষ নয় মনে করছে তার কারণ নথিভুক্ত করে তার পর।'

২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে জিটিএ এলাকায় শিক্ষক নিয়োগ শুরু করা হয়। কিন্তু নিয়োগ দুর্নীতির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ২০১৯ সালের মার্চ মাসে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আগে সিবিআইকে প্রাথমিক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর সিঙ্গেল বেঞ্চ। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার। কিন্তু সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ই বহাল রাখে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। শুধু তাই নয়, আদালতে রিপোর্টও দিতে বলা হয়েছিল কেন্দ্রীয় সংস্থাকে। আর ওই নির্দেশের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্ট গিয়েছিল রাজ্য সরকার।

চেয়ারে বসে

প্রথম পাতার পর

উপভোক্তা প্রতি ১০ হাজার ৫০০ টাকা করে এদিন ফিরিয়েছেন নুরি। কিছু বৃদ্ধা উপভোক্তাকে আবার ২০ হাজার টাকাও ফেরানো হয়েছে।

পুলিশ নুরিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে জনতাও তাঁর বাড়ির কাছে পৌঁছে যায়। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি উঁচিয়ে পুলিশ তাদের তাড়া করে। ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস বলছেন, 'জমায়েত হওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ এলাকায় পৌঁছায়। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা ছাড়া বাকি বিষয় নিয়ে আমার কিছু বলার নেই।'

এদিন নুরিকে একহাত নিয়েছেন তৃণমূলের সুজালি অঞ্চল সভাপতি আব্দুস সাত্তারও। তাঁর কথায়, 'দল থেকে বহিষ্কৃত প্রধান যে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, এদিনের ঘটনা তার বড় প্রমাণ। ফলে নুরির পদ আঁকড়ে থাকার কোনও অধিকার নেই। আশা করি, প্রশাসন যথাযথ পদক্ষেপ করবে।'

ঘুঁটি চার দালাল

প্রথম পাতার পর

মেসেজের উত্তরও দেননি। পুলিশের কোনও আধিকারিক এসব নিয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না। ভোম্বল কিছু বলতে না চাইলেও তোলাবাজির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন টাপ্পা। তাঁর বক্তব্য, 'ভোম্বলই আমাকে কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। ওরা কীভাবে টাকা তুলত সেসব ভালোভাবে জানি না। আমার মোবাইল থেকে উজ্জ্বল, গণেশ সহ অন্যরা কিছুদিন ট্রাকের নম্বর বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়েছিল। গণ্ডগোল বুঝতে পেরে আমি পরের দিকে মোবাইল দিতাম না। অফিসে দালালদের অবাধ যাতায়াত ছিল। অফিসারদের সঙ্গে মিলে ওরা কী করত সেসব ঠিকভাবে বলতে পারব না।' একাধিকবার ফোন করলেও উজ্জ্বল, গণেশ এবং অভিষেক কেউই ফোন তোলেননি।

বেপরোয়া ট্রাকচালকদের শায়েস্তা করতে শিলিগুড়ির ঘোষপুকুরে ভাড়াটে গুন্ডা রাখার অভিযোগও উঠেছে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে। যেসব ট্রাকচালক আলিপুরদুয়ার বা কোচবিহারে টাকা না দিয়ে পালিয়ে আসেন বা যাঁদের পাকড়াও করতে পারেন না সিন্ডিকেটের কারবারিরা তাঁদের নম্বর পাঠিয়ে দেওয়া হয় ঘোষপুকুরের বাহিনীর কাছে। ট্রাক মালিক সংগঠনগুলির অভিযোগ, সেই বাহিনী আগ্নেয়াস্ত্র, লাঠি, রড নিয়ে ট্রাক আটকায়।

নিউ আন্ধ্রা মোটর ট্রাকার্স অ্যাসোসিয়েশন (নামতা)-এর সভাপতি পিজেআরএস মহারাধির কথায়, 'ঘোষপুকুরের উপর দিয়ে যেতে হবে শুনলেই চালকরা ট্রাক নিয়ে যেতেই চায় না। একটি টাটা সুমো গাড়ি নিয়ে কয়েকজন গুন্ডা ঘোষপুকুরে ট্রাক আটকে, ধাওয়া করে নানাভাবে অত্যাচার চালায়। পিস্তল নিয়ে বহুবার চালকদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে।'

সিন্ডিকেটে ইসলামপুরের দুজন এবং মালদার বৈষ্ণবনগরের দুজন দালালের নামও উঠে এসেছে। বৈষ্ণবনগরের ওই দুই দালাল যৌথভাবে বালি-পাথর সরবরাহের ব্যবসা করে। ফরাক্কা এবং বহরমপুরে দুটি হোটেলের অংশীদারিত্বও আছে ওই দালালদের।

সূত্রের খবর, দক্ষিণ ভারতের ট্রাকচালকদের সঙ্গে ভাষাগত সমস্যা হওয়ায় কয়েকমাস আগে অন্ধ্রপ্রদেশের দুই বাসিন্দাকে ভাড়া করে এনেছে তোলাবাজ সিন্ডিকেট। মাসে প্রায় ষাট হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে তাদের। এমভিআইদের সঙ্গেই ঘোরে ওই দুই বাসিন্দা। যেসব চালক হিন্দি বোঝেন না তাঁদের সঙ্গে লেনদেন নিয়ে কথা বলে তারা। (চলবে)

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন রেজিস্ট্রার নূপুর

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের আইন মেনে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রার, ফিন্যান্স অফিসার ও ডিন নিয়োগ করল রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা পৌঁছায় বিশ্ববিদ্যালয়ে। রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিলের প্রধান সচিব নূপুর দাসকে। ফিন্যান্স অফিসার ও ডিনের দায়িত্ব পেয়েছেন যথাক্রমে সুরজিৎ দাস এবং মহেন্দ্রনাথ রায়। এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন চালাচ্ছিলেন বকলমে রাজ্যপাল নিযুক্ত আধিকারিকরা। এদিনের নির্দেশের পর সেই প্রশাসনের কর্তৃত্ব শিক্ষা দপ্তরের হাতে এল বলেই মনে করছেন শিক্ষক, আধিকারিকদের একাংশ।

সুরজিৎ এবং মহেন্দ্র আগে থেকেই ফিন্যান্স অফিসার ও ডিনের দায়িত্ব পালন করছিলেন। সম্প্রতি তাঁদের মেয়াদ শেষ হয়েছে। তবে তাঁদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন রাজ্যপাল নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সিএম রবীন্দ্রন। সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোনও স্বীকৃতি ছিল না। এবার রাজ্যের স্বীকৃতি পেলেন দুই আধিকারিক। এতদিন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের দায়িত্বে ছিলেন পরীক্ষা নিয়ামক দেবাশিস দত্ত।

ফিন্যান্স অফিসার ও ডিনকেও বদল

অন্য দুই আধিকারিককে নতুন করে দায়িত্ব দেওয়া হলেও দেবাশিসকে বাদ দিয়েছে রাজ্য। ওমপ্রকাশ মিশ্র উপাচার্য থাকাকালীন ছয় মাসের জন্য ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব সামলেছিলেন নূপুর। এদিন ফের দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁর বক্তব্য, 'শিক্ষা দপ্তর যে দায়িত্ব দিয়েছে তা যথাযথভাবে পালন করব।'

১৮ সেপ্টেম্বর মেয়াদ শেষ হয়েছিল মহেন্দ্রর। আর ২১ সেপ্টেম্বর সুরজিতের। ৩ অক্টোবর মেয়াদ ফুরোবে দেবাশিসের। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের খবর, ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে চিঠি পাঠানো হয়েছিল উচ্চশিক্ষা দপ্তরে। তবে কোনও আধিকারিকেরই মেয়াদ বৃদ্ধি করেনি রাজ্য। প্রত্যেককে নতুন করে ছয় মাসের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। রাজ্যের আইনের কোন ধারা অনুসারে নিয়োগ হচ্ছে সেকথাও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছেন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের উপসচিব। ৩ অক্টোবর থেকে দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে নূপুরকে। তিন আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন সহ বিভিন্ন জটিলতা আপাতত কাটল।

সাসপেন্ড মালের চেয়ারম্যান

প্রথম পাতার পর

তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ এদিন জলপাইগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, 'স্বপন সাহা বিগত পুর বোর্ডেও চেয়ারম্যান ছিলেন। এই পুর বোর্ডের অভ্যন্তরীণ কিছু বিষয়ে দল ও রাজ্য সরকারের কাছে আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। উচ্চ আদালতেও অনিয়মের মামলা বিচারাধীন। দলের রাজ্য সভাপতির নির্দেশ অনুসারে স্বপন সাহাকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তিনি দলের কোনও কাজকর্মে নিজেকে জড়িত রাখতে পারবেন না।' অন্যদিকে, তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে বলে স্বপনের দাবি। তিনি বলেন, 'দলের দুই কাউন্সিলার ও বিজেপির এক আইনজীবীর ষড়যন্ত্রের শিকার হলাম। ৪০ বছর ধরে রাজনীতি করার পর এমন পরিণতি কখনোই ভাবতে পারিনি। তবে দলের এই সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নিচ্ছি।'

স্বপনের বিরুদ্ধে মাল পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে বাটাইগোল ডাকবাংলোর সামনে জেলা পরিষদের ফাঁকা পড়ে থাকা বেশ কয়েক বিঘা জমি লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। স্বপন নিজের উদ্যোগে জেলা পরিষদের জমিতে বেশ কিছু দোকান বসিয়েছিলেন। মাল পুরসভার তরফে পরে সেই দোকানগুলি থেকে কর নেওয়াও শুরু হয়। সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির সাম্প্রতিক পরিদর্শনের পর স্বপন নিজেই উদ্যোগী হয়ে ওই ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করে দেন। মাল পুরসভার একাধিক অনিয়ম নিয়ে মাল পুরসভার বাসিন্দা পেশায় আইনজীবী সুমন শিকদার গত অগাস্টে মুখ্যমন্ত্রী, পুরমন্ত্রী ও মুখ্যসচিবকে অভিযোগ জানান। কিন্তু তাতে কোনও সুরাহা না হওয়ায় তিনি ১০ সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। সোমবার রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর থেকে ১৩ জনের তদন্তকারী দল তদন্তে মাল পুরসভায় যায়। তারা সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে। তারপর এদিন স্বপনকে দল থেকে সাসপেন্ড করার বিষয়টি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। এ বিষয়ে জেলা শাসক শামা পারভিনের প্রতিক্রিয়া, 'রাজ্য গোটা বিষয়টি দেখছে।'

স্বপনকে সাসপেন্ড করার পর বিরোধীরা গোটা বিষয়ে তৎপর হয়েছে। বিজেপির মাল শহর মণ্ডল কমিটির সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'হাউজিং ফর অল, পুরসভার স্টল বণ্টন সহ নানা ক্ষেত্রে সীমাহীন দুর্নীতি হয়েছে। আমরা বহুদিন ধরেই এই দুর্নীতির কথা বলে আসছিলাম। এখন শাসকদলই তাদের নেতা তথা পুরসভার চেয়ারম্যানকে দল থেকে সাসপেন্ড করল। আমাদের দাবিকেই সিলমোহর দিল। এই দুর্নীতির শিকড় আরও গভীরে রয়েছে। তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে।'

সিপিএমের মাল এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত বলেন, 'আমরা ডেপুটেশনের মাধ্যমে হাউজিং ফর অল প্রকল্পে শহরের বাইরের ঘর নির্মাণ, ঘর নির্মাণ বাবদ অধিক অর্থবরাদ্দ ইত্যাদি বিষয়ে অভিযোগ তুলেছিলাম। সার্বিকভাবেই সমস্ত অভিযোগের তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হোক বলে আমাদের দাবি।' ঠিকমতো তদন্ত হলে আরও অনেক রাঘববোয়াল ধরা পড়বে বলে বিরোধীদের দাবি।

আজ থেকে শুরু টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন

গম্ভীরের সঙ্গে র‌্যাঞ্চোর মিল দেখছেন অশ্বীন

কানপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর : থ্রি ইডিয়টস সিনেমার কথা মনে আছে?

সেই র‌্যাঞ্চো ও তার দুই বন্ধু। সকলের জীবনেই নানা সমস্যা। নিজের সমস্যার মাঝেও সবার সমস্যার একমাত্র সমাধানের নাম ছিল র‌্যাঞ্চো।

টিম ইন্ডিয়াতেও এমনই এক র‌্যাঞ্চোর দেখা মিলেছে। তিনি ভারতীয় দলের নতুন কোচ গৌতম গম্ভীর। যিনি সবসময় ফুরফুরে থাকেন। টিম ইন্ডিয়ার উপর সবসময় থাকা সাফল্যের এভারেস্ট সমান চাপের কথা কাউকে বুঝতেই দেন না।

এহেন গম্ভীর র‌্যাঞ্চোর সঙ্গে আজ দুনিয়ার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। চেন্নাই টেস্টের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ আজ টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রাহুল দ্রাবিড় ও বর্তমান গম্ভীরের তুলনা টেনেছেন। আর সেই তুলনা টানতে গিয়েই গম্ভীরের মধ্যে র‌্যাঞ্চোর ছায়া দেখেছেন তিনি। অশ্বীনের কথায়, 'গৌতম সবসময় খুব ফুরফুরে থাকে। আমি ওকে বলি রিল্যাক্সড র‌্যাঞ্চো। ওর উপর কোনও সময়ই চাপ থাকতে দেখিনি। সকালে দলের হার্ডলের সময়ও যেমন ফুরফুরে থাকে গম্ভীর, দিনের বাকি সময়ও একইরকমভাবে ওকে দেখা যায়। তুমি কি আসবে, প্লিজ এসো, এভাবেই সবসময় কথা বলে ও।' টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান কোচ গম্ভীরের সঙ্গে প্রাক্তন দ্রাবিড়ের তুলনা টানতে গিয়ে অশ্বীন আরও বলেছেন, 'রাহুলভাই ছিল একটু অন্যরকম। সম্পূর্ণভাবে নিখুঁত। জলের বোতলটাও যেন ঠিক জায়গায় থাকে, সেদিকেও কড়া নজর থাকত রাহুলভাইয়ের। নিয়ম, শৃঙ্খলার দিক থেকেও রাহুলভাই খুব সতর্ক থাকত সবসময়। তুলনায় গম্ভীর একেবারেই তেমন নয়। বরং অনেক বেশি বন্ধুত্বের আবহে মেলামেশা করে আমাদের সঙ্গে।'

ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার অফস্পিনার। বলেছেন, 'রোহিত দুর্দান্ত অধিনায়ক। খুব ঠান্ডা মাথায় দল পরিচালনা করে ও। একজন অধিনায়কের যা স্কিল ও গুণ থাকা দরকার, সবই রোহিতের রয়েছে।' এদিকে, আজ সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা পৌঁছে গিয়েছেন কানপুরে। আগামীকাল দুপুরে গ্রিন পার্কের মাঠে অনুশীলন রয়েছে ভারতীয় দলের। সেই অনুশীলনের বড় আকর্ষণ হতে চলেছে গ্রিন পার্ক টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার কম্বিনেশন। জানা গিয়েছে, কালো মাটির পিচ হচ্ছে গ্রিন পার্কে। যেখানে চেন্নাইয়ের মতো ক্যারি ও বাউন্স থাকবে না একেবারেই। ফলে টিম ইন্ডিয়াও হয়তো তিন স্পিনারের স্ট্র্যাটেজিতে সাকিব আল হাসানদের বিরুদ্ধে নামতে চলেছে। ঘরের মাঠে কুলদীপ যাদবের খেলা প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু তিনি কার বদলি হিসেবে প্রথম একাদশে ঢুকবেন, তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। হয়তো আগামীকাল ভারতীয় দলের অনুশীলনে সেই ধোঁয়াশা কাটতে চলেছে।

দ্বিতীয় টেস্টের জন্য কানপুর রওনা হলেন বিরাট কোহলি। মঙ্গলবার।

গ্রিন পার্কের মন্থর পিচ রোহিতদের অপেক্ষায়

কানপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর : লালের পর এবার কালো!

বাড়তি বাউন্সের পর এবার মন্থর বাইশ গজ। যেখানে জোরে বোলারদের জন্য তেমন কিছুই থাকছে না। বরং স্পিনারদের স্বর্গরাজ্য হতে চলেছে কানপুরের গ্রিন পার্ক স্টেডিয়াম।

শুক্রবার থেকে কানপুরের গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামে শুরু হতে চলেছে ভারত বনাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট। আর সেই টেস্ট ক্রিকেটপ্রেমীদের পাশে টিম ইন্ডিয়ার জন্য কতটা উৎসাহের হতে চলেছে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তর্ক শুরু হয়ে গিয়েছে। সৌজন্যে গ্রিন পার্কের বাইশ গজ। কালো মাটির উইকেটে বাউন্স প্রায় থাকছে না বলেই খবর। শুধু তাই নয়, গ্রিন পার্কের বাইশ গজে খেলার শুরু থেকেই বল ঘুরবে ও নীচু হবে বলে স্থানীয় ক্রিকেটমহলের ইঙ্গিত। ফলে দুই দলই তিন স্পিনারে খেলার পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে।

থাকবে কড়া নিরাপত্তা

কানপুরে ভারত বনাম বাংলাদেশ টেস্ট আয়োজন নিয়ে শুরু থেকেই বিতর্ক চলছে। পদ্মাপারে হিন্দুদের উপর অত্যাচার নিয়ে ভারতীয় হিন্দু মহাসভার তরফে আগেই প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল। সঙ্গে ছিল কানপুর টেস্টের সময় বিক্ষোভের হুমকিও। সেকথা মাথায় রেখেই উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থা স্থানীয় পুলিশ, প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। শুক্রবার খেলা শুরুর অনেক আগে থেকেই পুলিশের হাতে চলে যাচ্ছে গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামের দায়িত্ব। কানপুর পুলিশের এসিপি হরিশ চন্দার আজ বলেছেন, 'ভারত বনাম বাংলাদেশের টেস্টের সময় পর্যাপ্ত পুলিশ থাকবে মাঠে। নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপোশ করা হবে না।' কিন্তু তারপরও খচখচানি থাকছে। এমনিতেই গ্রিন পার্কের মাঠে অতীতে যখনই আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়েছে, দোসর হিসেবে চূড়ান্ত অব্যবস্থার ছবি দেখেছে দুনিয়া। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি রাজীব শুক্লা নিজের রাজ্য ক্রিকেট সংস্থায় টেস্ট ম্যাচ আয়োজন নিয়ে এবার একটু বেশিই সতর্ক রয়েছেন।

কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই আগামীকাল থেকে বাংলাদেশ ও ভারত, দুই দলেরই অনুশীলন রয়েছে গ্রিন পার্কে। অনুশীলনের সময়ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যাপারে স্থানীয় পুলিশের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তার বাড়াবাড়ির মধ্যেই গ্রিন পার্কের বাইশ গজ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। তিন পেসারের বদলে তিন স্পিনার খেলানোর ভাবনা শুরু হয়েছে ঠিকই। কুলদীপ যাদবকে তাঁর ঘরের মাঠে টেস্ট খেলানোর পরিকল্পনাও প্রায় চূড়ান্ত। কিন্তু কুলদীপ খেললে কোন পেসারকে বসানো হবে, এখনও ঠিক করতে পারেনি ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। দু'রকম ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে। আকাশ দীপের বদলে কুলদীপ খেলুন। অথবা জসপ্রীত বুমরাহকে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা বিবেচনা করে বিশ্রাম দেওয়া হোক।

শেষ পর্যন্ত যাই হোক না কেন, গ্রিন পার্কের মন্থর ও কম বাউন্সের বাইশ গজে তিন স্পিনারে খেলার সিদ্ধান্তটা কার্যত চূড়ান্ত করে ফেলেছেন রোহিত শর্মা, গৌতম গম্ভীররা।

কানপুরে টিম হোটেলে ঢুকছে বাংলাদেশ দল। মঙ্গলবার পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

'কেন পদক নিয়ে অনুষ্ঠানে যাব না?'

কানপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর : প্যারিস অলিম্পিকে দেশকে জোড়া ব্রোঞ্জ এনে দিয়েছিলেন শুটার মনু ভাকের। স্বাধীনতার পর প্রথম ভারতীয় হিসেবে তিনি একই অলিম্পিকে দুই পদক জয়ের নজির গড়েছিলেন। তারপর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নানান অনুষ্ঠানে জোড়া পদক সহ মনু ভাকেরের উপস্থিতি এক পরিচিত দৃশ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সেই দৃশ্যই পছন্দ হচ্ছিল না নেটদুনিয়ার সমালোচকদের। তাদের অভিযোগ, মনু পদক নিয়ে 'বাড়াবাড়ি' করছেন।

সমালোচকদের কটাক্ষ মনুর

সেই সমস্ত নেটিজেনদের যোগ্য জবাব দিলেন মনু। সোমবার এক ইংরেজি দৈনিকের আলোচনা সভায় ২২ বছরের মনু বলেছেন, 'কেন পদক নিয়ে যাব না?' তারপর মনু বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'যদি কেউ দেখতে চান সে কারণে আমি পদক নিয়ে যাই। এছাড়াও অনেক সময় আয়োজকদের তরফে অনুরোধ করা হয়। আর তখনই পদক সহ আমার ছবি ছড়িয়ে পড়ে।'

তবে মনু আরও জানিয়েছেন অলিম্পিকের পরে যেভাবে দেশজোড়া ভালোবাসা পেয়েছেন তার জন্য তিনি কৃতজ্ঞ। তাঁর মন্তব্য, 'যদি কেউ আমাকে ডাকে তাহলে কেন যাবো না? আগে বাবা-মা, কোচ আমাকে এত অনুষ্ঠানে যাওয়ার অনুমতি দিতেন না। একটার পর একটা প্রতিযোগিতার জন্য অনুশীলনে লেগে থাকতাম। তাই এখন এই সুযোগ পেয়ে আমি খুবই খুশি। যেখানেই যাই সবাই ভালোবাসায় ভরিয়ে দেন।'

জোড়া সোনার পদক নিয়ে চেন্নাইয়ে ফিরলেন ডোম্মারাজু গুকেশ।

কানপুর টেস্টের বদলে ইরানিতে হয়তো সরফরাজ

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার কানপুরের গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামে শুরু ভারত-বাংলাদেশ সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের সঙ্গে এদিনই কানপুরে পা রেখেছেন সরফরাজ খানও। যদিও সূত্রের খবর, সরফরাজকে হয়তো ইরানি ট্রফিতে খেলার জন্য ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। একই পদক্ষেপ করা হতে পারে টেস্ট দলে থাকা ধ্রুব জুরেল, যশ দয়াল, শিবম দুবেদের ক্ষেত্রেও।

১ অক্টোবর লখনউয়ের অটলবিহারী বাজপেয়ী স্টেডিয়ামে ইরানি ট্রফিতে অবশিষ্ট একাদশের মুখোমুখি হবে রনজি ট্রফি জয়ী মুম্বই। আজিঙ্কা রাহানের নেতৃত্বে মুম্বই ইতিমধ্যেই দল ঘোষণা করেছে। আজ

অবশিষ্ট ভারতের অধিনায়ক রুতুরাজ

রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে অধিনায়ক করে ভারতীয় অবশিষ্ট একাদশ ঘোষণা করলেন অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি। সহ অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ।

ঘোষিত অবশিষ্ট একাদশে ভারতীয় টেস্ট দলে থাকা পেসার যশ দয়াল ও উইকেটকিপার-ব্যাটার ধ্রুব জুরেলকে রাখা হয়েছে। শর্ত, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট যদি ছেড়ে দেয় তাহলে ম্যাচ প্র্যাকটিসে থাকতে ইরানি ট্রফিতে খেলবেন যশ, ধ্রুব। সরফরাজের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ভারতীয় টিম সূত্রে খবর, লোকেশ রাহুল দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম একাদশেও অগ্রাধিকার পাবে। সেক্ষেত্রে সরফরাজকে হয়তো রিজার্ভ বেঞ্চে বসিয়ে না রেখে ইরানি ট্রফির জন্য ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। গতকাল মুম্বই টিম ঘোষণার সময় যে সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। অবশিষ্ট একাদশে সুযোগ পেয়েছেন ঈশান কিষানও। সদ্য সমাপ্ত দলীপ ট্রফিতে ভালো পারফরমেন্সের পুরস্কার পেলেন তিনি।

অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশ : রুতুরাজ গায়কোয়াড় (অধিনায়ক), অভিমন্যু ঈশ্বরণ (সহ অধিনায়ক), বি সাই সুদর্শন, দেবদত্ত পাড়িক্কাল, ধ্রুব জুরেল, ঈশান কিষান, মানব সুথার, সারাংশ জৈন, প্রসিধ কৃষ্ণা, মুকেশ কুমার, যশ দয়াল, রিকি ভুই, শাশ্বত রাওয়াত, খলিল আহমেদ ও রাহুল চাহার।

খেলায় আজ

১৯৮৮ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরেন্স গ্রিফিথ জয়নার ১০০ মিটার দৌড়ে অলিম্পিক রেকর্ড গড়ে সোনা জিতলেন। সিওলে ১০.৫৪ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে ফ্লোরেন্স ০.২৯ সেকেন্ড পেছনে ফেলে দেন এভেলিন অ্যাশফোর্ডকে।

সেরা অফবিট খবর

ট্যাটুতে গডস প্ল্যান

হাতে নতুন ট্যাটু করালেন রিঙ্কু সিং। লেখালেন গডস প্ল্যান শব্দ দুটো। কথাটি তিনি প্রথমবার বলেছিলেন যশ দয়ালকে। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে শেষ ওভারে দয়ালের দুরন্ত বোলিং গতবছর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে প্লে-অফের টিকিট এনে দেয়। একইসঙ্গে রিঙ্কু হাতে পাঁচটি ইংরেজি 'ও' অক্ষর লিখিয়েছেন। যার মাধ্যমে তিনি মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন দুই বছর আগে আইপিএলে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে দয়ালের শেষ ওভারে তাঁর টানা পাঁচ ছক্কায় কলকাতা নাইট রাইডার্সকে জয় এনে দেওয়া।

ইনস্টা সেরা

কিছুদিন আগে এক অনুষ্ঠানে স্টিভ ওয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছিল রাহুল দ্রাবিড়ের। মঙ্গলবার সেই ছবি দ্রাবিড় পোস্ট করলেন।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ফিফা র‌্যাংকিংয়ে ভারতের সর্বনিম্ন অবস্থান কত ছিল?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন,
২. ১৯৪৭-'৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতারা

নীলরতন হালদার, নিবেদিতা হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, অমৃত হালদার, অসীম হালদার, সুজন মহন্ত।

'বিশ্ব ক্রিকেটের বিস্ময় বালক'

ঋষভের গল্প তরুণদের অনুপ্রেরণা : আক্রাম

লাহোর, ২৪ সেপ্টেম্বর : ভাগ্যের জোরে প্রাণে বেঁচে যাওয়া।

শরীরে হাজারো ক্ষত, একাধিক অস্ত্রোপচার। কেরিয়ার শেষের আশঙ্কা উড়িয়ে স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন। সফল আইপিএলের পর বিশ্বকাপ জয়। প্রায় বছর দুয়েক পর টেস্ট প্রত্যাবর্তনেও রূপকথার ইনিংস ঋষভ পন্থের। ওয়াসিম আক্রামের মতে, বিস্ময় বালক। দাবি, দুর্ঘটনার পর ঋষভের বাইশ গজে ফেরার গল্প প্রজন্মের পর প্রজন্ম তরুণদের অনুপ্রেরণা জোগাবে।

ঋষভের মানসিক শক্তিতে রীতিমতো অবাক কিংবদন্তি পাক পেসার। আক্রাম বলেছেন, 'ভয়ংকর দুর্ঘটনার পর যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, সেখান থেকে যেভাবে ফিরে এসেছে, তাতে বুঝিয়ে দেয় মানসিকভাবে ও কতটা শক্তিশালী। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ঋষভের প্রত্যাবর্তন নিয়ে চর্চা হবে। আমার মতে, গোটা বিশ্বের তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। ঋষভ যেভাবে পেরেছে, তোমরাও পারবে।'

প্রত্যাবর্তনের পর ঋষভের সাফল্যের কাহিনীও তুলে ধরেন পাক সুইং কিং। ভারতীয় তরুণকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'আইপিএলে ফিরেই ৪০ ব্যাটিং গড়ে ৪৪৬ রান। স্ট্রাইক রেট ১৫৫। বিশ্ব ক্রিকেটের বিস্ময় বালক। অতবড় ধাক্কা কাটিয়ে ফেরার পর ওর সাফল্যের খতিয়ান দেখুন। সুপারম্যানসুলভ অবিশ্বাস্য পারফরমেন্স।'

২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর বাড়ি ফেরার পথে ভোররাতে গাড়ি দুর্ঘটনা। হাঁটু, কবজি, গোড়ালি, পায়ের পাতা, মুখ- শরীরজুড়ে আঘাতের ক্ষতচিহ্ন। কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচে যাওয়া। শুধু ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরাই নয়, গোটা ক্রিকেট বিশ্ব আঁতকে উঠেছিল। ওয়াসিম আক্রমের কথায়, পাকিস্তানের মানুষ ঋষভের ঘটনায় আশঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। আক্রম নিজেও। সেখান থেকে ফিরে আসা।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্টে ফিরেই সেঞ্চুরি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোম সিরিজ রয়েছে। তারপর অস্ট্রেলিয়া। গত দুই সফরে ভারতের সাফল্যের অন্যতম কান্ডারি ছিলেন। ঋষভের টেস্ট সাফল্য প্রসঙ্গে আক্রম আরও বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে দুর্দান্ত খেলেছে, শতরানও করেছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যেভাবে খেলেছে, জেমস অ্যান্ডারসনকে মারা ঋষভের রিভার্স সুইপ সত্যিই স্পেশাল।'

আসন্ন বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ঋষভ পন্থের পারফরমেন্সের ওপর ভারতের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করবে।

পন্থকে নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক খেলায় এবার কামিন্স

'ওকে শান্ত রাখার চেষ্টা থাকবে'

মেলবোর্ন, ২৪ সেপ্টেম্বর : সিরিজে বল পড়ার অনেক আগেই খেলা শুরু।

অজি দলের সমর্থনে চালিয়ে খেলছেন প্রাক্তন হয়ে যাওয়া রিকি পন্টিং, গ্লেন ম্যাকগ্রাথরা। ভারতকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুংকার। প্যাট কামিন্স এবং তাঁর সতীর্থরাও খেলছেন, তবে একটু অন্যভাবে। ভারতীয় দল, খেলোয়াড়দের প্রশংসায় ভাসিয়ে দিয়ে 'মাইন্ড গেম'-এর অন্য খেলায় মেতেছেন।

যশস্বী জয়সওয়ালকে ইতিমধ্যেই আগামীদিনের মেগাতারকা আখ্যা দিয়েছেন মিচেল স্টার্ক-জোশ হ্যাজেলউডরা। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিরাট কোহলির সাফল্যের কথাও বারবার শোনা গিয়েছে অজি তারকাদের মুখে। রয়েছে জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে বিরামহীন বন্দনাও। নিজেদের আন্ডারডগ প্রতিপন্ন করে চাপ কমানোর পাশাপাশি যশস্বীদের ঘুরিয়ে মনস্তাত্ত্বিক চাপে রাখার কৌশল।

মঙ্গলবার কামিন্স যেমন পড়লেন ঋষভ পন্থকে নিয়ে। অজি অধিনায়কের দাবি, ঋষভ গেমচেঞ্জার। গত দুই বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে বিশাল প্রভাব ফেলেছিলেন। আসন্ন দ্বৈরথে ঋষভকে নিয়ে তাই সতর্ক থাকতে হবে। সর্বতোভাবে চেষ্টা থাকবে ঋষভকে শান্ত রাখার।

কামিন্স বলেছেন, 'প্রত্যেক দলেই ২-১ জন এমন খেলোয়াড় থাকে, যারা ম্যাচ ছিনিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। আমাদের দলে যেমন ট্রাভিস হেড, মিচেল মার্শ। আগ্রাসী ক্রিকেটার। প্রতিপক্ষের উনিশ-বিশ ভুলকে কাজে লাগিয়ে ম্যাচ বের করে নিয়ে যাবে। ঋষভ পন্থ গত দুই সিরিজে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। ওকে শান্ত রাখার চেষ্টা থাকবে আমাদের।'

লাল বলের ফরম্যাটে ঋষভের সাহসী এবং অভিনব শট বৈচিত্র্যের কথাও কামিন্সের মুখে। অজি অধিনায়কের কথায়, 'ঋষভের হাতে শটের অভাব নেই। টেস্টে রিভার্স স্ল্যাপ খেলতে ভয় পায় না। যা ঋষভের মানসিকতা বুঝিয়ে দেয়। আসন্ন সিরিজে যে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা আরও ভালোভাবে করতে হবে।' প্রসঙ্গত, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এই পর্যন্ত ৭টি টেস্ট খেলে ঋষভের সংগ্রহ ৬২৪ রান। ব্যাটিং গড় ৬২.৪০। ৭২.১৩ স্ট্রাইক রেটও উল্লেখ করার মতো।

২০১৮-'১৯ সালের সফরে দলের দ্বিতীয় সর্বাধিক রান ছিল ঋষভের। সেবারই প্রথম অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজ জেতে ভারত। পরবর্তী ২০২০-'২১ সফরে দলের সর্বাধিক স্কোরারও ঋষভ। এর মধ্যে গাব্বায় সিরিজ নির্ণায়ক টেস্টে ৩২৮ রান তাড়া করে ম্যাচ জেতানো অপরাজিত ৮৯-এ কামিন্সদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেন। এবার? যে উত্তরের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করবে ভারত-অজি সিরিজের ভাগ্য।

পন্থে মজেছেন অজি অফস্পিনার নাথান লায়োনও। বলেছেন, 'ঋষভের মতো ব্যাটারকে বল করার সময় ভুলের সুযোগ কম থাকে। আমি জানি খারাপ বল দিলেই ও ছক্কা মারবে। কিন্তু তারপরও চেষ্টা করি ওকে ক্রিজে আটকে রাখতে। তাতে ওকে আউটের সুযোগ তৈরি হয়।'

মাহিকে নিয়ে জট সেই তিমিরেই

কোন পথে রোহিত, মেগা লিগে ঝড়ের পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর : আইপিএলের সফলতম দুই অধিনায়ক।

অধিনায়ক হিসেবে দুইজনের ঝুলিতেই পাঁচটি করে আইপিএল খেতাব। যদিও বাস্তব হল, ২০২৫ মেগা লিগে দুইজনকে নিয়েই টানাপোড়েন। কেরিয়ারের শেষপর্বে পা রাখা মহেন্দ্র সিং ধোনিকে আদৌ আগামী লিগে দেখা যাবে কি না, ছবিটা পরিষ্কার নয়। আর মাহি কী করবেন, ভবিষ্যদ্বাণী করাও মুশকিল।

অপরদিকে রোহিত শর্মার সঙ্গে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের দীর্ঘদিনের সম্পর্কে ইতি পড়া নাকি সময়ের অপেক্ষামাত্র। গত মেগা লিগে রাতারাতি নেতৃত্ব বদল নিয়ে ঝড় উঠেছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সংসারে। রোহিত তখনই দল ছাড়ার ইঙ্গিত দেন। দীর্ঘদিনের বন্ধু অভিষেক নায়ারের (ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ) সঙ্গে কথোপকথনে যা সামনে চলে আসে।

মুম্বই শিবিরও রোহিতকে নিয়ে সামনের দিকে এগোতে কতটা আগ্রহী, আদৌ আগ্রহী কি না, তা নিয়েও প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে। সেক্ষেত্রে ট্রেড নাকি নিলামের টেবিল-রোহিতকে নিয়ে অন্য দলগুলির দড়ি টানাটানি নিশ্চিতভাবে আকর্ষণ হতে চলেছে। শেষপর্যন্ত কোন পথে রোহিত, তা নিয়ে ঝড়ের পূর্বাভাস।

অপরদিকে মাহি মানেই 'আনপ্রেডিক্টেবল'। শেষপর্যন্ত কী করবেন, অনুমান করা মুশকিল। আর সিদ্ধান্তের ভার স্বয়ং 'থালার' ওপরই দিয়েছে চেন্নাই ফ্র্যাঞ্চাইজি। সূত্রের খবর, দল চাইছে মাহিকে 'আনক্যাপ' প্লেয়ার হিসেবে খেলাতে। ফলে 'থালাকে' ধরে রাখলেও বেশি খরচ করতে হবে না। সেক্ষেত্রে ধোনির জন্য পুরোনো নিয়ম ফেরাতে হবে বিসিসিআই-কে। ঘুরেফিরে প্রশ্ন, মাহি কী চাইছেন?

সম্ভাব্য বাতিলের তালিকায় রয়েছেন আরও দুই অধিনায়ক-লোকেশ রাহুল ও ফাফ ডুপ্লেসি। গত লিগে মাঠের ধারেই ক্যামেরার সামনে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল দলনায়ক লোকেশকে। কিছুদিন আগে কলকাতায় এসে শীর্ষকর্তার সঙ্গে দেখা করেন লোকেশ। সেই বৈঠকেই দল ছাড়ার বিষয় পরিষ্কারও করে দেন। সূত্রের দাবি, লখনউ সুপার জায়েন্টস ছেড়ে লোকেশের পরবর্তী গন্তব্য রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।

লোকেশের জার্সি বদল কার্যত নিশ্চিত, যদি না শেষমুহূর্তে বড়সড়ো কিছু রদবদল ঘটে। গত লিগে অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসির পারফরমেন্সে প্রত্যাশা মেটেনি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর। চল্লিশে পা রাখা ডুপ্লেসিকে সরিয়ে আগামীর ভাবনাও গুরুত্ব পাচ্ছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সূত্রের খবর, ৫-৬ জনের বেশি প্লেয়ার ধরে রাখতে পারবে না ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি। আরসিবি-র অন্দরমহলের খবর, যে তালিকায় ডুপ্লেসির থাকার সম্ভাবনা কার্যত নেই।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে কানপুরের পথে রোহিত শর্মা।

আশ্বস্ত করছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড

দেশে খেলতে কোনও সমস্যা হবে না সাকিবের

ঢাকা, ২৪ সেপ্টেম্বর : আগামী মাসে দেশের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর এখনও দেশে পা না রাখা আওয়ামি লিগের সাংসদ সাকিব আল হাসানকে কী সেই সিরিজে খেলতে দেখা যাবে? ছাত্র আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে মহম্মদ রুবেলের মৃত্যুর জন্য অভিযুক্ত তালিকায় সাকিবের নাম রয়েছে। কানাডায় গ্লোবাল টি২০ লিগ খেলতে গিয়ে তাঁকে বিক্ষোভের মুখেও পড়তে হয়। তাই প্রশ্ন ছিল, দেশে পা রাখলে কোনও হেনস্তার শিকার তাঁকে হতে হবে কিনা? তবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অপারেশনস ইনচার্জ শাহরিয়ার নাফিস অবশ্য সাকিবের নিজের দেশে ফিরতে কোনও সমস্যা দেখছেন না। তিনি বলেছেন, 'সাকিবের ব্যাপারে প্রধান উপদেষ্টা, আইনি উপদেষ্টা ও ক্রীড়া উপদেষ্টা খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন। বাংলাদেশ সরকারের থেকে সবাইকে আশ্বস্ত করা হয়েছে দায়ের হওয়া মামলার জন্য কাউকে অন্যায়ভাবে হেনস্তা করা হবে না।' একইসঙ্গে তাঁর আরও সংযোজন, 'সাকিবের ব্যাপারে অন্তর্বর্তী সরকারের অবস্থান খুব স্পষ্ট। ফর্ম ও ফিটনেস বাধা না হলে কোনও সিরিজেই তাঁকে খেলতে বাধা দেওয়া হবে না।'

চোট দিয়ামান্তাকোসের

নিজস্ব প্রতিনিধি কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সম্ভবত দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসকে পাচ্ছে না ইস্টবেঙ্গল। কোচিতে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে খেলার সময় শট মারতে গিয়ে পায়ে চোট পান এই গ্রিক স্ট্রাইকার। তারপরেই তাঁকে তুলে নিতে হয়। যদিও তাঁর চোটের কথা সরকারিভাবে ক্লাবের তরফে স্বীকার করা হচ্ছে না। তবে সূত্রের খবর এদিন দিয়ামান্তাকোসের এমআরআই করানো হয়েছে। হাতে যদিও আরও দুইদিন আছে, তবুও তাঁকে খেলানোর ব্যাপারে খানিকটা অনিশ্চয়তার মধ্যে আছেন কোচ, ফিজিও ও ফিজিকাল ট্রেনাররা। এদিকে এখনই কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাতকে নিয়ে বড় কোন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না ম্যানেজমেন্ট। আরও কয়েকটা ম্যাচ দেখার পরে এই বিষয়ে আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে।

অবসরের ভাবনা নেই আন্সেলোত্তির

মাদ্রিদ, ২৪ সেপ্টেম্বর : গত মরশুমে জোড়া খেতাব জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ। স্প্যানিশ লা লিগায় অপরাজিত এক বছর। এসবের অন্যতম কারিগর কার্লো আন্সেলোত্তি। মঙ্গলবার রাতে রিয়ালের কোচ হিসাবে ৩০০ ম্যাচ পূর্ণ করলেন তিনি। তাঁর বয়স গত জুন মাসে ৬৫ ছুঁয়েছে। তবুও তিনি ক্লান্তিহীন। জানালেন, অবসর নিয়ে কোনও ভাবনাই নেই।

১৯৯২ সাল থেকে সহকারী হিসাবে কাজ শুরু। আন্সেলোত্তির কোচিং কেরিয়ার শুরু ১৯৯৫ সালে। ২০১৩ সালে প্রথমবার রিয়ালের দায়িত্ব নেন। সেই পর্বে রিয়ালে ছিলেন বছর দুয়েক। এরপর ২০২১-এ মাদ্রিদের ক্লাবটিতে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেন আন্সেলোত্তি। রিয়ালে ৩০০তম ম্যাচের আগে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে। উত্তরে আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি একেবারেই ভাবছি না। এই কাজটা আমার ভালোবাসা। আর রিয়ালের ডাগআউটে থাকা বিশেষ সম্মানের। সেখানে ৩০০ ম্যাচ একটা মাইলস্টোন। আমি এখনও আমার মেয়াদ শেষ হওয়ার দিন দেখতে পাচ্ছি না। চাপ আছে, দায়িত্বও আছে। তবুও আমি ক্লান্ত নই।'

জয়ী ভারত

থিম্পু, ২৪ সেপ্টেম্বর : সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল আগেই। ভুটানে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৭ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় তথা শেষ ম্যাচে মালদ্বীপকে ৩-০ গোলে হারাল ভারত। ম্যাচের ১৩ মিনিটে গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন স্যামসন আহংশাঙ্গবাম। ইশফাক আহমেদের দলের হয়ে দ্বিতীয়ার্ধে জোড়া গোল করেন হেমনেইচুং লুকিম। উলটোদিকে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে মালদ্বীপের বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেল।

ক্ষমা চাক ভিনেশ, বললেন যোগেশ্বর

চণ্ডীগড়, ২৪ সেপ্টেম্বর : প্যারিস অলিম্পিকে ভিনেশ ফোগটের পদক হাতছাড়া হওয়া নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে কাঠগড়ায় তোলেন তারকা কুস্তিগির। সেই আবহেই যোগ দেন কংগ্রেসে। এবার লন্ডন অলিম্পিকে পদকজয়ী ভারতীয় কুস্তিগির তথা বিজেপি নেতা যোগেশ্বর দত্ত কড়া ভাষায় বিঁধলেন ভিনেশকে। পদক হাতছাড়া হওয়ার দায়ও ঠেললেন তাঁর ঘাড়েই।

মাত্র ১০০ গ্রাম ওজন বেশি থাকায় অলিম্পিকে ৫০ কেজি বিভাগে কুস্তির ফাইনালে নামা হয়নি ভিনেশের। নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় তাঁকে। এমনকি হাতছাড়া হয় নিশ্চিত রুপোও। অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী কুস্তিগির যোগেশ্বর এক্ষেত্রে ভিনেশকেই কাঠগড়ায় তুলে বলেছেন, 'যে কোনও খেলায় ডিসকোয়ালিফাই হওয়ার দায় অ্যাথলিটের ওপরই বর্তায়। তাই এক্ষেত্রেও দায় ভিনেশের একারই।'

একইসঙ্গে তারকা কুস্তিগিরের গোটা দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত বলেও জানান যোগেশ্বর। বলেছেন, 'সকলেই জানেন যথাযথ কারণেই ওকে নিষিদ্ধ করেছিল অলিম্পিক কমিটি। ওর ভুলেই এই ঘটনা ঘটেছে। ভিনেশের উচিত ক্ষমা চাওয়া। আমি হলে তাই করতাম। ও সেখানে ষড়যন্ত্রের কথা বলছে। প্রধানমন্ত্রীকেও দোষ দিতে ছাড়েনি।'

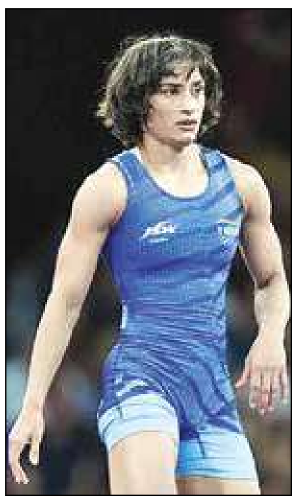

> সকলেই জানেন যথাযথ কারণেই ওকে নিষিদ্ধ করেছিল অলিম্পিক কমিটি। ওর ভুলেই এই ঘটনা ঘটেছে। ভিনেশের উচিত ক্ষমা চাওয়া। আমি হলে তাই করতাম। ও সেখানে ষড়যন্ত্রের কথা বলছে। প্রধানমন্ত্রীকেও দোষ দিতে ছাড়েনি।
>
> **যোগেশ্বর দত্ত**

এদিকে পদক হাতছাড়া হওয়ার পর বিশ্ব ক্রীড়া আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ভিনেশ। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ও আইওএ-র থেকে যথাযথ সহযোগিতা পাননি বলেও কিছুদিন আগে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন এই তারকা কুস্তিগির।

মরশুম শেষ রড্রির, চিন্তায় ম্যান সিটি

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৪ সেপ্টেম্বর : ইউরো কাপে স্পেনের হয়ে খেলতে নেমে চোট পেয়েছিলেন রড্রি। তারপর মাঠে ফেরেন গত রবিবারই। ম্যাঞ্চেস্টার সিটির হয়ে নামেন আর্সেনালের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে। ফের চোট পান। সেই চোটেই এবারের মতো তাঁর মরশুম শেষ হয়ে গেল।

আর্সেনালের সঙ্গে ২-২ গোলে নাটকীয় ড্রয়ের দিনে ২১ মিনিটে মাঠ ছাড়েন তারকা মিডফিল্ডার রড্রি। থমাস পার্টির সঙ্গে বল দখলের লড়াইয়ের সময় ডান হাঁটুতে চোট পান তিনি। জানা গিয়েছে, তাঁর এসিএল ইনজুরি হয়েছে। সেরে উঠতে কমপক্ষে মাস সাতেক লাগবে। তারপর ম্যাচ ফিট হতে আরও মাসখানেক। কাজেই এই মরশুমে তাঁর আর মাঠে নামার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা বাড়ল ম্যান সিটির।

এদিকে রবিবার ম্যাচের শেষদিকে সংঘর্ষে জড়ান গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস ও আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। থ্রোয়ের সময়ে গ্যাব্রিয়েলের মাথা লক্ষ্য করে বল ছুড়তেও দেখা যায় হাল্যান্ডকে। অবশেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে রেফারির হস্তক্ষেপে। ম্যাচের পর গ্যাব্রিয়েল যদিও বলেছেন, 'ফুটবল মানেই যুদ্ধ। এটা স্বাভাবিক। ওই লড়াইটা মাঠেই শেষ হয়ে গিয়েছে।'

টিকিটের দাম বাড়ছে ইংল্যান্ড-ভারত সিরিজের

লন্ডন, ২৪ সেপ্টেম্বর : সদ্যসমাপ্ত শ্রীলঙ্কা সিরিজে টিকিটের আকাশছোঁয়া দাম রেখে মুখ পুড়েছিল মেরিলিবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের (এমসিসি)। সেই ভুল থেকে শিক্ষা নয়, বরং আগামী বছরের ইংল্যান্ড-ভারত পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজেও টিকিটের দাম বাড়তে চলেছে। শ্রীলঙ্কা টেস্টে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য টিকিটের দাম ছিল ১১৫-১৪০ পাউন্ড। ইংল্যান্ড-ভারত সিরিজে সেই টিকিটই প্রথম তিনদিনে বেড়ে হতে চলেছে ১২০-১৭৫ পাউন্ড। অনূর্ধ্ব-১৬ বছরের দর্শকদের জন্য দাম রাখা হয়েছে ৪০-৫০ পাউন্ড। এমনকি মাঠের সবচেয়ে খারাপ জায়গায় বসতে গেলে দর্শকদের ন্যূনতম ৯০ পাউন্ড খরচ করতে হবে। এক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব-১৬ বছরের দর্শকদের জন্য দাম রাখা হয়েছে ২০ পাউন্ড। ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা সিরিজে তিনটি টেস্টই চারদিনে শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চতুর্থদিনে তৃতীয় সেশনে যাঁরা খেলা দেখতে মাঠে ঢুকেছিলেন তাঁরা টিকিটের দামে কোনও ছাড় পাননি। যা নিয়ে এমসিসি-কে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। এমসিসি-র সিইও গাই ল্যাভেন্ডার জানিয়েছিলেন, আগামী বছরের ভারত সিরিজে চতুর্থ দিনের টিকিটের দাম নিয়ে তাঁরা পর্যালোচনা করবেন। ফলে আশা করা যায়, দর্শকরা কিছুটা ছাড় পেতে পারেন।

গোল হজম নিয়ে চিন্তায় মোলিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : টানা তিন ম্যাচ পর জয়ে ফেরা। স্বাভাবিকভাবেই খুশি সবুজ-মেরুন শিবির। কিন্তু কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাকে চিন্তায় রাখছে প্রতি ম্যাচে নিয়ম করে গোল খাওয়া।

ডুরান্ড কাপের ফাইনালে হারের পর আইএসএল ও এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের শুরু ড্র দিয়ে। একমাত্র এফসি রাভশানের বিরুদ্ধে ক্লিনশিট রাখা ছাড়া ডুরান্ডের শুরু থেকেই প্রায় প্রতি ম্যাচে গোল খাচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ডিফেন্স। যার অন্যথা হয়নি সোমবার নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে জেতা ম্যাচেও। ফলে জয় তাঁকে খুশি করলেও দলের এই বাজে অভ্যাসে যে তিনি বিরক্ত সেটা বলেও দিচ্ছেন বাগান কোচ, 'আমরা ম্যাচটা জিততেই চেয়েছি। আইএসএল মরশুমের সেই কাঙ্ক্ষিত প্রথম জয়টা পেয়ে যাওয়ায় খুশি। কিন্তু এত গোল খাওয়ায় আমি যে খুশি নই সেটা আগেও বলেছি। তবে ছেলেরা যে হাল না ছেড়ে দিয়ে শেষপর্যন্ত লড়াই করার ফল পাই আমরা। আর সেটাই আমাকে বেশি খুশি করেছে। ডিফেন্ডাররা এই ম্যাচে ভালোই খেলেছে। তবে আরও উন্নতি করতে হবে। এখনও প্রচুর ভুল হচ্ছে। সেগুলো শোধরানো দরকার।'

অনুশীলনে নেমে পড়লেন নুনো

সোমবার যাঁরা খেলেছেন তাঁদের এদিন পুরো ছুটি দিয়ে বাকিদের অনুশীলনে নিয়ে আসেন মোলিনা। এই প্রস্তুতিতে যোগ দেন জেমি ম্যাকলারেন ও নুনো রিজ। দুজনকে দুই দিকে রেখে দেখে নেন বাগান কোচ। আলবার্তো রজরিগেজ এখনও ফিট না। তিনি রিহ্যাব করছেন। সম্ভবত সেই কারণেই নুনো কী অবস্থায় আছেন দেখে নিতে চান মোলিনা। সোমবার মাঠে বসে দলের খেলাও দেখেন জেমির প্রাক্তন এই সতীর্থ।

ম্যাকলারেন সোমবারই প্রথম মাঠে নামেন। ছিলেন মিনিট পনেরো-কুড়ি। একবার বক্সে বল পেয়েও ঘুরতে সময় নেওয়া ছাড়া বিশেষ চোখে পড়েননি। তাঁর সম্পর্কে মোলিনার ব্যাখ্যা, 'জেমি এখনও পুরো ফিট নয়। সেই কারণেই ওকে শেষদিকে নামাই। ক্রমশ খেলিয়ে খেলিয়ে ওকে ফিট করে তুলতে হবে। ৯০ মিনিট খেলার মতো ফিটনেস ওর এখনও আসেনি। মাত্র দুই সপ্তাহ আগে ও অনুশীলন শুরু করেছে। তাও পুরো ট্রেনিং করতে পারছিল না। আজ যে খেলার পর ব্যথা অনুভব করেনি, ওটা ভালো খবর। তবে ওর পুরো ফিট হওয়ার জন্য এখনও অপেক্ষা করতে হবে।' মাঠে নামতে এতদিন লেগে যাওয়ায় সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন জেমি। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের সামাজিক মাধ্যমে তিনি বলেছেন, 'মোহনবাগান সমর্থকদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করছি যে তোমাদের এত প্রত্যাশা থাকা সত্ত্বেও আমি এতদিন মাঠে নামতে পারিনি। তবে, এদিন খেলতে পেরে খুব ভালো লাগছে। এরকম পরিবেশ, ভাবা যায় না! একইসঙ্গে আমাদের কাঙ্ক্ষিত জয়টা পেয়ে গেলাম। একেবারে শেষদিকে এসে জেসন (কামিংস) দুর্দান্ত গোলটা করল। আশা করছি এবার আমরা আরও ভালো খেলব।' পুরো সময় খেললেও সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে দেখা গেল ম্যাচের সেরা গ্রেগ স্টুয়ার্ট এলেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে। খুব বড় কোনও চোট বলে মনে না হলেও এদিন তিনি অনুশীলনে হাজির হন। ক্লাবের তরফে পরিষ্কার করে কিছু বলতে অস্বীকার করা হলেও স্টুয়ার্ট যে ফিজিওর কাছেই আসেন, সেটা পরিষ্কার। তবে ডুরান্ড কাপের বদলা নিতে পেরে উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারেননি। বলেছেন, 'ডুরান্ড ফাইনালের হারটা আমাদের মধ্যে হতাশা এনে দিয়েছিল। তারপর থেকে আমরা নিজেদের তৈরি করতে থাকি। সেই প্রস্তুতির সুফল এই ম্যাচে পেলাম। আশা করি, পরের ম্যাচগুলোতে আমরা আরও ভালো খেলব। তবে গোল খাওয়ার অভ্যাসটা কমাতে হবে।' তিনি আরও বলেছেন, 'গোলের সুযোগ তৈরি ও গোল করাই আমাদের কাজ। সেজন্য প্রচুর পরিশ্রম করছি। তারই প্রতিফলন এই ম্যাচে দেখা গেল। মাঠে যারা খেলছে এবং যারা বেঞ্চে তারা সকলেই সমমানের। জেসন পরিবর্ত হিসাবে নেমে কী অসাধারণ গোল করল! তবে দিমির (পেত্রাতোস) জন্য খারাপ লাগছে। জেমি এদিন প্রথম মাঠে নেমেছে। আশা করছি, পরবর্তী ম্যাচগুলোতে ও দলকে অনেকবেশি সাহায্য করতে পারবে।'

মোহনবাগানের পরের ম্যাচ আগামী শনিবার শ্রীকান্তিরাভায় বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে।

মেরুন পাঞ্জাবি ও হলুদ ধুতিতে পুজোর সাজে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিশাল কেইথ, শুভাশিস বসু ও দিমিত্রিস পেত্রাতোস।

আত্মবিশ্বাসী চেরনিশভ, চিন্তা শেষমুহূর্তের ভুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার আইএসএলে প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচ মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়ান এফসি। ওয়েন কোয়েলের দল প্রথম ম্যাচে হারিয়েছে সের্জিও লোবেরার ওডিশা এফসি-কে। যদিও সেটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে নারাজ সাদা-কালো কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। বরং নিজের দল নিয়ে তিনি বেশ আত্মবিশ্বাসী। তাঁর মাথায় চিন্তা শুধুই শেষমুহূর্তে গোল হজম নিয়ে।

মহমেডানের রুশ কোচ মুখে যদিও বলছেন, 'এটা যে শুধু আমাদের ক্ষেত্রেই হচ্ছে তা নয়। অনেক অভিজ্ঞ দলও একই ভুল করে। ফুটবলে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার।' উদাহরণ টানলেন গত রবিবারের ম্যান সিটি-আর্সেনাল ম্যাচের। একইসঙ্গে জানালেন, ম্যাচের শেষ পর্যন্ত মনঃসংযোগ ধরে রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে মরশুমের শুরুতে এমন হতেই পারে।

বুধবার সকালে কলকাতায় প্রস্তুতি সেরে বিকালে চেন্নাই উড়ে যাবে সাদা-কালো ব্রিগেড। তার আগে মঙ্গলবারও চুটিয়ে অনুশীলন করলেন চেরনিশভের ছেলেরা। তবে কাশিমভকে পুরোদমে অনুশীলন করতে দেখা যায়নি। বেশিরভাগ সময়টা সাইডলাইনেই কাটান তিনি। যদিও মহমেডান কোচ ও ম্যানেজমেন্টের দাবি, দলে কোনও চোট-আঘাত নেই। এছাড়া মহমেডানের নতুন বিদেশি ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের এখনও ভিসা পাননি। দুই-একদিনের মধ্যেই তিনি ভিসা হাতে পেয়ে যাবেন বলে আশা সাদা-কালো ম্যানেজমেন্টের। চেরনিশভ একথাও মেনে নিলেন, ওগিয়ের চলে এলে দলের অনেক সমস্যা মিটতে পারে।

এদিকে, মঙ্গলবার কলকাতা লিগের সুপার সিক্সের নিয়মরক্ষার ম্যাচে সুরুচি সংঘের মুখোমুখি হয়েছিল মহমেডান। সেই ম্যাচে শুরুতে এগিয়ে গিয়েও ২-১ গোলে হার হজম করতে হল হাকিম সেগুন্ডোর দলকে। ম্যাচের প্রথমার্ধে গোল করে সাদা-কালোকে এগিয়ে দেন সাকা। তবে ৭৪ মিনিটে আবুসুফিয়ান ও ৮৫ মিনিটে সঞ্জয় ওরাওঁ গোল করে সুরুচির জয় নিশ্চিত করেন।